স্মৃতির পাতায়
জননেতা

আব্বাস আলী খান

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম

স্মৃতির পাতায়
জননেতা
আব্বাস আলী খান

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৪৬

২য় প্রকাশ (আধুঃ ১ম)
সফর ১৪২৬
চৈত্র ১৪১১
মার্চ ২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০

SRITIR PATAY JANANETA ABBAS ALI KHAN by Prof. Mazharul Islam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 25.00 Only.

www.pathagar.com

গ্রন্থকারের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। ছাত্র জীবনের শেষ দিকে ইসলামী আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে বর্তমান সময় পর্যন্ত অনেক নেতৃবৃন্দকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। বিশেষ করে ২৬ বছর যাবত কেন্দ্রীয় অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ইসলামী আন্দোলনের অনেক নেতাকে দেখার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি এবং তাদের সান্নিধ্যে থেকে অনেক কিছু জানা ও শেখার সুযোগ লাভ করেছি। এদের মধ্যে জেলা থেকে শুরু করে জাতীয় শীর্ষ পর্যায়ের অনেক নেতাই পরপারে চলে গেছেন। তাদের অবদান মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে লিখিত থাকলেও মানুষের কাছে তা চির জাগরূক থাকা স্বাভাবিক নয়। একান্তভাবে আমার মন চায় তাদেরকে আমি ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখি।

কিন্তু আমি তো ইতিহাস রচয়িতা নই, আবার পাকা লেখকও নই। তবুও মনের আকুতি মিটাতে গিয়ে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। জানি না কত দূর সফল হয়েছি।

শ্রদ্ধেয় মরহুম নেতা জনাব আব্বাস আলী খান শতাব্দী কালের একজন জীবন্ত সাক্ষী। ইসলামী আন্দোলন তথা নানান জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনা বিজড়িত মরহুম খান সাহেবের জীবনী গ্রন্থ রচনা করা চাট্টিখানি কথা নয়। আমি শুধু তার বিরাট ও বহুমুখী অবদানের খণ্ড চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা দেখে কোন নিপুণ শিল্পী যদি তার তুলির স্পর্শে মরহুম আব্বাস আলী খানসহ বেহেশতবাসী অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের জীবনী ইতিহাসের পাতায় অংকনের জন্য উদ্বুদ্ধ হন–তবেই নিজেকে ধন্য মনে করবো।

আল্লাহ তায়ালা আমার লেখা এই ছোট্ট গ্রন্থসহ অন্যান্য বইগুলো যেন আখিরাতে সওয়াবের অছিলা বানান-এই দোয়াই একান্তভাবে কামনা করছি।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ইসলামী আন্দোলনের একজন মহান নেতা মরহুম আব্বাস আলী খানের স্মৃতি সম্বলিত ছোট্ট একটি গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি।

লেখক জননেতা জনাব আব্বাস আলী খানকে দুই যুগ ধরে একান্ত কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। জনাব আব্বাস আলী খান প্রায় শতাব্দীকালের একজন সাক্ষী, ইসলামী আন্দোলনের একজন উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানকারী এই নেতার পূর্ণ কোন জীবনী গ্রন্থ এটা নয়। লেখক তার স্মৃতির পাতা থেকে মরহুম খান সাহেবের জীবনের খণ্ড চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

এ থেকে কোন পাঠক ইসলামী আন্দোলনের পথে কিছু পাথেয় পেলে এবং নিজেকে সেভাবে গঠন করার প্রয়াস পেলে পরিশ্রম সার্থক মনে করবো। শ্রদ্ধেয় বড় ভাই নাজমুল হক সাহেব বইটির ভাষা সংশোধন করতে গিয়ে যে পরিশ্রম ও সহযোগিতা করেছেন তার জন্য লেখক ও আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে নাজমুল হক ভাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

বইটিতে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে অনুগ্রহ করে জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নিব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে হেদায়াত নসীব করুন। আমীন।

www.pathagar.com

বইটি সম্পর্কে সাবেক আমীরে জামায়াত
অধ্যাপক গোলাম আযমের মন্তব্য

মরহুম আব্বাস আলী খানের স্মৃতিচারণ করে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় অফিস সেক্রেটারী অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম এ বইটি লিখেছেন। এতে তিনি খান সাহেবের দীর্ঘ জীবনের কতক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন এবং খান সাহেবকে তিনি যেমন দেখেছেন তা ভালবাসা শ্রদ্ধা ও আবেগের সাথে প্রকাশ করেছেন। জনাব খান সাহেব এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। আন্দোলনে তাঁর বিরাট ও বহুমুখী অবদান সম্পর্কে আরও কেউ লিখছেন কিনা জানিনা। তাঁর জীবন থেকে শিক্ষণীয় অনেক কিছু পাঠক-পাঠিকাদের নিকট তুলে ধরা প্রয়োজন।

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম মরহুম খান সাহেবের সান্নিধ্য যেটুকু পেয়েছিলেন এর ভিত্তিতে তিনি বইটি রচনা করেছেন। এতে প্রধানতঃ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসাবে যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন এর চমৎকার বিবরণ পরিবেশন করেছেন। যেমন ঃ

১. ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবী নামে জামায়াতের পক্ষ থেকে দেশ গড়ার একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচী ঘোষণা।
২. জামায়াতের পক্ষ থেকে কেয়ার টেকার সরকারের রূপরেখা পেশ করা।
৩. ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে রেডিও ও টেলিভিশনে জামায়াতের পক্ষ থেকে ভাষণ দান।
৪. ১৯৯২ সালের রুকন সম্মেলনে উদ্বোধনী ও সমাপনী ভাষণ।
৫. ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে উল্লাপাড়ায় তাঁর জীবনের শেষ জামায়াত কর্মী সম্মেলনে মূল্যবান ভাষণের নির্যাস।
৬. তাঁর সর্বশেষ লেখা "একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ ঃ তার থেকে বাঁচার উপায়" সম্পর্কে ধারণা দান।

এছাড়া তাঁর অন্তিম শয়ান থেকে দাফন পর্যন্ত ঘটনা ও তাঁর উদ্দেশ্যে দোয়ার মাহফিলের বিবরণ এতে দেয়া হয়েছে।

বইটি সুলিখিত ও সুখপাঠ্য। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য এ বইটি থেকে অনেক মূল্যবান শিক্ষা আহরণ করার সুযোগ রয়েছে।

www.pathagar.com

আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর অভিমত

মরহুম আব্বাস আলী খান উপমহাদেশে প্রায় ৬০ বছরের রাজনীতির একজন জীবন্ত সাক্ষী। তিনি বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি। জামায়াতে ইসলামীর মূল প্রতিষ্ঠাতা বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (রহঃ) জীবনী লেখক। যে গ্রন্থের নাম "একটি জীবন একটি ইতিহাস"। লেখক আব্বাস আলী খান মরহুম নিজেও সেই ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাঁর জীবন আলেখ্য ও কর্মময় জীবনের শিক্ষণীয় দিকগুলো পুস্তক আকারে তুলে ধরার যে উদ্যোগ অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম নিয়েছেন তা প্রশংসনীয়।

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অফিসে দীর্ঘ দিন যাবৎ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সেই সুবাদে ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে একান্ত কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। তার চোখে দেখা এবং হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা, জানা অজানা বিষয়গুলো ইসলামী আন্দোলনের কর্মী সমর্থকদের চিন্তার খোরাক যোগাবে, প্রেরণার উৎস হবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১.	এক নজরে জন্ম, শিক্ষা, কর্ম ও রাজনীতি	৯
২.	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর পুনরুজ্জীবনে মরহুম জনাব আব্বাস আলী খান	১৫
৩.	ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবী ঘোষণা	১৬
৪.	প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে কেয়ারটেকার সরকার গঠনের দাবী উত্থাপন	১৯
৫.	কেয়ারটেকার সরকার ফর্মূলা	১৯
৬.	জনাব আব্বাস আলী খান রচিত গ্রন্থাবলী	২০
৭.	জনাব আব্বাস আলী খানের অনূদিত গ্রন্থাবলী	২১
৮.	স্মৃতির পাতায় জনাব আব্বাস আলী খান	২২
৯.	একটি অনবদ্য রচনা	২৬
১০.	গুণের সমাহার	২৬
১১.	১৯৯১ সালে ২৭শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে রেডিও ও টেলিভিশনে প্রদত্ত জাতির উদ্দেশে ভাষণ	২৯
১২.	১৯৯২ সালে রুকন সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান	৪৮
১৩.	১৯৯২ রুকন সম্মেলনে ভাষণের কিছু কথা	৫৪
১৪.	১৫ই জুলাই ১৯৯৯ সিরাজগঞ্জ জেলায় উল্লাপাড়া কর্মী সম্মেলনে সর্বশেষ ভাষণ	৫৭
১৫.	অন্তিম শয়ানে জনাব আব্বাস আলী খান	৬১
১৬.	ইন্তেকাল ও দাফন	৬৬
১৭.	মরহুমের জানাযায় জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও কূটনীতিকবৃন্দ	৭৩
১৮.	জয়পুরহাটে শেষ যাত্রা	৭৪
১৯.	মরহুম জনাব আব্বাস আলী খান স্মরণে দোয়ার মাহফিল	৭৭

www.pathagar.com

এক নজরে জন্ম, শিক্ষা, কর্ম ও রাজনীতি

জনাব আব্বাস আলী খান ১৩২১ সালের ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহে সোমবার বেলা ৯ টায় জয়পুর হাটে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন পাঠান এবং আফগানিস্তান থেকে আগত। তার দাদা সুবিদ আলী খানের মধ্যে পাঠানদের বৈশিষ্ট্য ছিল।

গরু খাসি জবাই করে তাঁর আকিকাহ করা হয় এবং নবীজির চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) এর নামানুসারে নাম রাখা হয় আব্বাস।

তিনি নিজ ঘরেই মৌলভী সাহেবের কাছে কোরান শরীফের সবক নেন এবং ৮ বছর বয়সে নিজ গ্রাম থেকে দেড় মাইল উত্তরে ১৯২১ সালে এক মাদরাসায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন।

উল্লেখ্য যে কোরান শরীফ সবক নেয়ার আগেই তিনি আযান শিখেন। তিনি বাংলা, ইংরেজী, অংক, ইতিহাস, ভূগোল, বাংলা ও আরবী ব্যাকরণ এবং ফার্সী অধ্যয়ন করেন।

৪র্থ শ্রেণীতেই তিনি গুলেস্তা রপ্ত করেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উঠার পর তিনি বাড়ী থেকে দুইশত মাইল দূরে হুগলী মাদরাসায় পড়তে যান। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে জ্বর নিয়ে সিক বেডে পরীক্ষা দিয়েও তিনি এক বছর স্থায়ী গভর্ণমেন্ট স্কলারশীপ এবং ৪ বছর স্থায়ী মহসিন স্কলারশীপ লাভ করেন।

হুগলী মাদরাসায় পড়াশুনা শেষ করে রাজশাহী সরকারী কলেজ এবং রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৫ সালে ডিস্টিংশন সহ বি.এ. পাশ করেন।

এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কোলকাতা যান। জনাব খান 'স্মৃতি সাগরের ঢেউ' বই-এ লিখেছেন, "গার্জিয়ান বল্লেন পড়াশুনার খরচ পত্তর জোগানো আর যাবেনা। ধানের মন বারো আনা, চাল দেড় টাকা। এবার ফসলও ভাল হয়নি। চাকুরী বাকুরীর চেষ্টা করোগে।... অতএব চাকুরীর জন্যে ঘুরা ফেরা শুরু করলাম। তার জন্যে আফিস থেকে আপিসান্ত যাতায়াত। কিন্তু চাকুরী মেলে কই? চাকুরীর বাজার এমন যে বাঘের দুধ মেলে কিন্তু চাকুরী মেলেনা।... চারদিন পর সত্যি সত্যি চাকুরী পেয়ে গেলুম ই.বি.আর একাউন্টস অফিসে।"

একদিন জোহর নামাজ পড়ে আসার পর অফিসের বড় বাবু হাঁক দিয়ে বলেন, "কোথায় যাওয়া হয়েছ্যালো? কাজে কামে বুঝি মন লাগছেনা? খান সাহেব উত্তর দেন "নামাজ পড়ে এলুম।"

www.pathagar.com

বড় বাবু আরো ঝাঁঝালো সুরে বলেন চাকুরী করতে এসে শুধু নামাজ পড়লেই চলবে? তবে..... হ্যা আপনি কয়লাঘাট থেকে বড়ো সায়েবের পারমিশন নিয়ে সারাদিন নেমাজ পড়ুন। কিন্তু পারমিশন ছাড়া কাজ ফিলে নেমাজ টেমাজ চলবে না। মশাই এ কথা বলে দিনু, হ্যা।"

"নামাজের জন্য কারো পারমিশনের দরকার নেই, মশাই। আমি রোজ ১টার পর নামাজের জন্য বেরিয়ে যাবোই। আপনি বরং লিখিত অর্ডার দিয়ে বন্ধ করে দিন দেখবোখন মুরোদ খানা"। খান সাহেব সংযত হয়ে উত্তর দেন।

কিন্তু কারণে অকারণে খিচমিচির কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে বি.টিতে ভর্তি হন।

এ সময় জুমার নামাজে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের খুৎবা শুনে তার মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনা ও ভাবধারার সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তখন বালিগঞ্জের সার্কুলার রোডের একটি মসজিদে ইমামতি করতেন এবং জ্বালাময়ী ভাষায় ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিতেন।

১৯৩৬ সালের শেষদিকে তিনি আবার চাকুরীতে ঢুকেন এবং কোলকাতা ছেড়ে দার্জিলিং যান।

পরবর্তীতে তিনি বেঙ্গল সেক্রেটারীয়েটে যোগদান করেন। এ সুবাদে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের পার্সোনাল স্টাফ হিসাবে কয়েক বছর নিয়োজিত থাকেন। উল্লেখ্য যে শেরে বাংলা তাঁকে সন্তানের মত স্নেহ করতেন আর তিনিও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন পিতার মত। একবার দিল্লীতে হক সাহেবের সাথে সফররত অবস্থায় হঠাৎ তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। হক সাহেব খবর পেয়েই তার কাছে ছুটে যান।

দিল্লি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে খবর দেয়ার সাথে সাথেই ডাকতার চলে আসেন। ডাকতার তাকে ভর্তি হতে পরামর্শ দেন এবং বলেন "কেবিনে রাখবো। ভাল করে কেয়ার নেবো। কোনই তকলীফ হবেনা স্যার।"

হক সায়েব বল্লেন, "তা কি হয় ডাকতার? তাকে আমি সুদূর ভিন দেশে ফেলেই বা যাই কি করে? দেশে তার মা বাপ আছেন তারাই বা কি বলবেন? তবে হ্যাঁ, ডাকতার আমি তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।"

অতঃপর আমার মাথায় হাত রেখে বল্লেন, "আব্বাস হাসপাতালে ভর্তি হবে? এখানে সব আমার বন্ধু লোক। কোনই অসুবিধা হবেনা কি বল?"

হক সায়েবের প্রশ্নের জবাবে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললুম, "না স্যার, বাড়ী গিয়েই মরবো। আমাকে কিছুতেই ছেড়ে যাবেন না।" স্নেহ মমতার মানুষ হক সায়েবের মন গলে

www.pathagar.com

গেলো। বল্লেন, "শুনেছ ডাকতার শুনেছ? সে এখানে কিছুতেই থাকবে না।"

কোলকাতা যাওয়ার জন্য ট্রেনের কামরা রিকুইজিশন করা হয় এবং ঠাণ্ডা ঠেকাবার জন্য কামরায় আগুনের ব্যবস্থা করা হয়।

"দিল্লী থেকে হাওড়া যাওয়ার পথে বড়ো বড়ো স্টেশনগুলোতে গাড়ী থামলে হক সায়েব আমার কামরায় এসে আমার মাথায় হাত রেখে স্নেহ আদর মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছেন, "শরীর কেমন? কি খেতে মন চাইছে? কোন চিন্তা নেই। আল্লাহ ভরসা।"

জনাব খান সাহেব আরও লিখেছেন-

"হক সায়েবের সাথে আমার রক্তের কোন সম্পর্ক ছিলনা। আর না কোন দূরের আত্মীয়তা। তার অধীন একজন কর্মচারী মাত্র। কিন্তু অধীন কর্মচারীর সাথে এমন স্নেহমাখা ব্যবহার করতে কোথাও কাউকে দেখেছেন কি? একেবারে যেন পৈতৃক স্নেহ। অকৃত্রিম ও একান্ত আন্তরিক।

দেশ বিভাগের সময় ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট তিনি সহ তারা ১৮ জন অফিসার ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় তাকে সার্কেল অফিসার পদে নিয়োগদান করা হয়। কিন্তু তিনি এতে সন্তুষ্ট না হয়ে ইস্তফা দেন। হুগলী মাদরাসায় পড়া অবস্থায় বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের সাথে তার পরিচয় হয়। এ ছাড়া প্রখ্যাত গায়ক আব্বাস উদ্দিনসহ তদানীন্তন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে তিনি একসঙ্গে চাকুরী করেন।

তিনি ছিলেন রীতিমত কেতাদুরস্ত কোট, প্যান্ট, টাই পরা এক সায়েব। ইংরেজ সায়েবদের সাথে দার্জিলিং এ চাকুরী করেছেন। কিন্তু নামাজ ছাড়েননি।

তার শ্বশুর ছিলেন ফুরফুরার মরহুম মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক (রঃ) এর অন্যতম খলীফা। চাকুরী ছাড়ার কথা শুনে তিনি বড্ডো খুশী হলেন। বল্লেন, "এতোদিন মানুষের চাকুরী করলে এখন এবার খোদার চাকুরীতে যোগ দাও। চলো একবার ফুরফুরার পীর সাহেবের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। আমারতো সময় হয়ে এলো।"

তিনি না করতে পারলেন না। শ্বশুরের সাথে ফুরফুরা যান। পীর সাহেব তাকে দেখে খুশী হন এবং বলেন যে, "আপনি আমার খাস মেহমান থাকবেন দায়রা শরীফে মাওলানা ফারুকী সাহেবের কামরায়।"

মাওলানা ফারুকী ছিলেন হুগলী মোল্লা শিমলার একজন প্রসিদ্ধ আলেম। জনাব খান থাকেন মাওলানার সাথে, আর খাওয়ার সময় পীর সাহেবের সাথে বসে খেয়ে আসেন। এ সময় মাওলানা ফারুকী তাকে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের দুখানা বই পড়তে দেন। এক খানা "আল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ" অন্যখানা "হিজবুল্লাহ"।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে তিনি আল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ভাব অবলম্বনে ইংরেজীতে প্রবন্ধ লেখেন এবং তা মাসিক মোহাম্মদী ও তৎকালীন ইংরেজী সাপ্তাহিক "মুসলিম" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মাওলানা আযাদের বই পড়ে ইসলাম সম্পর্কে জানবার অদম্য আগ্রহ তার মনে জাগে। তিনি উর্দূতে বিভিন্ন বই পুস্তক কিনে পড়তে থাকেন এবং ঘন ঘন পীরসাহেবের দরবারে যান। পীর সাহেবও তাকে সবকের পর সবক দেন।

এ সময় তিনি "কোরআনের আলো" নামে একখানা পুস্তক লেখেন। এর পর বছর আরো তিন খানা বই লেখেন- একটি ছাপা হয় কোলকাতায়, ২টি ছাপা হয় বগুড়ায়।

১৯৫২ সালে জয়পুরহাটে স্থানীয় স্কুলের হেড মাস্টার সীমান্ত পার হয়ে চলে যাওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরোধে হেড মাস্টারের পদ গ্রহণ করতে হয়। তিনি লিখেছেন, "যে মাস্টারি করবোনা বলে বি.টি ছেড়ে দিলুম ষোল বছর আগে সেই মাস্টারি গ্রহণ করতে বাধ্য হলাম।" নতুন এক জীবন শুরু হয় তার।

১৯৫৪ সালে স্থানীয় একটি মাদরাসায় ইসলামী জলসা ছিল। তারই ছাত্র উক্ত মাদরাসার সেক্রেটারীর অনুরোধে তিনি ঐ জলসায় যান। উক্ত জলসায় প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ শহীদুল্লাহ। বিশেষ বক্তা ছিলেন আজকের সাবেক আমীরে জামায়াত তদানীন্তন কারমাইকেল কলেজের তরুণ অধ্যাপক গোলাম আযম। ডঃ শহীদুল্লাহ অসুস্থতার কারণে আসতে পারেননি। শুধু অধ্যাপক গোলাম আযম গিয়েছিলেন।

মরহুম আব্বাস আলী খান সাইকেলে চড়ে সভাস্থলে পৌছেন। অধ্যাপক গোলাম আযমের মুখে কলেমা তাইয়েবার ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান। সভাশেষে এক সাথে খাওয়া দাওয়া ও পরিচয় হয়। জনাব খান অধ্যাপক সাহেবের কাছ থেকে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর (রঃ) লেখা কিছু বই পুস্তক কিনেন এবং তার কাছেই শুনতে পান যে বগুড়ার জামায়াতের দায়িত্বশীল হলেন শায়খ আমীন উদ্দিন।

৫৫ সালের জানুয়ারীতে বগুড়ার দায়িত্বশীল শায়খ আমীন উদ্দিনের সাথে দেখা করেন এবং মুত্তাফিক ফরম পূরণ করেন এবং নিজ এলাকায় একটি ইউনিট কায়েম করে সেই ইউনিট চালান।

৫৬ সালের মাঝামাঝি জামায়াতের রুকন হন এবং তদানীন্তন রাজশাহী বিভাগের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম জনাব আব্বাস আলী খান এর রুকনিয়াতের শপথ পাঠ করান।

জনাব খান লিখেছেন, "ছাপ্পান্ন সালের মাঝামাঝি জামায়াতের রুকন হলুম। অধ্যাপক গোলাম আযম চাকুরী ছেড়ে জামায়াতে ইসলামী রাজশাহী বিভাগের আমীর হয়েছেন। নওগাঁ তাঁর শ্বশুর বাড়ি। সেখানে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে আমার রুকনিয়াতের শপথ

www.pathagar.com

করালেন। আল্লাহতায়ালার বন্দেগী জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল সময়ের জন্যে পুরোপুরি কায়েম করা ও কায়েম রাখার নামইত ইসলাম। আর তা বড়ো কঠিন কাজ। তার জন্যে সংগ্রাম করতে হবে নফসের সাথে, পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও সমাজের সাথে এবং প্রতিষ্ঠিত বাতিল সরকারের সাথে। তাই ত কোরান হাদীসের কথা। যারা এ কাজ করে তারাই প্রকৃত অর্থে মুমেন এবং মুমেনদের জানমাল আল্লাহ খরিদ করে নেন। আল্লাহর খরিদ করা জানমাল আল্লাহর পথে ব্যয় না করলে তা হবে চরম মুনাফেকি এবং নিমকহারামি। আল্লাহর খরিদ করা জানমাল তাঁর পথেই ব্যয় করার শপথ করে জামায়াতের রুকন হলুম। এবার সত্যিই সঠিক পথের সন্ধান পেলুম যে পথের সন্ধান ইলমে তাসাউফ আমাকে দিতে পারেনি। ভাগ্য ভালো নইলে আরও কিছুকাল ইলমে তাসাউফের ময়দানে থাকলে বাতিলের সাথে সংগ্রাম করার হিম্মৎ হারিয়ে জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে হুজরায় বসে অর্থহীন তপজপে জীবন কাটিয়ে দিতুম। জীবনের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও তত্ত্বকথা ইলমে তাসাওউফের ময়দানে জানতে পারিনি- এ জিহাদের ময়দানে এসে জানতে পারলুম। যে তরীকত, হকীকত ও মারেফাতের সন্ধানে এতো দিন ছিলাম তার সব কিছুর সন্ধান পেলুম এ জিহাদের ময়দানে।"

তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের খবর তার পীর সাহেবকে জানান এবং তাকে জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং দাওয়াত ও কর্মসূচী সম্পর্কেও অবহিত করেন। পীর সাহেব তার বক্তব্য শুনে বলেন- "বাবা এটাইতো দ্বীনের আসল কাজ। আমিতো এই উদ্দেশ্যেই লোক তৈরী করছি। আপনি জান প্রাণ দিয়ে এই কাজ করে যান।"

উল্লেখ্য যে, মাওলানা মওদূদী (রঃ) ১৯৫৬ সালে প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। এসময় থেকে খান সাহেব মাওলানা মওদূদীর (রঃ) সান্নিধ্যে আসেন। মরহুম খান সাহেব খুব ভালো উর্দু জানতেন, তাই তিনি মূল উর্দু ভাষায় মাওলানার সবগুলো বই পড়ে ফেলেন এবং মাওলানার সান্নিধ্যে থেকে মাওলানার বক্তৃতা এবং আলোচনা ভালোভাবে হজম করেন। মাওলানা দ্বিতীয় বার পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন ১৯৫৮ সালে। এই সফরে তিনি রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া ও রাজশাহীতে যে সব জনসভা ও সমাবেশে বক্তৃতা করেন, মরহুম খান সাহেব সে সব সভা সমাবেশে মাওলানার দোভাষীর দায়িত্ব পালন করেন।

অতপর ৫৭ সালের প্রথম দিকে জামায়াতের নির্দেশে তিনি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাকুরি ত্যাগ করেন। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি এবং ছাত্ররা তাঁকে কিছুতেই স্কুল থেকে ছাড়তে রাজি হচ্ছিলনা। এমনকি স্কুলের শত শত ছাত্র এসে তাঁকে স্কুলে ফিরিয়ে নেবার

www.pathagar.com

জন্য তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে। তিনি তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে জামায়াতের মাছিগোট সম্মেলনে রওনা করে এ ঘেরাও থেকে রক্ষা পান।

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাছিগোটে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। এ বছরই তাঁর উপর রাজশাহী বিভাগীয় জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্ব অর্পিত হয়। পাকিস্তান আমলের শেষ পর্যন্ত তিনি বিভাগীয় আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৯ সালে জামায়াতে ইসলামী পুনর্গঠিত হবার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জনাব আব্বাস আলী খান জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ সালের রমযান মাসে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমকে যখন জেলে নেয়া হয় এবং ১৬ মাস বন্দী করে রাখা হয়, তখনো তিনি ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া আমীরে জামায়াত যখনই দেশের বাইরে গিয়েছেন, তখন তিনিই ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেছেন।

জনাব আব্বাস আলী খান ১৯৬২ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি জামায়াতে ইসলামীর পার্লামেন্টারি গ্রুপের নেতৃত্ব দেন এবং জাতীয় পরিষদে ইসলাম ও গণতন্ত্রের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

জনাব খান জামায়াতের সংসদীয় গ্রুপের নেতা হিসেবে আইয়ুব খানের কুখ্যাত মুসলিম পারিবারিক আইন বাতিলের জন্য ১৯৬২ সালের ৪ঠা জুলাই জাতীয় পরিষদে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ করেন। অধিবেশন শুরুর আগের দিন ৩রা জুলাই আইয়ুব খান জনাব আব্বাস আলী খানকে তার বাস ভবনে আমন্ত্রণ জানান। জেনারেল আইয়ুব খান তাকে মেহমানদারী করার ফাঁকে প্রস্তাবিত বিলটি জাতীয় পরিষদে পেশ না করার জন্য আকারে ইংগিতে শাসিয়ে দেন। সেই সাথে এর বিরোধিতা করার জন্য মহিলাদেরকে উসকিয়ে দেন। কিন্তু তীব্র বিরোধিতার মুখেও জনাব খান বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন।

প্রচন্ড বিরোধীতার মুখে বিলটি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। এসময় আইয়ুব খানের লেলিয়ে দেয়া 'আপওয়া' বাহিনীর উগ্র আধুনিক মহিলারা, পিন্ডি, লাহোর ও করাচীতে জনাব খানের কুশ পুত্তলিকা দাহ করে। অবশ্য পাশাপাশি সারাদেশ থেকে জনাব আব্বাস আলী খানের নিকট অজস্র অভিনন্দন বার্তাও আসতে থাকে।

স্বৈরাচারী আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে বিরোধী দলগুলো 'কপ', 'পিডিএম' এবং 'ডাক' নামে যেসব জোট গঠন করেছিল, তিনি ছিলেন এ জোটগুলোর অন্যতম নেতা। ১৯৬৯ সালের আইয়ুব বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

জনাব আব্বাস আলী খান ১৯৭১ সালে পূর্বপাকিস্তান মন্ত্রী সভায় শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার জনাব খানকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। এ সময়ে তিনি দু'বছর কারাভোগ করেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর পুনরুজ্জীবনে মরহুম জনাব আব্বাস আলী খান

১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত সংবিধানে ধর্ম-ভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত করার পর থেকে ১৯৭৯ সালের মে মাস পর্যন্ত প্রকাশ্যে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৭৯ সালের ২৫, ২৬, ২৭শে মে ঢাকার হোটেল ইডেনে আয়োজিত এক রুকন সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশ্যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সরকার রাজনৈতিক দল বিধি বাতিল ঘোষণা করার ফলেই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বৈধ রাজনৈতিক দল হিসেবে এ দেশে নতুনভাবে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করার সুযোগ পায়। রাজনৈতিক দল বিধি বাতিল করার কয়েকমাস পূর্বে জামায়াত উক্ত দলবিধি অনুযায়ী বৈধ রাজনৈতিক দল হিসেবে কর্ম তৎপরতা শুরু করার জন্য মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সরকারের নিকট আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু সরকার নানা অজুহাতে সম্মতি দেয়নি। হোটেল ইডেনের সম্মেলনে জনাব আব্বাস আলী খানকে ভারপ্রাপ্ত আমীর ও জনাব শামসুর রহমানকে সেক্রেটারী জেনারেল করে জামায়াতে ইসলামীর কাজ শুরু হয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নতুনভাবে বাংলাদেশে কাজ শুরু করার পেছনে মরহুম আব্বাস আলী খান বিরাট অবদান রেখে গেছেন।

১৯৭২ সাল থেকে ৭৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক ময়দানে অনুপস্থিত থাকার কারণে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট ও ধর্মনিরপেক্ষবাদী ভারতপন্থীরা একতরফাভাবে নানা অপপ্রচার চালিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছিল। এমনি একটি বৈরী পরিবেশে কঠিন পরিস্থিতিতে জনাব আব্বাস আলী খানকে জামায়াতের হাল ধরতে হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার

www.pathagar.com

সাথে সাংবাদিক সম্মেলনসহ সভা-সমাবেশে যুক্তিপূর্ণভাবে জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য জনগণের সামনে উপস্থাপন করে আল্লাহর মেহেরবাণীতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন। এ ক্ষেত্রে মরহুম জনাব আব্বাস আলী খান ঐতিহাসিক অবদান রেখে গেছেন।

ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবী ঘোষণা

মরহুম আব্বাস আলী খান ১৯৮০ সালের ৭ই ডিসেম্বর ঢাকা মহানগরীর রমনা গ্রীণে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইসলামী বিপ্লবের সাতদফা গণদাবী ঘোষণা করেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ইসলামী বিপ্লবের ৭-দফা গণদাবী ঃ

৫৭০ খৃষ্টাব্দে রবিউল আউয়াল মাসে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বের রহমত স্বরূপ দুনিয়ায় আগমন করেন। আল্লাহ পাকের প্রত্যক্ষ বাণী দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি এমন এক মহান আদর্শিক বিপ্লব সাধন করেন যা দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির চিরস্থায়ী পথ প্রদর্শক। রাসূলুল্লাহর সে বিপ্লব ছিল নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের বিপ্লব, উন্নততম মানব চরিত্র সৃষ্টি করে সত্যিকার জনদরদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিপ্লব, সকল প্রকার কায়েমী স্বার্থ খতম করে বঞ্চিত মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় অধিকার কায়েমের বিপ্লব- এক কথায় মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব খতম করে আল্লাহর প্রভুত্ব ও নবীর নেতৃত্বের ভিত্তিতে শান্তিময় সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েমের মহা বিপ্লব।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আজকালকার নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হিংস্র পন্থায় বিপ্লবের পথ দেখাননি। ঈমান, ইলম ও আমলের এক বিস্ময়কর আন্দোলনের মাধ্যমে চরিত্র, ধৈর্য ও ত্যাগের অস্ত্র দ্বারা তিনি ইসলামী আন্দোলনকে বিজয়ী করেন। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পর যখন কায়েমী স্বার্থবাদীরা ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ চালায় একমাত্র তখনই তিনি যুদ্ধ করতে বাধ্য হন। তাঁর আন্দোলনের সংগ্রাম যুগের ১৩ বছরে তিনি কখনও শক্তি প্রয়োগ করে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেননি।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৪০১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সেই বিশ্ব নবীর আদর্শকে অনুসরণ করেই ইসলামী বিপ্লবের ডাক দিচ্ছে। এ মহান বিপ্লব বাংলাদেশকে কোরআন ও সুন্নাহর চিরস্থায়ী আদর্শের ভিত্তিতে এমন এক কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় যার বিস্তারিত ধারণা জামায়াতে ইসলামীর ম্যানিফেস্টোতে সুস্পষ্ট। ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা ঐ ম্যানিফেস্টোরই সার সংক্ষেপ।

www.pathagar.com

এ ৭টি প্রধান দফায় জনগণের সমস্যাবলীর সমাধানের বলিষ্ঠ ইংগিত রয়েছে। প্রতিটি দফার অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হিসাবে কয়েকটি স্পষ্ট দাবীর উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলামী বিপ্লবের ৭-দফা গণদাবী

১. বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবে ঃ

ক. আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিতে হবে।

খ. কোরআন সুন্নাহর আইন জারী করতে হবে।

গ. প্রচলিত আইনকে কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে।

ঘ. মুসলিম ও অমুসলিম সকলের প্রতি ইনসাফ ও সুবিচার করতে হবে।

২. ঈমানদার ও যোগ্য লোকের সরকার কায়েম করতে হবে ঃ

ক. খোদাবিমুখ ও অসৎ লোকদের নেতৃত্ব খতম করতে হবে।

খ. সৎ ও যোগ্য লোকদেরকে শাসন ক্ষমতা দিতে হবে।

গ. পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন করতে হবে।

৩. বাংলাদেশের আযাদীর হেফাজত করতে হবে ঃ

ক. জনমনে জাতীয়তার ইসলামী চেতনা জাগাতে হবে।

খ. রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র সম্মত বানাতে হবে।

গ. মৌলিক মানবাধিকার বহাল করতে হবে।

ঘ. যাবতীয় অসম চুক্তি বাতিল করে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করতে হবে।

ঙ. মুসলিম জাহানের ঐক্য প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।

৪. আইন শৃংখলা পূর্ণরূপে চালু করতে হবে ঃ

ক. জানমাল ও ইজ্জত আবরুর হেফাজত করতে হবে।

খ. সমাজ বিরোধী যাবতীয় কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

গ. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করতে হবে।

৫. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে হবে ঃ

ক. সরকারকে ভাত কাপড় বাসস্থানসহ মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব নিতে হবে।

খ. জনশক্তিকে দক্ষ বানিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে।

গ. মানুষের ন্যায্য অধিকার দিতে হবে।

ঘ. পরিবার পরিকল্পনার নামে ঈমান ও চরিত্রধ্বংসী জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে।

ঙ. সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, শোষণ ও দুর্নীতিসহ যাবতীয় জুলুম খতম করতে হবে।

www.pathagar.com

৬. ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রবর্তন করতে হবে ঃ

ক. সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।

খ. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় স্থাপন করতে হবে।

গ. মাদ্রাসা শিক্ষার যথার্থ মর্যাদা দিতে হবে।

ঘ. শুক্রবারকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করতে হবে।

ঙ. অপসংস্কৃতি বন্ধ করে ইসলামী সংস্কৃতি চালু করতে হবে।

৭. কোরআন হাদীস মোতাবেক মহিলাদের যাবতীয় অধিকার বহাল করতে হবে ঃ

ক. মহিলাদেরকে ইসলাম সম্মত মর্যাদা দিতে হবে।

খ. মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

গ. মহিলাদের পৃথক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ. মহিলাদের নৈতিক অধঃপতনের ষড়যন্ত্র রোধ করতে হবে।

৭ দফা গণ-দাবীর ৩ (খ) দফার ব্যাখ্যা

১. বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্র-প্রধান থাকা কালে তিনি কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে থাকতে পারবেন না এবং নির্বাচনেও প্রার্থী হতে পারবেন না। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়ই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। কোন কারণে প্রেসিডেন্ট পদ শূন্য হলে নির্বাচিত ভাইস-প্রেসিডেন্ট সে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় সংসদ অবশিষ্ট সময়ের জন্য একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবেন।

২. শাসনতন্ত্রের অভিভাবকত্ব প্রেসিডেন্টের নিরপেক্ষ হাতে ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু দেশের শাসন কর্তৃত্ব তাঁর হাতে থাকবে না। অবশ্য সরকারকে উপদেশ (এডভাইস) দেবার অধিকার তাঁর থাকবে। প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদের মধ্যে কোন বিষয়ে মত-বিরোধ দেখা দিলে সুপ্রিমকোর্ট সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা করবে।

৩. জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকারই প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করবেন।

৪. সরকারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে সংসদ সদস্যগণ দল পরিবর্তন করতে পারবেন না।

৫. জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ৩ মাস পূর্বে মন্ত্রিসভা ও জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিতে হবে। পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত একটি অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। নির্বাচনের

www.pathagar.com

এক মাসের মধ্যে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করবেন এবং এর পরপরই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে।

প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে কেয়ারটেকার সরকার গঠনের দাবী উত্থাপন

জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান ১৯৮০ সালের ৭ই ডিসেম্বর রমনা গ্রীণে আয়োজিত জনাকীর্ণ এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেয়ারটেকার সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করেন। পরে তিনি ১৯৮৩ সালের ২০শে নভেম্বর বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটে ঢাকা মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে তার তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান। কালক্রমে এ দাবীই গণদাবীতে পরিণত হয়।

অবশেষে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় জোট জামায়াতে ইসলামীর উত্থাপিত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়। এ দাবী অনুযায়ী পরিশেষে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর জেঃ এরশাদ সরকার পদত্যাগ করে সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জনাব শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং ঐ সরকারের পরিচালনায় ১৯৯১ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য যে, কেয়ারটেকার সরকারের রূপকার হলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। তিনি ১৯৮০ সালে জামায়াতে ইসলামীর কর্মপরিষদে প্রথম কেয়ারটেকার সরকারের এ রূপরেখা পেশ করলে পরিষদ তা সর্বসম্মতিক্রমে পাস করে। কেয়ারটেকার সরকারের এ রূপরেখাটিই অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব না থাকার কারণে জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান ঢাকা মহানগরীর রমনা গ্রীণে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রথম ৭ দফা গণদাবীর মাধ্যমে পেশ করেন।

কেয়ার টেকার সরকার ফর্মূলা

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ৩ মাস পূর্বে মন্ত্রিসভা ও জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিতে হবে। পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত একটি

www.pathagar.com

অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। নির্বাচনের এক মাসের মধ্যে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করবেন এবং এর পরপরই প্রেসিডেন্টের নির্বাচন হবে।

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে তিনি রাজনৈতিক ময়দানে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে আপোসহীন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এ সময় রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও থানা শহরে তিনি অসংখ্য বড় বড় জনসভায় ভাষণ দেন, বুদ্ধিজীবি ও সুধী সমাবেশে বক্তৃতা করেন। তাঁর শালীন, যুক্তিপূর্ণ ও তেজস্বী বক্তৃতায় জনগণ স্বৈর শাসন বিরোধী আন্দোলনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের কারণে এ সময় তাঁকে কয়েকবার আটকও করা হয়।

তিনি আধুনিক শিক্ষিত লোক ছিলেন, কিন্তু দ্বীনের ইলম ও বুঝের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আলেমদেরও উস্তাদ। জামায়াতে ইসলামী হাজার হাজার আলেমের সংগঠন। অনেক বড় বড় খ্যাতিমান আলেমও এই সংগঠনে রয়েছেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই মরহুম আব্বাসী আলী খানকে নিজেদের উস্তাদ মনে করেন। উস্তাদের মতই তিনি আমাদের তা'লীম ও তারবিয়াত দিয়েছেন। আব্বাস আলী খানের উপস্থিতিতে কোন বড় আলেমও নিজেকে ইমামতির যোগ্য মনে করতেন না। তবে তিনি নিজেই আলেমদের অত্যন্ত সম্মান করতেন।

তিনি জয়পুরহাটে তা'লীমুল ইসলাম একাডেমী স্কুল এ্যন্ড কলেজ নামে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন।

১৯৭৯ সাল থেকে আমৃত্যু খান সাহেব ঢাকাস্থ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব আব্বাস আলী খান রচিত গ্রন্থাবলী

১. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
২. জামায়াতে ইসলামীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
৩. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস
৪. মাওলানা মওদূদী ঃ একটি জীবন একটি ইতিহাস একটি আন্দোলন
৫. আলেমে দ্বীন মাওলানা মওদূদী
৬. মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান
৭. মৃত্যু যবনিকার ওপারে

www.pathagar.com

৮. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাংখিত মান

৯. ঈমানের দাবী

১০. ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব

১১. একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ ঃ তার থেকে বাঁচার উপায়

১২. ইসলামী বিপ্লব একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব

১৩. সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক

১৪. MUSLIM UMMAH

১৫. স্মৃতি সাগরের ঢেউ

১৬. বিদেশে পঞ্চাশ দিন

১৭. যুক্তরাজ্যে একুশ দিন

১৮. বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী

১৯. ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবি

২০. দেশের বাইরে কিছুদিন

জনাব আব্বাস আলী খানের অনূদিত গ্রন্থাবলী

১. পর্দা ও ইসলাম	সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
২. সীরাতে সরওয়ারে আলম (২-৫ খন্ড)	ঐ
৩. সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং (সহ-অনুবাদ)	ঐ
৪. বিকালের আসর	ঐ
৫. আদর্শ মানব	ঐ
৬. ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার	ঐ
৭. জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি	ঐ
৮. ইসলামী অর্থনীতি (সহ-অনুবাদ)	ঐ
৯. ইসরা ও মিরাজের মর্মকথা	ঐ
১০. মুসলমানদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী	ঐ
১১. একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার	ঐ
১২. পর্দার বিধান	ঐ
১৩. ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ	মাওলানা সদরুদ্দিন ইসলাহী
১৪. আসান ফিকাহ (১-২ খন্ড)	মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী
১৫. তাসাউফ ও মাওলানা মওদূদী	মাওলানা আবু মনযুর শায়খ আহমদ

www.pathagar.com

স্মৃতির পাতায় জনাব আব্বাস আলী খান

১৯৭১ সাল। আমি মফস্বল কলেজে অধ্যাপনা করি। কলেজের কাজে একদিন ঢাকায় আসি। ঢাকায় এসে নাখালপাড়া জামায়াতের কার্যালয়ে যাই। উল্লেখ্য যে তখন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামীর প্রধান কার্যালয় ছিল নাখালপাড়ায়। মুহতারাম মাস্টার শফীকুল্লাহ সাহেবের সাথে প্রথম আলাপ হলো। সেদিনই কুষ্টিয়া থেকে এডভোকেট সাদ আহমদ সাহেব নাখালপাড়ায় এসেছিলেন। তার সাথেও পরিচয় হলো।

শ্রদ্ধেয় নেতা আব্বাস আলী খান সাহেবের নাম আগেই শুনেছি। তিনি এক উচ্চ অভিজাত বংশের সন্তান, বৃটিশ আমলে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক সাহেবের সেক্রেটারী, এই রকম একজন বিরাট ব্যক্তি এখন জামায়াতে ইসলামী করেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু তাকে স্বশরীরে দেখার কোন সুযোগ হয়নি। সেদিনই প্রথম মুহতারাম শফীকুল্লাহ সাহেবের মাধ্যমে টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ পাই। টেলিফোনে আমার সাথে তার পরিচয় হয় এবং বেশ কিছুক্ষণ আলাপও হয়। পরদিন সকালে তার চেম্বারে দেখা করার জন্য সময় দেন। কিন্তু অনিবার্য কারণে তার সাথে পরদিনেও আর সাক্ষাৎ হয়নি।

এর বেশ কিছুদিন পর মোমেনশাহী জেলা সদরে এক প্রশিক্ষণ শিবিরে আমি অংশগ্রহণ করি। মুহতারাম আব্বাস আলী খান সেদিন প্রশিক্ষক হিসাবে গিয়েছিলেন। সেই সুবাদে তার সাথে আমার পূর্ণ পরিচয় ঘটে। সেই সময় প্রায়ই প্রশিক্ষণ শিবিরের শেষ রাতে একটি বক্তৃতা চালু ছিল। "তা'লুক বিল্লাহ" অথবা "তাজকিয়ায়ে নফ্স"। আমরা সেদিন ঐ শিক্ষা শিবিরে শেষ রাত্রে মুহতারাম আব্বাস আলী খানের কাছে "তাজকিয়ায়ে নফ্স" এর উপর বক্তৃতা শুনি। সেদিন তার বক্তৃতা শুনে এবং নূরানী চেহারা দেখে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম।

এ দুনিয়ায় মানুষের মধ্যে একটি স্বভাব সচরাচর দেখা যায়। তা হলো অপরকে যা করতে বলে নিজে অনেক সময় তা করেনা।

কিন্তু সেদিন আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য শ্রদ্ধেয় নেতা কোরআন-হাদীস উল্লেখ করে শিক্ষার্থীদের যা বুঝিয়েছিলেন, পরবর্তী জীবনে তার খুব কাছাকাছি এসে দেখেছি- এই মহান নেতা তার নফ্সকে কিভাবে পরিশুদ্ধ রেখেছেন, পরিশুদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছেন।

আমি ইসলামী আন্দোলনের এই মহান নেতাকে এককভাবে ফকিরাপুলে এক বাসায় থাকতে প্রথম দেখেছি, তারপর মোহাম্মদপুরে এক বাসায় দেখেছি, দেখেছি বড়

www.pathagar.com

মগবাজার দৈনিক সংগ্রাম বিল্ডিং-এর দু'তলায় একটি কক্ষে। অতঃপর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত নাতিসহ বড় মগবাজারের এক বাসায়।

প্রথম প্রথম তাকে দেখে ভয় লাগতো। একেতো অভিজাত বংশের বড় লোকের ছেলে, পাঠানদের মেজাজ, অভিজাত স্টাইল, রাশভারী চলন- সামনে গেলে না জানি কী হয়, কী বলেন ইত্যাদি।

কিন্তু আমার এই ধারণা কত যে ভুল, কত যে ভ্রান্ত, কত যে মিথ্যা তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি- তার একান্ত সান্নিধ্যে এসে।

জনাব আব্বাস আলী খান ১৯৩৫ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিস্টিংশনসহ বিএ পাশ করেছেন। অথচ তখন মুসলমানদের মধ্যে খুব কম লোকই লেখাপড়া জানতো।

আমার জন্মের ১০ বছর আগে যিনি বিএ পাশ করেছেন, তার সামনে যাওয়া, ভয় লাগা স্বাভাবিক। তিনি শুধু পিতৃতুল্য নয়, বরং তার চেয়েও বড়। কারণ পিতা শুধু জন্মদাতা কিন্তু শিক্ষক যারা তারাতো মানুষ গড়ার কারিগর। তার উপর তিনি শুধুমাত্র প্রচলিত ধারার শিক্ষকতো নন- তিনি হলেন আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর দ্বীন ইসলাম কায়েমের কারিগর, সেই উদ্দেশ্যে কর্মী বাহিনী গড়ার কারিগর, সমাজ বিনির্মাণের কারিগর।

সমাজ বিনির্মাণের এই মহান কারিগরের অভিজ্ঞতার ভান্ডার ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। যৌবনে তিনি ইংরেজ সাহেবদের সাথে চাকুরী করেছেন। তারপর শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের সান্নিধ্যে থেকে কাজ করেছেন। তারপর শিক্ষকতা বেছে নিয়ে বাঙালি মুসলমান ছেলে-মেয়েদের মানুষ করে গড়ে তুলেছেন। আল্লাহ তায়ালা যাকে মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য পাঠিয়েছেন তিনিতো শুধু স্কুলের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে থাকতে পারেননা। তাই ১৯৫৫ সালে শিক্ষকতা করার সময়েই তদানীন্তন কারমাইকেল কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের আহ্বানে আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর দেয়া চিরন্তন জীবন বিধান ইসলাম কায়েমের উদ্দেশ্যে তার মন দুলে উঠে। তিনি জামায়াতে যোগ দেন এবং বৃহত্তর পরিসরে মানুষের আঙিনায় সত্যিকার অর্থে মানুষ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আখিরাতের মুক্তির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত পথে বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হন। মানুষকে আহ্বান জানাতে শুরু করেন মুক্তির পথে।

শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-অভিজ্ঞতায় পূর্ণতা লাভ করে সমাজ বিনির্মাণের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেন।

www.pathagar.com

এই স্বাধীনচেতা মহান ব্যক্তিত্ব জামায়াতে ইসলামীতে এসে নিজেকে সংগঠনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে সমর্পণ করেছিলেন।

বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, অভিজাত বংশের উচ্চ শিক্ষিত, ধনীর দুলাল এই মানুষটা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো অধ্যায় পেরিয়ে এসেও প্রথমে জামায়াতের কর্মী, তারপর রুকন, তারপর বিভাগীয় আমীর, ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকে ভারপ্রাপ্ত আমীর, অতঃপর ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত সিনিয়র নায়েবে আমীরের দায়িত্ব পালন করেছেন।

জামায়াতের প্রত্যেকটি সমর্থক, কর্মী, রুকন এবং নেতাদের জন্য তিনি অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় একজন বিশাল ব্যক্তিত্ব। ইসলামী আন্দোলন তথা নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কল্যাণের জন্য আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। তাই তিনি আজ ইন্তেকাল করেও উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জ্বল জ্বল করছেন।

মরহুম জনাব আব্বাস আলী খান উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)-এর জীবনী গ্রন্থ "একটি জীবন একটি ইতিহাস" রচনা করে গেছেন। আজ তিনিও একটি জীবন একটি আন্দোলন একটি ইতিহাস-একটি শতাব্দীর জীবন্ত সাক্ষী হয়ে রইলেন।

প্রায় ২৫ বছর এই মহান নেতাকে একান্ত কাছে থেকে দেখেছি। তার কাছে এসে বুঝেছি তিনি কত সহজ, সরল, কত খোলামেলা কত হাসি খুশীতে ভরা তার মুখ। তার অন্তর কত সাদামাটা।

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শ্রদ্ধেয় নেতার এবং আমার কক্ষ একই তলায় হওয়ার কারণে দিনের ভিতর কয়েকবার তার সাথে আমার দেখা হতো- কতবার সালাম দিয়েছি, কথা বলেছি, তার শেষ নেই।

তার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত পরিমার্জিত, সুমধুর, রুচিশীল এবং ভদ্রোচিত। দূর থেকে যাকে রাগ ভরা এবং গম্ভীর মনে হতো কাছে এলে, কথা বললে সহজেই বুঝা যেতো কত সহজ সরল তিনি।

আলাপ করলেই মনে হতো কত আপন করে নিয়েছেন।

আমি প্রায় ২৫ বছর তাকে কাছে থেকে জেনেছি। অথচ এ সময়ের মধ্যে কোন দিন আমার সাথে সামান্যতম রাগ করে কিংবা মুখ বেজার করে কথা বলতে দেখিনি। শ্রদ্ধেয় এই মহান ব্যক্তি আমার চেয়ে ৩১ বছরের বড়। বলতে দ্বিধা নেই যে আজকাল আমার চেয়ে ১০/১৫ বছরের ছোট দু'একজনকে এমন ব্যবহার করতে দেখি যা দুঃখজনক মনে হয়। কথা এবং কাজে তেমন মিল খুঁজে পাওয়া যায়না। ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও নেতাদের ক্ষেত্রে যা মানানসই নয়।

www.pathagar.com

আমাকে এ মহল্লার এক ভাই একদিন এসে বললেন যে, "জনাব খান সাহেব সালামের জবাব দেননা। আপনি তাকে বলবেন তিনি যেন সকলের সালামের জবাব দেন।"

আমি দ্বিধাহীন চিত্তে একদিন তার চেম্বারে গিয়ে বললাম একথা। তিনি আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, "আমিতো জবাব দেই।" আমি বললাম, "যারা সালাম দেয় তারা যাতে বুঝে যে আপনি সালাম নিয়েছেন এভাবে জবাব দিলে ভাল হয়। তিনি হেসে বললেন ঠিক আছে, ঠিক আছে। উল্লেখ্য এই যে আমাদের অফিসে আরো দুইজন স্টাফের নামের শেষে খান আছে। আমি একদিন জনাব রুহুল আমীন খানকে জোরে ডাক দিয়েছি "এই খান, শুনেন" বলে। জনাব আব্বাস আলী খান এই ডাক শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন- তিনি ভরা কণ্ঠে বলেন "খান আবার কে?"

আমি লজ্জায় শরমে মুখ নীচু করে বললাম "আমাদের অফিসেতো আরো দুইজন আছে- তাদের নাম বললাম।" তিনি হেসে সিঁড়িতে নামলেন- সম্ভবতঃ নামাজে যাচ্ছিলেন।

বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে একদিন এক জনসভা। মরহুম আব্বাস আলী খান ছিলেন প্রধান অতিথি। কিন্তু তিনি তা জানেন না। সভা শুরু হয়ে গেছে। তাকে বাসায় গাড়ী পাঠিয়ে অসুস্থ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হলো বায়তুল মোকাররমের জনসভায়। তিনি বিরাট পাবলিক মিটিং-এ দাঁড়িয়েই বলে দিলেন "আমিতো জানিনা যে আজ আমাকে এখানে আসতে হবে। আমাকে টেনে হেঁচড়ে আনা হলো।" এমনি ছিলো অন্তর তার খোলামেলা। তিনি "স্মৃতি সাগরের ঢেউ" বইটিতে হাস্য রসাত্মকভাবে যে অনেক ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন-এর কিছু কিছু তিনি আমাদের সাথেও গল্পচ্ছলে বলেছেন।

কোন কাজে দরকার হলে তিনি আমাদের রুমে চলে আসতেন। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতেন, আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম। তাকে আমার চেয়ারে বসার জন্য অনুরোধ করেছি কিন্তু বসেননি। অনেক পীড়াপীড়ি করার পর টেবিলের সামনে রাখা চেয়ারে ২/১ মিনিটের জন্য বসেছেন মাত্র।

১৯৯৮ সালে কোন এক সময় খুলনা সফর থেকে এসে তার কক্ষে আমাকে ডাকলেন। খুলনার মেয়র তার সাথে দেখা করেছেন এ সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। তারপর বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আলাপ হলো। জামায়াতের কী করা উচিত, দেশের কী অবস্থা, সামনে কী হবে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। আমি তার ভেতর চরম একটি পেরেশানী দেখলাম। আমি শুধু বললাম এসব কথা শ্রদ্ধেয় নিজামী ভাইকে বলা দরকার। পরে আমি শ্রদ্ধেয় নিজামী ভাইকে বলেছি খান সাহেব রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে খুবই পেরেশানবোধ করছেন।

www.pathagar.com

একটি অনবদ্য রচনা

"বাংলাদেশের মুসলমানদের ইতিহাস" তার অনবদ্য একটি মৌলিক গ্রন্থ। শুধুমাত্র এই বইটির কারণে তিনি অনাগত কাল স্মরণে থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে কলেজে পর্যন্ত রেফারেন্স হিসাবে বইটি ব্যবহার হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে।

এই বইটি লিখার সময় তিনি মাঝে মাঝে আমার কাছে কিছু রেফারেন্স বই চাইতেন। আমি বাংলা ভাষা সাহিত্যের উপর পশ্চিম বাংলার লেখকদের কিছু মূল্যবান বই সংগ্রহ করে দিয়েছি।

তিনি একজন অনুসন্ধিৎসু গবেষকের মত খুঁজে খুঁজে গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। আমি দেখেছি তিনি শুধু "বাংলাদেশে মুসলমানদের ইতিহাস" নয় বাংলা ভাষার ইতিহাস নিয়েও অধ্যয়ন করেছেন।

"বাংলাদেশের মুসলমানদের ইতিহাস" বইটির প্রকাশনা উৎসব প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রধান অতিথি ছিলেন দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান এবং দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। খুবই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান, কানায় কানায় হল ভর্তি ছিল। তার অনবদ্য সৃষ্টির জন্য সকলেই তাকে ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ দিলেন। সাথে সাথে ত্রুটির দিকগুলোও তুলে ধরলেন।

অনুষ্ঠান শেষে ফিরে আসার সময় মরহুম আব্বাস আলী খান, প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, জনাব শামছুর রহমান এবং আমি একই গাড়িতে বসেছিলাম। টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রফেসর আলী আহসান অনেক গল্প বললেন এবং মরহুম খান সাহেবের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করলেন। আমরা সৈয়দ আলী আহসান সাহেবকে কাঁঠাল বাগানে তার বাসায় নামিয়ে দিয়ে মগবাজারের দিকে রওয়ানা দিলাম।

গাড়ীতে বসেই আমি বললাম প্রকাশনা উৎসবে যারাই সমালোচনা করুক এবং যত নির্মম সমালোচনাই করুন, লেখক হিসাবে তাদের সুপরামর্শের জন্য মোবারকবাদ এবং ধন্যবাদ জানানো দরকার ছিল। জনাব শামছুর রহমান একথা সমর্থন করলেন। সাথে সাথেই জনাব খান এ কথায় সায় দিলেন। কত বড় মহান এবং উদার ব্যক্তিত্ব তিনি। মরহুম খান কত বড় উদার, মহৎ, নিষ্কলুষ এবং নির্ভেজাল ব্যক্তি ছিলেন তা ছোট প্রবন্ধে শেষ করা দুরূহ ব্যাপার। একটি বিরাট গ্রন্থ লিখেও হয়তো তা শেষ করা যাবে না। এখানে শুধু খন্ডচিত্র দেয়াই সম্ভব।

গুণের সমাহার

মরহুম আব্বাস আলী খান ছিলেন উঁচু মানের রাজনীতিবিদ, একজন শিক্ষাবিদ, একজন

www.pathagar.com

সু-সাহিত্যিক, একজন সমাজসেবী, একজন ইসলামী চিন্তাবিদ এবং সর্বোপরি একজন সুপন্ডিত। একজন ব্যক্তির মধ্যে এতসব গুণের সমাহার আমি আর কাউকে দেখিনি।

তার জীবন দেখেছি পরিপূর্ণভাবে সুশৃংখল, সুনিয়ন্ত্রিত এবং একটি নিয়মের ছকে বাঁধা। ঘুম থেকে উঠা, নামাজ পড়া, নাস্তা করা- ভাত খাওয়া, বিকালে নাস্তা করা, রাতে ভাত খাওয়ার পর ১০টায় শুয়ে পড়া সবই ছিল সুশৃংখল এবং সুনিয়ন্ত্রিত।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিসে তার নির্বাহী কোন কাজ সচরাচর থাকতো না। অথচ প্রতিদিন যথা নিয়মে তিনি সকাল ৯টায় একটি ব্রীফকেইস নিয়ে অফিসে আসতেন আবার যোহর নামাজ মসজিদে পড়ে বাসায় চলে যেতেন। আবার আছর নামাজ অফিসে এসেই অফিস সংলগ্ন মসজিদে পড়তেন- আবার এশার নামাজ পড়ে বাসায় চলে যেতেন। এমনিভাবে তিনি অফিস করতেন নিয়মিত।

তার চেম্বারে কোন লোক আছে কিনা বাহির থেকে তা বুঝা যেতো না- এমন চুপচাপ এবং নীরব থাকতো তার কক্ষ। আমি অনেক সময় পর্দার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখেছি তিনি গবেষণায়, লিখায় মগ্ন রয়েছেন। তাকে কখনো গল্প-গুজবে সময় কাটাতে দেখিনি।

তিনি তার সব কাজে একটি স্টাইল মেনটেইন করতেন। চালচলন, খাওয়া দাওয়া, কথা বলার তার নিজস্ব ধরন ছিল যা সকলকে আকর্ষণ করতো। কোন গর্ব, কোন অহংকার এর লেশমাত্র নেই অথচ তার বিশাল ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠতো প্রতিটি কাজে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ থেকে শুরু করে বড় বড় ক্ষেত্রে আমি তাকে দেখেছি- কোথাও ভারসাম্যতার অভাব দেখিনি। তিনি শিশু কিশোরদের নিয়ে ইসলামী গান শুনতেন। তার অন্তরও ছিল শিশুদের মত খোলামেলা। তার মনে কোন বাঁকা চিন্তা আছে, তার মনের দুয়ার বন্ধ তা শত্রু এবং নিন্দুকেরাও বলতে পারবেনা। তার অন্তর ছিল সাদামাটা, খোলামেলা। দর্শনের ভাষায়- "His mind was like a white Tabularasa."

সত্যি তার অন্তর ছিল খোলা ধবধবে স্লেটের ন্যায়। সেই সাদা ধবধবে অন্তরে একমাত্র আল্লাহর দ্বীন কায়েমের স্বপ্নই ছিল খচিত মুদ্রিত। তাইতো আজীবন কর্মে, সাধনায় আল্লাহর দ্বীন ইসলাম কায়েমের জন্যই তিনি ছিলেন নিবেদিত।

রাজনীতিতে, লেখায়, সমাজসেবায়, গবেষণায়, শৃংখলাবোধে, নিয়মনীতিতে, সাহিত্যে এককথায় প্রতিটি কর্মে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি ইসলামী আন্দোলন তথা ইসলাম কায়েমের রূপায়ন ঘটিয়েছেন।

তিনি নিজহাতে শাকভাজি, ডিমভাজি, হরলিকস ইত্যাদি বানিয়ে খেতেন। গেস্ট আসলে তাদের বানিয়ে কিছু খাওয়াতেন। তিনি তার অফিস রুমেই চা, হরলিক্স ও

www.pathagar.com

দুধ রাখতেন। নিজ হাতে টেলিফোন করতেন, ড্রাফট করতেন, এমন কি টাইপ পর্যন্ত নিজে করতেন।

সফরে গেলে তাকে দেখেছি তার সাথে যারা যেতেন তাদের খাওয়া থেকে শুরু করে শোয়া পর্যন্ত খোঁজ নিতেন। মশারী, বালিশ দেয়া হয়েছে কিনা সে খোঁজ নিতেও ভুল করতেন না।

একবার তার সাথে টাঙ্গাইল এবং মোমেনশাহী সফরে গেলাম। অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেব তার সাথে যাওয়ার কথা ছিল। তিনি যেতে পারেননি বলে শেষ পর্যন্ত আমাকে সাথী হতে হয়েছিল।

পথে আমরা টাঙ্গাইলে এবং মধুপুরে জনসভা করেছি। এই লম্বা রোডে তিনি বিভিন্ন গল্প করেছেন- "স্মৃতি সাগরের ঢেউ" বইয়েও সেগুলো আছে। তার যে হাসি, তার বলার ভঙ্গি, তার শুদ্ধ বাংলা- আজো আমার মানসপটে জ্বল জ্বল করছে। গল্পের সময় মনেই হতোনা বয়সের বিস্তর ব্যবধানের কথা।

আমি '৯১ সালে মুহতারাম খান সাহেবের নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন পরিচালনা করতে গিয়েছিলাম। সে সময়ে জয়পুরহাটে কিছুদিন ছিলাম। সেখানে দেখেছি তার প্রতি আবাল বৃদ্ধ বনিতার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। তাকে নিয়ে হাটে বাজারে নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়েছি। মানুষকে দেখেছি দোকানপাট, বেচাকেনা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে, তাকে সালাম দিতে, তার সাথে দু'হাত মিলাতে। তখনই আমি বলেছিলাম, মন্তব্য করেছিলাম যে মন্ত্রীও এরকম মর্যাদা, এরকম সম্মান পায়না। এমপি নির্বাচিত হওয়া আর মানুষের কাছে সম্মান পাওয়া হয়তো এক জিনিস নয়। দলমত নির্বিশেষে সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করতেন। বহু হিন্দু ব্যক্তিকে আমি দেখেছি তাকে সমাদর করতে, শ্রদ্ধা জানাতে। দাড়ি চুল পাকা ৬০/৭০ বছরের বৃদ্ধ ব্যক্তিদেরকে দেখেছি মুহতারাম খান সাহেবকে "স্যার" বলে সম্বোধন করতে, শ্রদ্ধা ভরে সম্মান জানাতে।

নির্বাচনী কাজে হঠাৎ গাড়ী থেকে নামতে গিয়ে তার হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল। ব্যান্ডেজ করা ভাঙা হাত গলার সাথে ঝুলিয়ে নিয়ে তিনি গাড়ীতে বসে নির্বাচনী কাজে যেতেন। রাস্তায় বেরুলেই সকলে তাকে সালাম দিতেন। কোন কোন সময় তিনি দেখতে পেতেন না। এছাড়া বারবার হাত তুলতেও তার কষ্ট হতো- এক হাততো গলায় বাঁধা ছিল। আমি তার পাশে বসা ছিলাম, কোন সময় আমিও হাত তুলতাম। তাকে বললাম- আপনি বার বার হাত তুলে সালামের জবাব দিন। কারণ আপনি যে সালাম নিয়েছেন জনগণ তা না বুঝলে এর ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হবে।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, "আমিতো হাত তুলেই আছি"। আমরা হেসে উঠলাম। নির্বাচনে জনমত সম্পূর্ণ তার পক্ষে। কিন্তু তিনি ভোটের দিন নিজ এলাকায় থাকতে পারবেন না। কারণ তাকে ঢাকায় কেন্দ্রীয় অফিসে থাকতে হবে। আমরা কত বুঝালাম, ঢাকায় কেন্দ্রীয় অফিসে কত টেলিফোন করে বললাম। কিন্তু কেন্দ্র সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলোনা। তিনি কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক শুধুমাত্র নিজের ভোটটি দিয়েই জয়পুরহাট থেকে সরাসরি চলে এলেন ঢাকায়। ফলে এলাকায় প্রচার হলো বিপরীত। খান সাহেব ঢাকা নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হবেন- সুতরাং জয়পুরহাট থেকে খান সাহেবকে ভোট না দিয়ে আরেকজনকে দিন। ফলে খান সাহেবকেও আমরা পাবো এবং জয়পুরহাট থেকেও একজন পাবো। এমনি নানাবিধ প্রচারণার ফলে খান সাহেব পরাজিত হলেন সামান্য ভোটের ব্যবধানে।

১৯৯১ সালের নির্বাচন প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে টেলিভিশনে তিনি যে ভাষণ দিয়ে ছিলেন তা ছিল একটি রাষ্ট্র নায়কোচিত ভাষণ। সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ, সাধারণ নাগরিক অর্থাৎ সর্বস্তরের মানুষের কাছে তা ছিল অতি প্রশংসনীয়।

১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে রেডিও ও টেলিভিশনে প্রদত্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ- এর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম।

সর্বপ্রথম আমি সেই মহান আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো শুকরিয়া জানাই, যিনি আমাদেরকে স্বৈরশাসন উৎখাত করে নিজেদের মরযী অনুযায়ী সরকার গঠনের সুযোগ দান করেছেন। একটি কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবীতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফল হওয়ায় সকল বিরোধী দল, জোট, ছাত্র, জনতা, শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষকসহ সকল পেশাজীবীকে আমি আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

www.pathagar.com

স্বৈরশাসনের অবসান ও দেশবাসীর ভোটাধিকার বহাল করার এ আন্দোলনে সফলতা অর্জন যাদের ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে সম্ভব হয়েছে আজ আমি তাদের সবার কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। যাদের জীবনের বিনিময়ে এ সাফল্য এলো আল্লাহ পাক তাদেরকে আখিরাতে সফল করুন। পরবর্তী সরকার তাদের পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করবেন বলে আমি আশা করি।

কেয়ারটেকার সরকারের দাবী

১৯৭৩ সাল থেকে যতবার এ দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের পরিচালনায় হওয়ায় তা সত্যিকার অর্থে নিরপেক্ষ ও অবাধ হয়নি বলে বিরোধী দল সব সময়ই অভিযোগ করেছে। আমাদের সৌভাগ্য যে, এবারই প্রথম একটি নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন হতে যাচ্ছে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য দেশবাসীর নিকট ওয়াদাবদ্ধ। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৮৩ সালের ২০শে নভেম্বর বায়তুল মোকাররমের এক সমাবেশে সর্ব প্রথম জামায়াতে ইসলামীই এ দাবী জানিয়েছিল। পরে এ দাবীই জাতীয় দাবীতে পরিণত হয়। আমাদের সে ঐতিহাসিক দাবী পূরণ হওয়ায় আল্লাহর প্রতি গভীর শুকরিয়া জানাই।

আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে সর্বস্তরের সরকারী ও আধা-সরকারী কর্মচারীগণ আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার সাথে একাত্ম হয়ে জনগণের বিজয়কে ত্বরান্বিত করায় তাদের সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানানো আমি কর্তব্য মনে করি। তারা এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, তারা জনগণেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রিয় দেশবাসী,

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের সাথে কয়েক দফা আলোচনায় আমার আস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। তিনি যে নির্বাচন কমিশন গঠন করেছেন তা সকল প্রকার প্রভাবমুক্ত থেকে নির্বাচন পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন বলে আমি আশা করি। নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিক প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারসহ নির্বাচনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সরকারী কর্মচারীগণ পূর্বের ন্যায় অন্যায় চাপের সম্মুখীন হবার কোন সংগত কারণ এখন বিদ্যমান নেই।

www.pathagar.com

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থীদের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইতিপূর্বে দেখা গিয়েছে যে, সরকার দলীয় প্রার্থীদের মতো অন্যান্য অনেক প্রার্থী ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। প্রার্থীরা মাস্তান নিয়োগ করে ব্যালট ডাকাতির ব্যবস্থা না করলে সন্ত্রাসের কোন কারণই থাকতে পারে না।

সবচেয়ে বড় কথা হলো ভোটদাতাদেরকে নিজের মরযী অনুযায়ী ভোট দেবার সুযোগ দান। "আমার ভোট আমি দেব" এবং "যাকে ইচ্ছা তাকে দেব"- ভোটারদের এ অধিকার বহাল করার উদ্দেশ্যেই যদি আমরা আন্দোলন করে থাকি তাহলে ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাস ও জালভোট দেবার চেষ্টা এবং ব্যালট ডাকাতি রুখতে হবে। আপনারা যাতে নিজেদের ভোট নিজেরা দিতে পারেন সে বিষয়ে সতর্ক ও সজাগ থাকবেন। এ অধিকারে কেউ বাধা দিলে তাদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আপনাদেরকেই সাহসী ভূমিকা পালন করতে হবে। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আমি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছি যে, ঐসব অপকর্মকে আমরা ঈমান ও নৈতিকতার সম্পূর্ণ বিরোধী মনে করি।

যেমন করেই হোক ক্ষমতা দখল করাই যাদের উদ্দেশ্য তারাই সন্ত্রাস ও জালভোটের আশ্রয় গ্রহণ করে। জামায়াতে ইসলামী রাসূল (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ কায়েমের উদ্দেশ্যেই ক্ষমতা হাতে নিতে চায়। তাই জনগণ যাতে তাদের ভোটাধিকার স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারে সে জন্য জামায়াত জনগণের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করবে।

আইন-শৃংখলা রক্ষার গুরুত্ব

আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত তাদের আন্তরিক ও যোগ্য ভূমিকার উপরই নিরপেক্ষ নির্বাচন নির্ভর করে। যারা আইন নিজের হাতে তুলে নেয় তাদেরকে দমন করতে ব্যর্থ হলে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান কিছুতেই সম্ভব হবে না। রাজনৈতিক দলসমূহ যদি নির্বাচন বিধি ও রাজনৈতিক আচরণবিধি নিষ্ঠার সাথে পালন করে তাহলে আইন-শৃংখলা রক্ষা করা অবশ্যই সহজ হবে। আইন-শৃংখলার স্বার্থেই অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার হওয়া অপরিহার্য। অবৈধ অস্ত্রধারীরা রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন প্রার্থীদের পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে তাদের অস্ত্র প্রয়োগের কোন সুযোগই থাকবে না। নির্বাচনে যে সব প্রার্থী সন্ত্রাসের আশ্রয় নিতে চায় তারাই অবৈধ অস্ত্রধারীদের অভিভাবক।

অবৈধ অস্ত্র কাদের কাছে আছে তা পুলিশের জানা থাকলেও রাজনৈতিক মুরুব্বীদের ভয়ে পুলিশ তা উদ্ধার করতে সাহস পাচ্ছে না। নির্বাচনের পর ক্ষমতায় আসবে বলে

www.pathagar.com

নাকি কোন কোন দল পুলিশকে হুমকি দিচ্ছে। আমি জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছি যে, অবৈধ অস্ত্র আপনারা নির্ভয়ে উদ্ধার করুন এবং অস্ত্রধারীরা যে দলেরই হোক তাদের গ্রেফতার করুন।

জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী উদ্দেশ্য

জামায়াতে ইসলামী এমন একটি সরকার গঠন করতে চায় যা আল্লাহর কুরআন, রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুযায়ী বাংলাদেশকে একটি পূর্ণাংগ কল্যাণ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলবে। বিশ্বনবী ও তাঁর খলিফাদের পরিচালিত রাষ্ট্রের মতো আদর্শ ও শান্তিময় সমাজ বিশ্বে আজ পর্যন্ত কোথাও কায়েম হয়নি। মানব রচিত আইন ও অসৎ নেতৃত্বই যাবতীয় অশান্তির মূল কারণ। রাসূল (সাঃ) দীর্ঘ তের বছরে এক দল ঈমানদার, সৎ ও চরিত্রবান লোক তৈরী করেন। তাঁদের নিয়ে আল্লাহর আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা করার কারণেই তিনি জনগণের সত্যিকার কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জামায়াতে ইসলামী তাঁরই অনুকরণে দীর্ঘদিন থেকে ঈমানদার, সৎ ও চরিত্রবান লোক তৈরী করার আপ্রাণ চেষ্টায় রত আছে।

এ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী যাদের মনোনয়ন দিয়েছে তাঁরা নিজে পদপ্রার্থী হননি। নির্বাচন প্রার্থী হিসাবে দরখাস্ত করার জন্য জামায়াতের পক্ষ থেকে আহ্বানও জানান হয়নি। জামায়াতই তাঁদেরকে মনোনয়ন দিয়েছে। আমি আশা করি জামায়াতের মনোনীত প্রার্থীগণ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন।

জামায়াতে ইসলামী টাকাওয়ালা হওয়ার কারণে কাউকে মনোনয়ন দেয়নি। তাই জামায়াতের কর্মীগণ নিজেরা খরচ করছেন এবং কুপনের মাধ্যমে জনগণ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করার চেষ্টা করছেন। জামায়াত কুপনের সাথে- "ভোট চাই, নোটও চাই" শীর্ষক আবেদন পেশ করছে। যারা নির্বাচনে মোটা অংকের টাকা নিজেদের পকেট থেকে খরচ করে এবং টাকা ছড়িয়ে ভোট যোগাড় করে তারা নির্বাচিত হলে সুদে আসলে এ টাকা জনগণের সম্পদ থেকে উসুল করবে- এটা সকলেরই জানা কথা।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা যদি জামায়াতে ইসলামীর হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেন তাহলে জামায়াত কিভাবে দেশ ও জনগণের খেদমত করবে— সে বিষয়ে বিস্তারিত কর্মসূচী নির্বাচনী মেনিফেস্টো আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে প্রধান যে সাত দফা দায়িত্ব পালন করবে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার পর মেনিফেস্টো ভিত্তিক আরও কিছু কথা পেশ করতে চাই।

www.pathagar.com

আল্লাহর খলিফার দায়িত্ব পালন

জামায়াতে ইসলামী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ পাক প্রতিটি বস্তু ও জীবের রুবুবিয়াত বা লালন পালনের মহান দায়িত্ব পালন করছেন। আল্লাহর খলিফা হিসাবে মানব সমাজে তাঁর দায়িত্বের একাংশ পালন করার জন্যই রাষ্ট্র গঠন ও সরকার পরিচালনা প্রয়োজন। আল্লাহর বিধান জারী করার জন্যই রাসূল (সাঃ) মদীনায় রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। আল্লাহর রচিত বিধানকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জারি করাই হলো খলিফার দায়িত্ব। এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্যই জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করতে চায়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আপনারা জামায়াতে ইসলামীর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করলে জামায়াত সর্ব প্রথম জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাবে। ভাত, কাপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থাই মানুষকে সত্যিকার মানুষ হিসাবে ইজ্জত ও নিরাপত্তাবোধ দান করে। তাই জামায়াতে ইসলামী প্রাকৃতিক সম্পদ, দেশের পুঁজি ও জনগণের শ্রম আল্লাহর আইন মতো কাজে লাগিয়ে এমন ইনসাফের সাথে ব্যবহার করবে যাতে কোন মানুষ ঐ সব মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত না থাকে। মানব সমাজের জন্য এমন সরকারই আল্লাহ পছন্দ করেন। এ মহান দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে রাষ্ট্র ও সরকারের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এ দায়িত্ব পালন না করে নাগরিকদের উপর ইসলামী বিধান অনুযায়ী শাস্তি দেবার অধিকার সরকারের নেই। এ কারণেই কেউ অভাবের কারণে চুরি করেছে বলে প্রমাণিত হলে তাকে শাস্তি দেয়া ইসলামে নিষেধ।

এ বিরাট দায়িত্ব বাস্তবে পালন করার উদ্দেশ্যে দেশের অর্থনীতিকে জনকল্যাণ ভিত্তিক পরিকল্পনা অনুযায়ী পুনর্গঠন করা হবে।

ইসলামী আদর্শভিত্তিক প্রগতিশীল অর্থনীতি মানেই হলো জনগণের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম ইনসাফপূর্ণ ও শোষণহীন ব্যবস্থা। এর লক্ষ্য হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণ ও অপচয়কে সফলভাবে রোধ করা এবং সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির পীড়ন ও যুলুম থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা। লাগামহীন অর্থনৈতিক আযাদী ভোগ করার পুঁজিবাদী নীতি এবং শোষণ থেকে মুক্তির দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক দাসত্ব ও অর্থনৈতিক গোলামী কায়েমের সমাজতান্ত্রিক অপকৌশলের হাত থেকে বাঁচতে হলে ইসলামী অর্থনীতি চালু করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অশুভ পরিণাম ও তিক্ত অভিজ্ঞতার পর জামায়াত এ দেশে ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে মিশ্র-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করাই সঠিক মনে করে। নীতিগতভাবে ইসলামী বিধানের নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী মালিকানার অধিকার থাকবে। কিন্তু জনকল্যাণের দৃষ্টিতে কোন্ কোন্ শিল্প কারখানা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন থাকা প্রয়োজন সে বিষয়ে জাতীয় সংসদই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

জনগণের মৌলিক যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে ২৫ দফা সম্বলিত ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

সরকারের দ্বিতীয় দায়িত্ব

দেশের স্বাধীনতার হেফাযত করা এবং দেশবাসীকে পরাধীনতার আশংকা থেকে মুক্ত রাখা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা এবং বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা সরকারেরই কাজ। বাংলাদেশ এমন একটি বিরাট দেশ দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছে যে দেশটিতে উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি দিন দিনই প্রাধান্য বিস্তার করছে।

বাংলাদেশ এ প্রতিবেশী দেশের জনগণের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও ঐ দেশের সরকারের আধিপত্যবাদী মনোভাবের দরুন তা বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এ অবস্থায় জামায়াত এমন একটি বলিষ্ঠ সরকার কায়েম করতে চায় যে কারো তাঁবেদার হতে প্রস্তুত নয় এবং সরকার সমান মর্যাদা নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

এ লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যেই আমরা সশস্ত্র বাহিনীকে সর্বদিক দিয়ে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে চাই। পেশাগত যোগ্যতার সাথে সাথে তাদের মধ্যে ইসলামী জিহাদের চেতনা সৃষ্টি করাও প্রয়োজন মনে করি, যাতে তারা এ জাতির আযাদীর জন্য জীবন দেয়াকে ইজ্জত ও আখিরাতের সাফল্য মনে করে। জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে এ জাতীয় চেতনার ঐক্য ব্যতীত শুধু অস্ত্র ও সামরিক ট্রেনিং দ্বারা আযাদী রক্ষা অসম্ভব।

সশস্ত্র বাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসাবে জনগণ যাতে দেশ রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে পারে সে উদ্দেশ্যে ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সের সকল পুরুষকে নিম্নতম প্রতিরক্ষামূলক ট্রেনিং এবং ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সের সকল মহিলাকে শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে আত্মরক্ষামূলক ট্রেনিং দেয়া হবে।

সরকারের তৃতীয় দায়িত্ব

রাষ্ট্রই হলো সংগঠিত সমাজের চূড়ান্ত রূপ। রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো সুশৃংখল সমাজ কায়েম করা যেখানে প্রত্যেকেই জান-মাল, ইজ্জত-আবরু ও

www.pathagar.com

যাবতীয় মানবাধিকারের পূর্ণ নিরাপত্তা ভোগ করবে। এ নিরাপত্তার অভাব দেখা দিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তারই নাম নৈরাজ্য। নৈরাজ্য কথাটি দ্বারা একথাই প্রকাশ পায় যে, সেখানে কোন রাষ্ট্র বা সরকারের অস্তিত্ব নেই।

বৃটিশের গোলামী যুগে মানুষ যতটুকু নিরাপত্তা বোধ করত তাও এখন নেই। বিশেষ করে, বিগত স্বৈরশাসনকালে যুলুম, অবিচার, শোষণ, সন্ত্রাস ও নৈতিক উচ্ছৃংখলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, রাজধানী ঢাকাতে পর্যন্ত নাগরিকদের জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা নেই। আমরা সবাই যেন অস্ত্রধারী মাস্তানদের হাতে জিম্মী। প্রকাশ্যে খুন, ছিনতাই, লুটপাট, নারী অপহরণ, ইত্যাদিতে যারা লিপ্ত আছে তারা দাপটের সাথে সর্বত্র বিচরণ করছে।

জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনের মাধ্যমে সৎ লোকের শাসন কায়েম করতে চায় যাতে সরকার "দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন"- এ মহান দায়িত্ব পালন করতে পারে। সৎ লোকের সরকার গঠিত হলে প্রশাসন বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য হবে না এবং এ প্রশাসনই জনগণের জান, মাল ও ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করতে সক্ষম হবে।

সরকারের চতুর্থ দায়িত্ব

আল্লাহ তায়ালা মানুষের চিন্তা, কথা ও কাজে যে উন্নত নৈতিক মান পছন্দ করেন জনগণকে সে মানে গড়ে তোলা ইসলামী সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ। শৈশবকাল থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় দুনিয়াবী যোগ্যতা বিকাশের সাথে সাথে সবাইকে উন্নত চরিত্রের নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা হবে। পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন ও সিনেমাসহ সকল গণ-মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেম, জনসেবা ও জাতি গঠনের উপযোগী বানাবার সাথে সাথে তাদের মনে পরকালে আল্লাহর দরবারে দুনিয়ার জীবনের জন্য জওয়াবদিহি করার চেতনা সৃষ্টি করা হবে। আখিরাতে জওয়াবদিহির এ চেতনাকে চরিত্র গঠনের মূল ভিত্তি বলে কুরআন পাকে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী গণশিক্ষার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তার দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। একটি হলো জনগণের মন-মগজ ও চরিত্র গঠন, যাতে তারা আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থতার সাথে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে পারে। আর একটি হলো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিককে তার রুচি, মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ দান করা, যাতে প্রত্যেকেই স্বনির্ভর হয়ে দেশের উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে।

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামী দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলে এ দেশের বিরাট জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করবে। মানুষ শুধু পেট নিয়েই পয়দা হয় না। তার মন-মগজ ও দু'টো হাতকে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে যোগ্য বানালে একজন মানুষ দশজনের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। দুনিয়ার বহুদেশে জনসংখ্যার অভাব রয়েছে। এদেশের জনশক্তিকে পরিকল্পিতভাবে কাজ শিখালে তারা বিদেশ থেকেও প্রচুর সম্পদ আহরণ করতে পারবে। বাংলাদেশের তুলনায় কম প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও জাপান দুনিয়ার প্রধান কয়টি ধনী দেশের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের কোটি কোটি নারী ও পুরুষকে কাজ করার যোগ্য করে তুললে তারা এদেশকেও একটি ধনী দেশে পরিণত করতে সক্ষম হবে ইনশা-আল্লাহ।

সরকারের পঞ্চম দায়িত্ব

জনসংখ্যার অর্ধেকই মহিলা। আল্লাহ তায়ালা মানুষ হিসাবে নারী ও পুরুষকে সমান মর্যাদা দান করেছেন। নারী সমাজকে জাতীয় জীবনে যথার্থ ভূমিকা পালন করার উপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে তাদের জন্য পৃথক শিক্ষা কাঠামো গঠন করা হবে। নারীর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বার্থে তাদেরকে নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে জীবিকা অর্জনের পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে।

আল্লাহর আইন সমাজে চালু না থাকায় নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে ইসলামী মূল্যবোধ বহাল নেই। তাই শরীয়তের সম্পূর্ণ বিরোধী যৌতুক প্রথা চরম সামাজিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শরীয়ত স্বামীর উপর স্ত্রীকে মোহর দেয়া ফরজ করে দিয়েছে। অথচ আজকাল মোহর আদায় না করে যৌতুকের নামে স্ত্রীর কাছ থেকেই স্বামী মোহর দাবী করছে। ইসলামের দৃষ্টিতে যৌতুক দাবী করা নির্লজ্জ যুলুম। এটা সাধারণ ভদ্রতারও চরম বিরোধী। পাত্র ও পাত্রী পক্ষ থেকে উপহার দেয়া একটা সৌজন্য ও মহব্বতের ব্যাপার। চাপ দিয়ে উপহার আদায় করা আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্টকারী একটি জঘন্য কুপ্রথা। আল্লাহর আইন চালুর মাধ্যমে মূল্যবোধের বিকাশ সাধন ব্যতীত নিছক সরকারী নির্দেশের সাহায্যে এ কুপ্রথা দূর করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

ইসলাম উত্তরাধিকারের যে অধিকার নারীকে দিয়েছে তা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম না করলে সঠিকভাবে বহাল হবে না। বিবাহ, তালাক, মীরাস, পরিবার ও সমাজ, ইত্যাদি বিষয়ে মহিলাদের যেসব অধিকার ইসলাম দিয়েছে তা থেকে বঞ্চিত থাকার দরুন নারী সমাজ আজ অবহেলিত। ইসলামী আইন জারি করে নারীদের ঐ সব অধিকার পূর্ণরূপে বহাল করা হবে।

www.pathagar.com

সরকারের ষষ্ঠ দায়িত্ব

বাংলাদেশে হিন্দু, খৃস্টান, বৌদ্ধ ও বিভিন্ন উপজাতির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংখ্যালঘু নাগরিক সংখ্যাগুরু মুসলিম জনগণের সাথে অত্যন্ত সম্প্রীতির সাথে বসবাস করছেন। দেশের শাসনতন্ত্রে তাদের সর্বপ্রকার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া সত্ত্বেও তাদের অধিকারের প্রতি সংখ্যাগুরুদের সজাগ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য বলে জামায়াতে ইসলামী মনে করে। প্রতিবেশী দেশে মুসলিমদের উপর যত যুলুমই করা হোক না কেন এর জন্য এ দেশের হিন্দু নাগরিককে দায়ী করার কোন কারণ নেই। অন্য দেশের প্রতিশোধ এদেশে নেবার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। যারা এ জাতীয় কুচিন্তা করে তারা আসলেই অধার্মিক। কোন ধার্মিক মুসলমান এমন ইসলাম বিরোধী চিন্তা করে না। কারণ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, অমুসলিমদের উপর কোন্ যুলুম করা হলে তিনি যালেমদের বিরুদ্ধে আখিরাতে আল্লাহর দরবারে নিজেই মুকাদ্দমা দায়ের করবেন। তাই জামায়াতে ইসলামী সকল অমুসলিম ভাই-বোনদের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণ করা পবিত্র ইসলামী দায়িত্ব মনে করে।

সরকারের সপ্তম দায়িত্ব

সরকার পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাঠামো দুনিয়ায় প্রচলিত আছে। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টারী পদ্ধতি ও আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি বিশ্বে গণতান্ত্রিক সরকার কাঠামোর নমুনা হিসাবে স্বীকৃত। পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে বৃটিশ ক্রাউন (রাজা বা রাণী) শুধু শাসনতন্ত্রের অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন, দেশ শাসন করেন না। সেখানে নির্বাচিত পার্লামেন্ট প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ পরিচালনা করে। বহুদেশে এ পদ্ধতি চালু থাকলেও বৃটিশ ক্রাউনের বিকল্প সব দেশে না থাকায় শাসনতান্ত্রিক জটিলতার আশংকা থেকে যায়।

আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি সে দেশের বিশেষ ইতিহাস-ঐতিহ্যের সৃষ্টি। তাই ভিন্ন পরিবেশ ও ঐতিহ্যের দরুন ঐ পদ্ধতি কোন দেশেই হুবহু চালু হতে পারেনি।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিশ্বের বহু দেশে সামরিক ও বেসামরিক একনায়কগণ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে নিয়ে স্বৈরশাসন চালু রেখে দাবী করছেন যে, তারা প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির গণতন্ত্র কায়েম করেছেন।

বাংলাদেশে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির নামে প্রধান মন্ত্রীকে প্রেসিডেন্টের উপর প্রভুত্ব করতে যেমন দেখা গেছে, তেমনি প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির নামে প্রধান মন্ত্রীকে প্রেসিডেন্টের আজ্ঞাবহ বানানো এবং পার্লামেন্টকে রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত করাও সম্ভব হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির নামে এদেশে একই ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, সশস্ত্র বাহিনী প্রধান ও সরকারী দলীয় প্রধান হয়ে চরম একনায়কত্ব ও স্বৈরশাসন চালিয়েছে। তাই জামায়াতে ইসলামী পার্লামেন্টারী ও প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির পরিভাষা নিয়ে বিতর্ককে একেবারেই অর্থহীন মনে করে।

সরকার-পদ্ধতি প্রত্যেক দেশের জনগণের মরযী অনুযায়ী সে দেশের নিজস্ব প্রয়োজন পূরণের উপযোগী হওয়াই উচিত। কোন দেশের পদ্ধতি অন্য দেশে হুবহু নকল করা বাস্তবেও সম্ভব হয় না। তাই জামায়াত বাংলাদেশের উপযোগী একটি পদ্ধতি চালু করতে চায়।

এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ঃ রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধানের দায়িত্ব এক ব্যক্তির হাতে থাকবে না। শাসনতন্ত্রের উপর সরকারের যে কোন বিভাগের অন্যায় হস্তক্ষেপ রোধ করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র প্রধানের যে বলিষ্ঠ মর্যাদা থাঁকা প্রয়োজন তা জাতীয় সংসদের নির্বাচিত ব্যক্তির পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। জাতীয় সংসদ যেমন জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, তেমনি রাষ্ট্রপ্রধানকেও জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হতে হবে, যাতে তিনি গোটা দেশবাসীর নেতা হিসাবে গণ্য হতে পারেন, জাতীয় সংসদের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেন এবং বৃটিশ ক্রাউনের অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী হয়ে শাসনতন্ত্রের অভিভাবকের মহান দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন।

এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো ঃ জনগণের নির্বাচিত জাতীয় সংসদের উপরই দেশ শাসনের দায়িত্ব থাকবে এবং সংসদের নেতাই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। শাসনতন্ত্রে বর্ণিত ক্ষমতার বাইরে রাষ্ট্র প্রধান দেশ শাসনের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

এখন আমি জামায়াতের নির্বাচনী মেনিফেস্টো থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো পেশ করছি ঃ

<u>দেশ গড়ার মূলনীতি</u> সম্পর্কে জামায়াত ঘোষণা করেছে যে ঃ

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখাকে সরকার দ্বীনি ও জাতীয় কর্তব্য মনে করবে,
- দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গণমানুষের আদর্শ ইসলামকে দেশের শাসননীতির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করবে।
- সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদ সরবরাহ সংস্থাগুলোর নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে এবং
- সকল দলের মত প্রকাশ করার অধিকার নিশ্চিত করবে।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন জারির মূলনীতি

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা প্রচার করে থাকে যে, ইসলামী সরকার কায়েম হবার সাথে সাথেই সব চোরের হাত কেটে দেয়া হবে এবং যিনাকারীদেরকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। এ প্রচারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অযৌক্তিক। প্রকৃত কথা হচ্ছে, ইসলামী আইন মেনে চলার জন্য জনগণের মন-মগজ তৈরী এবং পরিবেশ অনুকূল করা ছাড়া ইসলামী আইন জারি করা অবাস্তব। ইসলামী আইন জারি করার জন্য জামায়াত নিম্নরূপ কর্মনীতি গ্রহণ করবে ঃ

- জামায়াত বিশ্বাস করে যে, অসৎ শাসকের হাতে ভাল আইনও যুলুমের হাতিয়ারে পরিণত হয়। তাই চরিত্রহীন, দুর্নীতিবাজ ও অসৎ নেতৃত্ব থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য ইউনিয়ন থেকে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সকল স্তরে নির্বাচনের মাধ্যমে সৎ লোকদের নেতৃত্ব কায়েম করা হবে।
- শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে জনগণের চিন্তা, বিশ্বাস ও কর্মকে পরিশুদ্ধ করা হবে।
- সামাজিক নিরাপত্তার এমন ব্যবস্থা করা হবে যাতে মানুষের খাওয়া, পরা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির কোন অভাব না থাকে এবং অভাবের কারণে কেউ হারাম পথে রোজগার করতে বাধ্য না হয়।
- নারী ও পুরুষের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র এমনভাবে আলাদা করে দেয়া হবে, যাতে বিবাহ ব্যতীত তাদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির সুযোগ না থাকে।
- যে সব সমস্যার কারণে আল্লাহ ও রাসূলের পথে চলা কঠিন মনে হবে, সে সব সমস্যা সমাধানের সব রকম ব্যবস্থা করা হবে।

এতসব ব্যবস্থা করার পরও যারা ইসলামী আইন অমান্য করবে, শুধু তাদেরকেই আল্লাহ ও রাসূলের নির্ধারিত শাস্তি দেয়া হবে, যাতে ন্যায় বিচারের অভাবে সমাজে অপরাধ বেড়ে না যায়।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রকে সংশোধন করে

- আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র এবং কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস বলে ঘোষণা করা হবে।
- মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্নকারী সকল বিধিনিষেধ ও কালাকানুন রহিত এবং
- বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করা হবে।
- দেশের প্রচলিত আইনকে সংস্কার করা হবে যাতে অল্প সময়ে ও সহজে মানুষ কোর্ট কাচারীতে সুবিচার পায়।

www.pathagar.com

- বিবাহ, তালাক, খোলা ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে মহিলাদের আল্লাহর দেয়া অধিকার বহাল হয় এবং
- সব রকম নারী নির্যাতন বন্ধ হয়।

বিচার বিভাগকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে

- নিম্ন ও উচ্চ আদালতের বিচারকগণকে স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনার নিশ্চয়তা বিধান এবং
- নিম্ন আদালতের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা হবে।

প্রশাসনকে সংশোধন করার লক্ষ্যে

- সকল সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত দফতর থেকে ঘুষ, খেয়ানত ও দুর্নীতির উচ্ছেদ করা হবে,
- জেলগুলোকে নৈতিক ও মানসিক সংশোধন কেন্দ্রে পরিণত করা হবে।

আইন-শৃংখলা রক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে

নাগরিকদের নৈতিক ও চারিত্রিক মানোন্নয়নের এমন সুব্যবস্থা করা হবে যাতে তাদের মধ্যে খোদাভীতি, কর্তব্যবোধ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও জনগণের প্রতি দরদ সৃষ্টি হয়।

গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতি গঠনের প্রধানতম মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে

- সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য চরিত্রবান যোগ্য দায়িত্বশীল লোক তৈরী করার লক্ষ্যে সর্বস্তরে নৈতিক শিক্ষা শামিল করা হবে,
- মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদেরকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে জীবন সংগ্রামে যোগ্য ভূমিকা পালনের উপযোগী বানানো হবে,
- মহিলাদের জন্য পৃথক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে,
- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব নমুনা হিসাবে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান এবং মাদ্রাসাসমূহকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার মানে উন্নীত করা হবে,
- বিজ্ঞান, কারিগরি, কৃষি, জনস্বাস্থ্যসহ যাবতীয় বিষয়ে ব্যাপক গণশিক্ষার বাস্তব মাধ্যম হিসাবে সিনেমা ও টেলিভিশনকে কাজে লাগানো এবং
- শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা ভাষা পূর্ণভাবে চালু করা হবে।

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক অংগনের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে

- ইসলামী মূল্যবোধের আওতায় শিল্পকলার পরিপূর্ণ বিকাশের পথ প্রশস্ত করে শিল্পীদেরকে সমাজে উন্নত মর্যাদার অধিকারী হবার সুযোগ দেয়া হবে,
- সাহিত্যের ন্যায় শক্তিশালী মাধ্যমকে সুস্থ ও সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার বাহন হিসাবে ব্যবহার এবং
- রেখা, অংকন, লিপি, ভাস্কর্য ও অনুরূপ শিল্পকে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে।

জনগণের ধর্মীয় জীবনের উন্নয়নের জন্য

- নামায কায়েম ও রমযানের রোজা পালনের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও পরিবেশ সৃষ্টি এবং হজ্জের ফরজ পালনকে সহজ করা হবে,
- মসজিদকে সমাজ উন্নয়ন ও কল্যাণের কেন্দ্র বানানো, ইমাম ও খতীবদের যথাযথ মর্যাদা দান এবং
- যে সব কারণে সমাজে অশ্লীলতা, ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তি ও নৈতিক অবক্ষয়ের প্রবণতা সৃষ্টি হয় সেগুলোর মূলোৎপাটন করা হবে।

জাতীয় জীবনে সুবিচারমূলক অর্থব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে

- দেশকে পর্যায়ক্রমে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা হবে,
- জনগণের মৌলিক প্রয়োজন (ভাত, কাপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা) পূরণের ব্যবস্থাকে সরকারী দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হবে,
- কর্মক্ষম সব নাগরিককে জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশ গ্রহণের যোগ্য বানানো হবে,
- চাষীদেরকে ভূমিহীন হওয়া থেকে রক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হবে,
- শিল্পের মুনাফায় শ্রমিকদের অংশ দিয়ে মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক উন্নয়ন করা হবে,
- হারাম উপায়ে আয় ও ব্যয় করার সকল পথ বন্ধ ও হালাল রুজি রোজগারের পথ উন্মুক্ত ও সহজ করা হবে,
- জনগণের স্বার্থে কর ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো এবং
- ব্যাংক, বিনিয়োগ ও ঋণদান সংস্থাকে সুদমুক্ত করা হবে।

ভূমি ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে

- অনাবাদী ও খাস জমি ভূমিহীন ও স্বল্প জমির মালিক কৃষকদের কাছে সহজ কিস্তিতে বন্দোবস্ত দেয়া হবে,

www.pathagar.com

- মালিকানাস্বত্ব বহাল রেখে সমবায় ও আধুনিক চাষাবাদ এবং সমবায় বাজারজাতকরণকে উৎসাহিত করা হবে,
- শিকস্তি জমির খাজনা মওকুফসহ পয়োস্তি জমির উপর নদী শিকস্তিদের মালিকানাস্বত্ব বহাল রাখা হবে,
- জেগে উঠা চরসহ উদ্ধারকৃত জমির ইনসাফপূর্ণ বিলিবন্টনের জন্য আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করা হবে,
- গ্রামের ভূমিহীন মানুষের বসবাস ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে।
- কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ, সার্টিফিকেট প্রথা বিলোপ ও ঋণ পরিশোধে অক্ষম লোকদের ঋণ মাফ করে দেয়া হবে এবং
- কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা হবে।

শিল্প কারখানা সম্প্রসারণ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে

- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীগুলোর মালিকানা বেশীসংখ্যক জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া ও পরিবারের সর্বোচ্চ পরিমাণ শেয়ার আইন দ্বারা নির্ধারণ করে দেয়া হবে,
- ছোট ও নতুন পুঁজি সংগঠকদেরকে বিশেষ সুবিধাসহ সুদমুক্ত ঋণ দেয়া হবে,
- ব্যাপক শিল্পায়নের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভারি শিল্প স্থাপন করা হবে,
- প্রতিরক্ষা শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান অনুযায়ী ব্যবসায়ী ও জনগণের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে

- দেশের অপরিহার্য পণ্য আমদানি এবং রফতানিযোগ্য পণ্যের বাজার সৃষ্টির সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে।
- যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য
- দেশের সকল অঞ্চলকে একটি উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার আওতায় আনা এবং রেল লাইনসহ যমুনা সেতু নির্মাণ করা হবে।

শ্রমিক, মজুর ও স্বল্প বেতনের কর্মচারীদের জন্য ইসলামী শ্রমনীতি অনুযায়ী

- ন্যূনতম বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা হবে,
- বেতন ও ভাতার হারে বর্তমান ব্যবধান ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা হবে,
- শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদেরকে লভ্যাংশ থেকে বোনাস দেয়া হবে এবং

www.pathagar.com

- শ্রমিকদের বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

দেশকে শুষ্ক মওসুমে পানির অভাব ও বর্ষাকালে বন্যা থেকে রক্ষার জন্য

- বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
- খাল খনন ও নদী সংস্কারের মাধ্যমে শুকনো মওসুমে সেচ ব্যবস্থা ও বর্ষায় পানি নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণের ব্যবস্থা করা হবে।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য অর্জন, সম্পদের সুষম বন্টন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যাকাত, সাদাকাহ ও উশরের তহবিল গঠন করে

- বৃদ্ধ, অচল, পঙ্গু ও অভাবী লোকদেরকে ভাতা দেয়া হবে,
- ইয়াতীম ও গরীব শিশুদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে,
- অল্প পুঁজি হলে নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো লোকদের সাহায্য দেয়া হবে,
- গরীবদের চিকিৎসা, ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ ও বিপন্ন মুসাফিরদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা এবং
- মানুষকে ভিক্ষা করার মতো অপমানজনক পেশা গ্রহণ থেকে রক্ষা করা হবে।

পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে

- গ্রামের যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য সর্বত্র রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট ও সাঁকো নির্মাণ করা হবে,
- বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাসহ নর্দমা ও পায়খানার সহজ বন্দোবস্ত এবং
- "সবার জন্য স্বাস্থ্য" নীতিকে বাস্তবে চালু করা হবে।

মহিলাদের ইসলাম প্রদত্ত মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বর্তমান নারী নির্যাতন বন্ধের উদ্দেশ্যে-

- মহিলাদেরকে শরীয়তের সীমার মধ্যে জীবিকা অর্জনের সুযোগ দেয়া হবে,
- যৌতুক প্রথাসহ স্বামীর সব রকম যুলুম থেকে নারীদের রক্ষার ব্যবস্থা এবং তালাক ও মীরাসের ইসলামী বিধান চালু করা হবে।

অমুসলিম নাগরিকদের সার্বিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে

- তাদের জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ করা হবে,

www.pathagar.com

- তফসিলী সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হবে,
- সকল উপজাতির স্বতন্ত্র জাতিসত্তার স্বীকৃতি এবং শিক্ষা ও চাকুরিসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে।

বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে জামায়াত সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে ঃ

জামায়াত বাংলাদেশকে এমন একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করবে যাতে মানবজাতি ইসলামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণকারিতা উপলব্ধি করতে পারে এবং এদেশের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সকল রাষ্ট্রের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি ইসলামী আদর্শের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক এবং মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করাই বৈদেশিক নীতির মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

শুধু একটি বক্তৃতার মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি আদর্শ ভিত্তিক দলের গোটা পরিকল্পনা পেশ করা সম্ভব নয়। আমাদের প্রকাশিত সাহিত্য পড়ে দেখার জন্য আপনাদের নিকট আবেদন জানাচ্ছি। নির্বাচনে জামায়াতের মনোনীত প্রার্থীদের চরিত্র ও কর্মজীবন যাঁচাই করে দেখার জন্য আপনাদের প্রতি অনুরোধ রইল।

জামায়াতে ইসলামী কখনও ক্ষমতায় ছিল না। সরকারী ক্ষমতা জামায়াতের হাতে তুলে দিলে দেশের কতটুকু কল্যাণ হবে তা পরীক্ষা করার জন্য এবারের নির্বাচনে আপনারা জামায়াতের মনোনীত প্রার্থীদের বিজয়ী করুন। যারা ইতিপূর্বে দেশ শাসন করেছেন তাদের পরিচয় আপনারা পেয়েছেন। জামায়াতের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ এবার এসেছে।

জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের বলিষ্ঠ আওয়াজ নিয়ে আপনাদের খেদমতে হাযির। জামায়াতের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশকে সততা, ইনসাফ ও কল্যাণের পথে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব আপনাদের।

জামায়াতে ইসলামী দাঁড়ি-পাল্লাকে কেন দলীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছে সে কথা উল্লেখ করা আমি প্রয়োজন মনে করছি। কুরআন পাকের সূরা আল হাদীদের ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

এ আয়াতে আল্লাহতায়ালা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, তিনি সকল রাসূলকেই কিতাব ও মীযান দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে ইনসাফ পেতে পারে। মীযান অর্থই হলো দাঁড়ি-পাল্লা। আল্লাহর কিতাবকে মানব সমাজে কায়েম করার জন্য রাসূলকে কিতাবের

www.pathagar.com

যে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থ আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন তাকেই এ আয়াতে মীযান বলা হয়েছে। কিতাব ও মীযান নাযিল করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, "লি ইয়াকুমান্নাসু বিল কিসত্" যাতে জনগণ সুবিচার পেতে পারে।

মীযান বা দাঁড়িপাল্লা হলো ন্যায় বিচার বা ইনসাফের প্রতীক। জামায়াতে ইসলামী কুরআনে বর্ণিত ঐ দায়িত্ব পালন করতে চায় বলেই দাঁড়ি-পাল্লাকে প্রতীক হিসাবে বাছাই করেছে। আশা করি সমাজে ইনসাফ ও সুবিচার কায়েম করার উদ্দেশ্যে আপনারা দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিয়ে জামায়াতে ইসলামীকে বিজয়ী করবেন।

আপনার ভোটের মূল্য অনেক। আপনারা যাদেরকে ক্ষমতায় বসাবেন তারা ভাল কাজ করলে আপনাদেরই উপকার হবে। আর তারা খারাপ কাজ করলে আপনাদেরই ক্ষতি হবে। কাদের হাতে ক্ষমতা দিলে আপনাদের মঙ্গল হবে তা বিবেচনা করে নিজেদের বিবেক অনুযায়ী ভোট দিন ॥

খোদা হাফিয
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ
জামায়াতে ইসলামী জিন্দাবাদ

নিষ্ঠাবান জনাব আব্বাস আলী খান

মরহুম জনাব আব্বাস আলী খানের বয়স ৮৫ বছর হলেও গলার স্বর ছিল টনটনে। গলার স্বর শুনে কেউই ভাবতে পারতো না যে তার ৮৫ বছর বয়স হয়েছে। ২৫ বছর আগে যে কণ্ঠ আমি তার শুনেছি, অসুস্থ হওয়ার আগেও তার কণ্ঠ ছিল একই রকম। মহিলা শিক্ষা শিবিরে তার বক্তৃতা শুনে শিক্ষার্থীরা বুঝতেই পারতোনা তার বয়স হয়েছিল ৮৫। আমার স্ত্রীর মাধ্যমে এ খবর আমি জেনেছি। তার বক্তৃতার ভঙ্গি, উপস্থাপনা ছিল চমৎকার। দায়িত্ববোধ ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সময়ানুবর্তিতা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ইংরেজী শিক্ষিত হয়েও তিনি উর্দু লেখতেন, এবং উর্দু বই অনুবাদ করতেন, যা ছিল অসাধারণ। উর্দু ভাষায় তার কতটা ব্যুৎপত্তি ছিল এটা তারই প্রমাণ।

গল্পে, কথা বার্তায়, বক্তৃতায় অসংলগ্ন, অশালীন শব্দ বা বাক্য কখনো শুনিনি। সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন- পরিচ্ছন্ন জীবনের অধিকারী। পোষাক-পরিচ্ছদ, দেহমন সবই ছিল তার পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি। ইউনিট বৈঠক, কর্মপরিষদ বৈঠক, মজলিসে শূরার অধিবেশন, এমনকি বিয়ের দাওয়াতে, অন্যান্য অনুষ্ঠানে কখনো তাকে আমি বিলম্বে আসতে দেখিনি। তিনি সব সময় থাকতেন চুপচাপ। তার যখন বলার সময় হতো- তিনি সুন্দর বাংলায় সুন্দর ভঙ্গিতে তা বলতেন।

www.pathagar.com

মরহুম খান সাহেবের হাতের লেখা ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং একটি বিশেষ স্টাইলের। বাংলা এবং ইংরেজী উভয় ভাষায় তার লেখা ছিল উন্নতমানের। উর্দু লেখাও ছিল চমৎকার।

মরহুম সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (রঃ) ওপর একবার একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল বড় মগবারের আল ফালাহ মিলনায়তনে। ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। আমি সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ব নিয়ে আয়োজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাকে বার বার নিশ্চিত করেছি আপনার কোন চিন্তার কারণ নেই।

এরপরেও তিনি কতবার যে খোঁজ নিয়েছেন, কতবার নিজে স্বশরীরে আল ফালাহ মিলনায়তনের ৪ তলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে সরাসরি নিজে তদারকি করেছেন- আজো তা আমি ভুলতে পারিনা।

আয়োজনে কোন ত্রুটি হচ্ছে কিনা, তা লক্ষ্য রেখেছেন। সত্যি সামান্য ব্যাপারেও তার দায়িত্ববোধ, পেরেশানী আমাকে অবাক করেছে। সকলের জন্য নিঃসন্দেহে এ সব কিছুই শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। ব্যক্তিগত ইবাদতে পরহেজগারীতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। তার তাকওয়ার তুলনা হয়না। আমি তাকে দেখেছি একা একা নীরবে কোরানের তাফসীর পড়ছেন আর চোখ দিয়ে পানি ঝরছে।

খুশু খুজুর সাথে তিনি নামাজ পড়তেন, অন্যকে নামাজ পড়ার জন্য তাকীদ দিতেন। তার তেলাওয়াত ছিল খুবই সুমধুর। আমরা যারা তার পেছনে নামাজ পড়েছি- তারা কি যে মজা পেয়েছি- তা অনুভবে বুঝা যায়, ভাষায় বলা কঠিন।

মসজিদ কাছে থাকা সত্ত্বেও যারা মসজিদে দেরীতে যায় এবং আগেই চলে আসে তাদেরকে তিনি ভর্ৎসনা করতেন। তিনি প্রায়ই আফসোস করে বলতেন 'কি ব্যাপার আমাদের লোকেরা নামাজে যায় দেরীতে, আবার চলে আসে আগেই'।

বিশেষ করে জুমার নামাজের দিন যারা প্রথমে মসজিদে যায় তাদের কত নেকী হয় এবং যারা দেরীতে মসজিদে যায় তাদের ভাগ্যে কত কম নেকী জুটে তা উল্লেখ করে তিনি সকলকেই জুমার দিন আগে মসজিদে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। নিম্নের হাদীসটি উল্লেখ করে এর ফযিলত বর্ণনা করতেন।

"আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমার দিন নাপাকি থেকে পাক হবার জন্য যেমন গোসল করা হয় তেমনি ভালোভাবে গোসল করে তারপর (প্রথম সময়ে জুমআর নামাজের জন্য) মসজিদে যায়, সে যেন একটি উট আল্লাহর পথে কুরবানী করলো। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় সময়ে যায়, সে যেন একটি গরু কুরবানী করলো। যে ব্যক্তি তৃতীয় সময়ে যায় সে যেন একটি শিং ওয়ালা মেষ কুরবানী করলো। যে ব্যক্তি চতুর্থ সময়ে যায় সে যেন

www.pathagar.com

একটি মুরগী আল্লাহর পথে দান করলো। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম সময়ে যায়, সে যেন আল্লাহর পথে একটি ডিম দান করলো। যখন ইমাম বের হন (তার হুজরা থেকে) তখন ফিরিশতারা খুতবা শুনার জন্য (মসজিদের দরজা থেকে) হাজির হয়ে যান এবং রেজিষ্ট্রারে নাম উঠানো বন্ধ হয়ে যায়।

মরহুম জনাব আব্বাস আলী খান বহুবার হজ্ব করেছেন। এরপরেও তার একমাত্র কন্যাকে নিয়ে হজ্ব শেষ করে আসার পর আবার তিনি আমাকে বললেন, গত বার হজ্ব করার সময় তৃপ্তিতে প্রাণ ভরে উঠেনি। "আবার মেয়েকে নিয়ে ওমরা করতে যেতে চাই। আপনি একটু ব্যবস্থা করুন।"

তিনি আবার ওমরা করতে গেলেন। ওমরা করে ফিরে এসে আমাকে বললেন, জেদ্দায় বিমান বন্দরে তার হাতে একটি বড় ব্যাগ ছিল। ক্লান্ত দেহে তিনি সেটা খুব কষ্ট করে বহন করছিলেন। কোন সাহায্যকারী কোথাও পাওয়ার উপায় ছিল না। হঠাৎ করেই একজন বিমানবন্দরের কর্মকর্তা তার কাছে ছুটে এসে জোর করে তার হাত থেকে ব্যাগটি কেড়ে নিলেন এবং বিমানে গিয়ে তুলে দিয়ে আসলেন। তিনি তাকে চিনেন না-জানেন না। অথচ এভাবে তাকে সাহায্য করলো এবং সাহায্যকারী ব্যক্তিটি তাকে বললেন, "আপনি আব্বাস আলী খান না? আজই আমি আপনার অনুবাদকৃত 'আসান ফেকাহ, পড়ছিলাম। আমি আপনাকে দেখে মুগ্ধ হলাম।"

আমি উত্তরে জনাব খান সাহেবকে বললাম আল্লাহ তার নেক বান্দাদের এমনিভাবে সাহায্য করেন।

উচ্চ শিক্ষিত, পিতার একমাত্র সন্তান, সরকারী চাকুরীজীবী, দুনিয়ায় ভোগ করার পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি দুনিয়ার পেছনে ছুটেননি। দুনিয়ার লোভ তাকে স্পর্শ করেনি। দুনিয়ার অট্টালিকা নির্মাণ করেননি। পরকালের অট্টালিকা নির্মাণের চেষ্টা করেছেন প্রতিনিয়ত।

তাইতো সর্বস্তরের সর্বশ্রেণীর মানুষের মুখে এক কথা তার মত মানুষ আর হয় না। ঢাকা, বগুড়া এবং জয়পুরহাটের লাখো জনতা, আজ এ কথারই প্রতিধ্বনি করছে।

শুধু ব্যক্তিগত ইবাদাতে নয়, ব্যবহারিক জিন্দেগীতেও তিনি ছিলেন পরিচ্ছন্ন। লেনদেনে তিনি ছিলেন খুবই সতর্ক। জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গাড়ী এবং টেলিফোন সাংগঠনিক কাজে ব্যবহার করে থাকেন। ব্যক্তিগত কাজে কেউ ব্যবহার করলে নিয়মানুযায়ী তাকে সে খরচ কেন্দ্রীয় বায়তুলমালে পরিশোধ করতে হয়। এ ব্যাপারে জনাব খান হলেন একজন 'অনুসরণীয় মডেল'। তিনি ব্যক্তিগত কাজে গাড়ী ব্যবহার করতেন না বলা চলে। এরপরেও কদাচিৎ গাড়ী ব্যবহার করলে হিসাব নিকাশ করে সে

www.pathagar.com

বিল দিয়ে দিতেন। ব্যক্তিগত টেলিফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি মাস শেষে তার হিসাবটা বুঝিয়ে দিতেন।

কেন্দ্রীয় অফিসের দায়িত্বে থাকার কারণে এ সকল চিত্র আমার কাছে বড়ই পরিষ্কার। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল। তার স্ত্রী সুদীর্ঘ কয়েক বছর প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। এরপরেও জনাব খান নির্বিঘ্নে তার দায়িত্ব পালন করেছেন, নিয়মিত কাজ করেছেন। তাকে দেখে বুঝাই যেতো না যে তার স্ত্রী দীর্ঘদিন থেকে শয্যাশায়ী।

তিনি প্রতি মাসেই বাড়ী যেতেন। শুনেছি শয্যাশায়ী স্ত্রীর কাছে চেয়ার নিয়ে বসতেন। সালাম দিয়ে তার কাছে হাত বাড়িয়ে দিতেন নিরবে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখতেন।

তার স্ত্রীর ইন্তেকালের পর আমাদের সামনে একদিন বলছিলেন যে, তার মেয়ে এবং নাতী-নাতনীরা যখন কাঁদছিলো আমি তখন বলছিলাম 'আমি যার সাথে ৫৫ বছর কাটালাম তার বিদায় আমি সহ্য করে চলেছি তোরা কাঁদছিস কেন?' এমনি ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু ছিলেন মরহুম খান সাহেব।

১৯৯২ সালের রুকন সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান

১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলন তিনিই ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসাবে উদ্বোধন করেছিলেন, মূল বক্তব্য দিয়েছিলেন এবং সমাপনী ভাষণ দিয়েছিলেন। মুহতারাম আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম ছিলেন তখন কারার অন্তরালে। উল্লেখ্য যে মুহতারাম খান সাহেবও ছিলেন ভীষণ অসুস্থ। এর পরেও তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা ইসলামী আন্দোলনের রুকন, কর্মীদেরকে নবজীবনে উদ্দীপ্ত করেছিল। তিনি সর্বশেষ কথা বলেছিলেন, 'আমি যে কি বললাম জানিনা, আল্লাহ পাক আমাকে দিয়ে যা বলালেন- বললাম। এসব যদি আল্লাহর মনঃপুত কথা হয় তাহলে প্রতিটি দিলে গেঁথে রাখার এবং সেভাবে সারা জীবন আমল করার তৌফিক আল্লাহ তায়ালা দান করুন, আমীন।'

উদ্বোধনী ভাষণে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন-

"আমরা বিশ্বাস করি ইসলামী আন্দোলনের পথ কোনদিন কুসুমাস্তীর্ণ হয় না। বরঞ্চ এ যে ভয়ানক বন্ধুর, কন্টকাকীর্ণ ও বিপদ-সংকুল, তা ভালো করে জেনে বুঝেই আমরা এ পথে পা বাড়িয়েছি এবং পেছনে আমাদের নৌকা জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছি যাতে পেছনে ফেরার কোন উপায় না থাকে। আল্লাহর পিয়ারা নবীগণও এমন পথেই চলেছেন। তাঁরাও পদে পদে অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁরা নানানভাবে নির্যাতিত ও

www.pathagar.com

নিষ্পেষিত হয়েছেন, আপন জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, কারাগারে অথবা পাহাড়ের গুহায় বছরের পর বছর বন্দী জীবন যাপন করেছেন। তাঁদের অনেককে খোদাদ্রোহী শক্তি নির্মমভাবে হত্যা করেছে, জীবন্ত প্রোথিত করেছে। এতদসত্ত্বেও নবীগণের ইসলামী আন্দোলনেরই জয় হয়েছে। খোদাদ্রোহীরা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। রাব্বুল আলামীনের এটাই শাশ্বত বিধান।

আল্লাহতায়ালার প্রেরিত জলিলুল কদর- বা মহাসম্মানিত নবীগণ যে আন্দোলন করেছিলেন তা ছিল ইকামতে দ্বীনের আন্দোলন- পরিপূর্ণ দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে সকল বাতিল খোদা ও শক্তির দাসত্ব-আনুগত্য উচ্ছেদ করে একমাত্র রাব্বুল আলামীনের বন্দেগী ও দাসত্ব আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করা। জামায়াতে ইসলামী সে আন্দোলনই করছে। আর আমরাও যখন সে আন্দোলনই করছি যা নবীগণ করেছিলেন, তখন তারা যেসব অগ্নি পরীক্ষা ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার থেকে আমরা নিরাপদ থাকব কি করে?"

"ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামী চেতনা ও চরিত্র সত্যিকার দেশপ্রেম সৃষ্টি করতে পারে এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। আজ সময়ের সবচেয়ে বড় দাবী জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করা। জামায়াতে ইসলামীর গোটা জনশক্তির কাছে এবং সকল মুসলমানের কাছে আমার আকুল আবেদন- ঘরে ঘরে ইসলামের বিশ্বজনীন দাওয়াত পেশ করার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলুন। এক নতুন শক্তিশালী মুসলিম জাতিসত্ত্বা গড়ে তুলুন। তাহলেই সকল বিদেশী আধিপত্যবাদী শক্তির সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে একটি সুখী, সুন্দর ও স্বাধীন বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে।"

সমাজের বিরাজমান অবস্থার চিত্র তুলে ধরে সমাজ পরিবর্তনের জন্য নবী করিম (সাঃ) যে ভাবে কাজ করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ

"সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে এক বার লক্ষ্য করুন। ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ, ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে বিরাট সংখ্যক লোকের যে নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। চুরি-ডাকাতি, হত্যা, ব্যভিচার, সর্বস্তরে দুর্নীতি, একে অপরের প্রতি আস্থাহীনতা, ব্যাপক লুটতরাজ, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ ও অপচয়, অন্যায়, অবিচার প্রভৃতির কারণে সমাজ দেহে যে পচন ধরেছে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তার নিরাময় হতে পারে কি? খোদাদ্রোহী জড়বাদী সভ্যতা ও জীবন দর্শনত পাপাচার-অনাচারের জন্মদাতা। এ সভ্যতা ও জীবন দর্শনের অনুসারী যারা, তারা ব্যাধিগ্রস্ত। সমাজের সুস্থতা তারা ফিরিয়ে আনবে কি করে? আমাদের সমাজদেহে যেসব ব্যাধির প্রকোপ ঘটেছে, ইসলামী আদর্শ ও নীতি-নৈতিকতা ছাড়া তার কোন প্রতিকার-প্রতিবিধান আমাদের সমাজপতি, বুদ্ধিজীবী ও শাসকগোষ্ঠীর কাছে আছে কি?

www.pathagar.com

নেই, থাকতে পারে না। বরঞ্চ ইসলামের অভাবই এসব ব্যাধি সমাজ জীবনকে জর্জরিত করে এবং এক সময়ে গোটা জাতিকেই ধ্বংস করে। ইতিহাসই তার সাক্ষী। অন্য কোন উপায়ে এসব ব্যাধি নিরাময় করা সম্ভব হলে নবী আগমনের কোন প্রয়োজন হতো না।

এসব চিন্তা করে জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্রোড়ে লালিত-পালিত অনেক চিন্তাশীল সুধীও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে সুস্থ সমাজ গঠনের কোন কলা-কৌশল পাশ্চাত্যের কাছেও নেই।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) আগমনও ছিল একটা সমাজ বিপ্লব বা সমাজ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে। মানুষের মনগড়া সমাজ ব্যবস্থা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা-চেতনা, নীতি-নৈতিকতা, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও লাভ-লোকসানের মানদন্ড- এসব কিছু পরিবর্তন করে ইসলামী আদর্শ, জীবন দর্শন ও নীতিমালার ভিত্তিতে নতুন করে সমাজ গড়েছেন। তার পরিবর্তন ছিল মন্দ থেকে ভালোর দিকে। মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তির দিকে, দুঃখদারিদ্র্য থেকে সুখশান্তি ও স্বাচ্ছন্দের দিকে। অধঃপতন থেকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে। ইতরামি, নোংরামি ও অশ্লীলতা, অভদ্রতা থেকে ভদ্রতা ও রুচিশীলতার দিকে। জুলুম, অবিচার ও নিষ্ঠুরতা থেকে সুবিচার, দয়া-দাক্ষিণ্য ও স্নেহ-মমতার দিকে। ভোগ থেকে ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ সমাজ সেবার দিকে। এমনি এক সার্বিক সমাজ বিপ্লব ও সমাজ পরিবর্তন তিনি করেছিলেন। নবী করীমের (সাঃ) সমাজ বিপ্লব ও সমাজ পরিবর্তনের জন্যে ছিল বিশেষ দাওয়াত, কর্মসূচী ও কর্মনীতি। এ কাজের জন্যে প্রাথমিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি একটি চরিত্রবান কর্মীবাহিনী গঠনের প্রতি। এ চরিত্রবান কর্মী বাহিনীই ইসলামী সমাজ বিপ্লবের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সফল বিপ্লব সাধন করে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নবী করীমের (সাঃ) দাওয়াত, কর্মসূচী ও কর্মনীতি অনুসরণ করেই ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। নবীর রেখে যাওয়া কাজের যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল উম্মতে মুসলিমার উপরে, জামায়াতে ইসলামী সে দায়িত্বই কাঁধে নিয়েছে। এটা কোন সহজসাধ্য কাজ নয়। এ কাজের জন্যে যে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, যে যোগ্যতা ও গুণাবলীর প্রয়োজন তা শক্তি সামর্থ অনুযায়ী অর্জনের প্রয়োজনেই জামায়াতে ইসলামী জ্ঞান ও চারিত্রিক মানের ভিত্তিতে লোক তৈরী করছে। উদ্দেশ্য, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাওয়া। কুরআন পাকের পাতায় পাতায় বার বার এ কাজকেই বলা হয়েছে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ- আল্লাহর পথে জিহাদ।"

www.pathagar.com

তিনি সমবেত হাজার হাজার রুকনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ঃ

"আপনারা অবশ্যই উপলব্ধি করেন যে, আমরা এক অতি দুর্লংঘ পথে যাত্রা করেছি। আমাদের কাজ সমাজের কোন আংশিক সংস্কার সংশোধন নয়, বরঞ্চ একটি পূর্ণাংগ বিপ্লব। বাতিল ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে পূর্ণাংগ ইসলামী বিপ্লব করার সংগ্রাম করতে গেলে, যারা এ বাতিল ব্যবস্থার ধারক ও বাহক এবং এ ব্যবস্থার সাথে যাদের স্বার্থ জড়িত, তারা কি আমাদেরকে বরদাশত করতে পারে? ইসলামের পথ যারা রুদ্ধ করতে চায় তারা আমাদের বিরুদ্ধে নানান কল্পিত অভিযোগ রচনা করে আমাদেরকে লোকচক্ষে হেয় করতে অবশ্যই চাইবে। আমাদের উপর সশস্ত্র হামলাও করবে। আর এটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। যার সাক্ষ্য দিচ্ছে সাম্প্রতিককালের কিছু ঘটনা যার কিঞ্চিৎ ইংগিত আগে কিছুটা দিয়েছি। আল্লাহর নবীগণ এ ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। এ পথে এসব অগ্নি পরীক্ষা আসবেই। কুরআন পাকেও এ কথা সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে।

এখানে একটি কথা বলে রাখতে চাই। বিদেশী আধিপত্যবাদী শক্তি এবং তাদের এ দেশীয় সেবাদাসরা একমাত্র জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরকে তাদের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক মনে করে। তাই তারা এ দুটি সংগঠনের নেতা কর্মীদের নির্মূল অভিযান শুরু করেছে। তাদের হাতে এ যাবত প্রায় ষাটজন ইসলামী ছাত্রশিবির ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা ও কর্মী শাহাদাত বরণ করেছেন। এতো সংখ্যক লোকের শাহাদাতকে অনেকেই জামায়াতে ইসলামী বা ইসলামী আন্দোলনের পরাজয় বলে অভিহিত করতে চান। অবশ্যি বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগী ও দৃষ্টিকোণ থেকে জয় পরাজয়ের যে মানদন্ড তাতে তারা ঠিকই বলছেন। কিন্তু ইসলামের শাশ্বত নীতি ও দৃষ্টিকোণ থেকে জয় পরাজয়ের মানদন্ড ভিন্নতর। কুরআন পাকের সূরায়ে ইয়াসীনে এক আল্লাহর বান্দার শাহাদাতের উল্লেখ আছে। শুধুমাত্র আল্লাহর বন্দেগীর দাওয়াত দেওয়ার অপরাধে তার আপন জাতির লোক তাঁকে হত্যা করে। পার্থিব জীবনের সীমান্ত অতিক্রম করার সাথে সাথেই তাঁকে বলা হয় "বেহেশতে প্রবেশ কর। (অতঃপর বেহেশতে প্রবেশকারী) সে ব্যক্তি বলেন, আমার প্রভূ আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন হায়রে আমার জাতি যদি তা জানতে পারতো।" (সূরা ইয়াসীন ঃ ২৬-২৭)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন, এবং যে ব্যক্তি কোন মুমেনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তার পরিণাম হয় জাহান্নাম। সেখানে তাকে থাকতে হবে চিরকাল। আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হন, তার উপর অভিশম্পাত করেন এবং তার জন্যে নির্ধারিত করেন কঠোর শাস্তি। (সূরা নিসা ঃ ৯৩)

www.pathagar.com

উপরের আয়াত দুটোতে আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তির এবং তাকে হত্যাকারীর পরিণাম বলে দেয়া হয়েছে- একজনের চিরন্তন জান্নাত লাভ এবং অপরজনের চিরন্তন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ। জয় এবং পরাজয় কোন্‌টি তা একটি সুস্থ বিবেক বলে দিতে পারে। অবশ্যি যে বা যারা খোদা এবং আখেরাতের প্রতি সঠিক অর্থে বিশ্বাস পোষণ করে না, তাদের কথা আলাদা।

ইসলামের পথে যাঁরা চলেন তাঁদের পরাজয় বলে কোন কিছু নেই। খোদার পথে শাহাদাত তো একজন মুমেনকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করে। ইসলাম থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সত্যিকার পরাজয় তো তাদের।

আজ দুনিয়ার সর্বত্রই ইসলামের প্রতি মানুষের বিপুল আগ্রহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। হবারই কথা, কারণ এ যে বিশ্বজনীন মতবাদ ও আদর্শ। মানব স্বভাব প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ সংগতিশীল। ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোতে আজ ইসলামের গুঞ্জরণ শুনা যাচ্ছে।

সমাজতন্ত্রের শ্লোগান ছিল একটি বিরাট প্রতারণা মাত্র। সেসব দেশের মানুষের নেশা ভেঙে যায় এবং সমাজতন্ত্র তার লালনাগারেই অপমৃত্যু বরণ করেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও দর্শনের প্রাসাদও মাকড়সার জালের মতো ছিন্ন ভিন্ন হতে চলেছে। এখন মানব জাতির মুক্তির একই পথ ইসলাম- যা বিশ্ব স্রষ্টা মানব জাতির জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন। সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে ইসলামের মূল কথা- আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন।"

"আমাদের লক্ষ্য যেহেতু সমাজের সর্বস্তরে সৎ ও চরিত্রবান লোকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, সে জন্যে প্রথমে আমাদের প্রত্যেককে সৎ ও চরিত্রবান হতে হবে। আমাদের সততা, তাকওয়া, আমানতদারী ও দিয়ানতদারী, কথাবার্তা, লেন-দেন, আচার-আচরণ, জীবন যাপন-প্রণালী সেই মানেরই হতে হবে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন। সেই সাথে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে। হৃদয়গ্রাহী ও দরদভরা ভাষায় দাওয়াত পেশ করতে হবে। আমাদের কাজ তো শুধু দাওয়াত পেশ করা, ফলাফল আল্লাহর হাতে। তবে আমাদের যদি ইখলাস ও নিষ্ঠা থাকে, আমাদের চরিত্র যদি মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে, তাহলে আমাদের দাওয়াত বিফলে যাবার কথা নয়।

আল্লাহ বলেন, হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমার প্রভুর পথে আহ্বান জানাও।

আমাদের দাওয়াত এ খোদায়ী নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে। আমাদের ভাষা হবে মার্জিত। মন্দের জবাব দিতে হবে ভালোর মাধ্যমে। সত্যি সত্যিই যে আমরা মন্দের

www.pathagar.com

স্থলে ভালো প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, একথা শুধু মুখে নয়, নিজের কাজ ও প্রকাশ ভংগীর দ্বারা প্রমাণ করতে হবে। এরপর বিশ্বাস করুন, ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমত আমাদের সাথী হবে এবং যতোটা কাজ আমরা নিজেরা করব তার চাইতে অনেক বেশী কাজ আল্লাহর ফেরেশতাগণ আমাদের সহযোগী হয়ে সম্পন্ন করবেন।"

জনাব আব্বাস আলী খান উক্ত সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ "ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাংখিত মান" পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে কিভাবে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ কাংখিত মানে পৌছতে পারে তার প্রক্রিয়াগুলো তুলে ধরেন।

"যে কোন একটি বিপ্লবী দলের- তা ইসলামী হোক অথবা ইসলাম বিরোধী- তার কর্মীবাহিনীর সদস্যদের মান অবশ্যই হতে হবে উচ্চস্তরের।

এ সব আন্দোলন বা দলের কর্মীদের দু'ধরনের মান অপরিহার্য হয়ে থাকে।

একটি ইসলামী বিপ্লবী দলের কর্মীদেরও এ ধরনের মান অপরিহার্য। তবে সেই সাথে আর এক ধরনের মান অধিকতর অপরিহার্য। তাহলো ইসলামী আদর্শিক মান, ইসলামী চিন্তা-চেতনার মান, ঈমান, আমল ও চারিত্রিক মান। যে মান আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয়, যে মান কুরআন পাক তৈরী করতে চায়, যে মান তৈরী করেন নবী করীম (সঃ) সাহাবা কিরামের। এক ব্যক্তি বহু ডিগ্রিধারী পণ্ডিত হতে পারেন, বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী হতে পারেন, একজন অনলবর্ষী বক্তা হতে পারেন, কুরআন-হাদীসে পারদর্শী হতে পারেন, নানাবিধ সাংগঠনিক যোগ্যতার অধিকারী হতে পারেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে যদি তাকওয়া ভিত্তিক গুণাবলীর অভাব থাকে, প্রতিটি কথা ও কাজের মধ্যে যদি ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন পরিলক্ষিত না হয়, তিনি যদি নিজেকে ইসলামের মূর্ত প্রতীক বানাতে অপরাগ হন, তাহলে প্রথম ধরনের মান ইসলামী বিপ্লবের জন্যে অর্থহীন হয়ে পড়ে।"

"আমাদের আলোচনা কর্মীদের কাংখিত মান নিয়ে। এ মান কাকে বলে এবং কী হতে পারে? এর জবাব তো একটাই। তাহলো এই যে, যে মান আল্লাহ তায়ালার ঈপ্সিত, যে মান তিনি পছন্দ করেন, যে মানে তিনি সন্তুষ্ট হন। যার ফলে বান্দাহর সকল গোনাহ মাফ করে দেন এবং আখিরাতে পুরস্কার স্বরূপ তাকে জান্নাত দান করেন। এ মানের কথা স্বয়ং তিনি কুরআনে ঘোষণা করেছেন-

"যারা (সত্যিকার অর্থে আল্লাহর উপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তারা নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম সৃষ্টি। তাদের প্রতিদান হচ্ছে এই যে, তাদের খোদার কাছে তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ। সেগুলোর তলদেশ থেকে প্রবহমান হতে থাকবে ঝর্ণাধারা। তারা এর মধ্যে বসবাস করতে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট

www.pathagar.com

হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আর এসব কিছু তার জন্যে, যে (প্রতি মুহূর্তে) খোদাকে ভয় করে চলেছে।" (সূরা বাইয়েনাহ ঃ ৭-৮)

১৯৯২ রুকন সম্মেলনে সমাপনী ভাষণের কিছু কথা

সমাপনী ভাষণে তিনি বলেন ঃ

"আমরা তিনদিন এখানে কাটাবার পর আজ ইনশাআল্লাহ বিদায় নেব। বিদায়ের আগে ভেবে দেখতে হবে যে, আমরা কি নিয়ে ফিরে যাচ্ছি-। আমরা কোন্ রূহানী সওগাত নিয়ে বাড়ি ফিরব? আপনারা এতো কষ্ট করে, এতো অর্থ ব্যয় করে ঢাকায় কোন আনন্দমেলা দেখতে আসেন নি। কোন বিলাস ভ্রমণেও আসেননি। বরঞ্চ আপনারা এসেছেন জিহাদের ময়দানে। এ ময়দানের কি প্রয়োজন, এ ময়দানের কি চাহিদা, এর জন্যে কতোখানি জযবার প্রয়োজন, কতটা প্রেরণার প্রয়োজন, কোন্ যোগ্যতা, গুণাবলী ও মান অর্জনের প্রয়োজন- এসব জানার জন্যে, এসব শেখার জন্যেই ত আপনারা এসেছেন। রূহানী যে সওগাতের কথা বল্লাম আসলে রূহানীয়াত বলে একটি বস্তু আছে- যেটা বর্তমান কালের আহলে তাসাউফের মধ্যে প্রচলিত। সেটাত এক ভিন্ন জিনিস। আমি সে রূহানীয়াতের কথা বলছি না। আমি বলছি হাকিকী রূহানিয়াতের কথা। তাহলো এই যে, রূহের খোরাক হচ্ছে আল্লাহর যিকির। যার দ্বারা দেলে তাক্ওয়া পয়দা হয়। এ তাক্ওয়াই আবার দেলের মধ্যে খোদাপ্রেম সৃষ্টি করে। খোদার জন্যে প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টি হলেই তাঁর জন্যে অকাতরে জানমাল কুরবান করার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। মানুষের মধ্যেই দেখুন। পিতা সন্তানকে ভালোবাসে। তাকে সুখে রাখার জন্যে পিতা জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। তেমনি সন্তান পিতা-মাতাকে ভালোবাসে তাদের জন্যে অশেষ দুঃখকষ্ট স্বীকার করতে এবং জীবন দিতে আনন্দ পায়। আবার দেখুন, অনেক লোক তাদের রাজনৈতিক নেতাকে এতোটা ভালোবাসে যে তার জন্যে জানপ্রাণ দিতেও প্রস্তুত হয়। আর যিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন- সারা জাহানের মালিক, তাঁর প্রতি যদি আমাদের গভীর প্রেম, ভালোবাসা ও ইশ্ক পয়দা হয়, তাহলে তাঁর জন্যেই ত সব কিছু-জানমাল ও সকল প্রিয় বস্তু কুরবানী করতে এতোটুকু দ্বিধা হবার কথা নয়। এই যা কিছু বল্লাম- আল্লাহর যিকির, তাক্ওয়া, আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসা, তাঁর জন্যে জীবন বিলিয়ে দেয়া-রূহের এ ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই হলো হাকীকী রূহানিয়াত। আর এ সবের জযবাই হলো রূহানী সওগাত। আশা করি আমরা সকলেই নারী ও পুরুষ যেন এ রূহানী সওগাত নিয়ে ঘরে ফিরে

www.pathagar.com

যেতে পারি, যা হবে আমাদের আগামী দিনের আল্লাহর পথে চলার পাথেয়। যা আল্লাহর পথে আমাদেরকে অবিচল রাখবে।

তারপর আমার গতকালের বক্তব্যে যেমন বলেছিলাম যে, হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ) বালাকোটে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনকে তিনি আমানত হিসাবে রেখে গেলেন উপমহাদেশের উলামা সমাজের কাছে। তেমনি আমি মনে করি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহমাতুল্লাহ আলাইহি, যাঁর লেখা, যাঁর সাহিত্য, ইসলামকে নতুন করে তার আসল রূপে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তা পরিবেশন করার তাঁর যোগ্যতা ও ক্ষমতা যা আমাদেরকে জিহাদের ময়দানে টেনে এনেছে- সেই মাওলানা মরহুম- যারা জামায়াতে ইসলামী করে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উপায়ে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে ইসলামী আন্দোলন করে তাদের সকলের কাছে জামায়াতে ইসলামী তথা ইসলামী আন্দোলনকে আমানত স্বরূপ রেখে গেছেন। এ আমানতের হক আমাদের আদায় করতে হব। এ আমানতের খিয়ানত যেন আমরা না করি। আমরা যেন সঠিকভাবে তাঁর বলে দেয়া পথে অর্থাৎ খোদা ও তাঁর রসূলের বলে দেয়া নির্দিষ্ট পথে- তিনি যে কর্মসূচী ও কর্মপন্থা বলে দিয়েছেন তা অনুসরণ করে যেন নিজের জানমাল কুরবান করার জন্যে তৈরী হয়ে যাই। আমাদের আমল আখলাকে যদি আল্লাহ খুশী হয়ে যান এবং তিনি যদি মনে করেন যে, হ্যাঁ, এমন একটি দল তৈরী হয়েছে যাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে এবং সামান্যতম ক্ষমতার অপব্যবহারও তারা করবে না। আমানতদারী ও দিয়ানতদারী তারা করবে, তাহলে ইসলামী বিপ্লব কেউ রুখতে পারবে না।"

"এটাতো তখনই হতে পারে যখন আপনার আমার নফ্স আল্লাহর ফরমাবরদার ও অনুগত হবে এবং নামাযে সাহায্য করবে। মনটাকে নামায থেকে টেনে টেনে কোথাও নেবে না। এজন্যে নফসের মুজাহাদা সর্ব প্রথম দরকার। যে গুণগুলি আল্লাহ তাআলা চান, তা পয়দা করার জন্যে নফসের মুজাহাদা দরকার। তা না হলে আমাদের নামায ঠিক নামাযের মতো হবে না- আর নামায যদি নামাযের মতো না হলো ত এমন আর কি ইবাদত আছে যার মাধ্যমে আমরা নাজাত পেতে পারি? কেউ বলতে পারেন- আমরা ইসলামী আন্দোলন করছি। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছি। তার জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত আছি। নামায সেরকম নাইবা হলো, এতেই ত আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেবেন। কিন্তু একথা তো হাদীসেও আছে যে- আখেরাতে প্রথম পরীক্ষা আপনার আমার যেটা হবে- তা নামাযের পরীক্ষা। একথা কি ঠিক নয়? এ প্রথম পরীক্ষায় যদি পাশ করি তারপর পরবর্তী পরীক্ষা 'তুমি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে

www.pathagar.com

কতখানি চেষ্টা করেছ- এ প্রশ্ন আসবে। প্রথম পরীক্ষায় পাশ করলেই ত পরবর্তী পরীক্ষা সহজ হবে। কিন্তু প্রথম পরীক্ষায় যদি আমরা ফেইল করি তাহলে কি গতিটা হবে।

অতএব এ জন্যে আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে। এজন্যে কঠোর পরিশ্রম আমাদের করতে হবে।

তারপর দেখুন, আমরা ৫ ওয়াক্ত নামায পড়ি। ফরয ও সুন্নাত যদি একত্রে ধরা হয়- ফজরের চার রাকাআত, যোহরের দশ, আসরের চার, মাগরিবের পাঁচ এবং এশার বেতেরসহ (বেতেরকে কেউ সুন্নাত বলেছেন- আমাদের হানাফী মতে ওয়াজিব) নয় রাকাআত। একুনে বত্রিশ রাকাআত। বত্রিশ রাকাআত নামায চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে। এই বত্রিশ রাকাআত নামাযের জন্যে যদি প্রয়োজন হয় একটি ঘন্টার- একেবারে খুশু ও খুযু- একাগ্রতা, বিনয় ও নম্রতাসহ, কাওমা, জলসা, তা'দিলে আরকান ঠিকমত আদায় করে, প্রতিটি শব্দেরই অর্থের দিকে খেয়াল করে যদি পুরোপুরি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে একটি ঘন্টা ব্যয় করতে পারি, তাহলেই ত কামিয়াব হয়ে যাচ্ছি। আর তা যদি না পারি, এ একটি ঘন্টা যদি আমাদের নফ্সকে আমরা বশ করতে না পারি, নফ্সকে যদি আমরা নামাযে হাযির করতে না পারি, তাহলে সবই বৃথা গেল। তারপর সিজদায় গিয়ে যখন আমরা অনুভব করব যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ হচ্ছে এবং আল্লাহর নৈকট্যের একটা স্বাদও উপভোগ করছি- তখন ত সিজদা থেকে মাথা উঠতেই চাইবে না। এটা তখনই হতে পারে যখন আমাদের নফ্স আল্লাহর অনুগত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ সব হাসিলের তাওফীক দান করুন।

এরপর আমরা বলে থাকি যে, আমাদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর রেযামন্দি হাসিল করা, সন্তুষ্টি অর্জন করা। অর্থাৎ আখেরাতে তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল ও নাজাত লাভের জন্যে দুনিয়াতে তাঁর হুকুম পালন আমরা করছি, তাঁর দীন গালিব করার বিজয়ী করার চেষ্টা আমরা করছি। এসব Means, not end আসল লক্ষ্য কিন্তু আল্লাহর রেযামন্দি, তাঁর খোশ্নুদি- তাঁর সন্তুষ্টি। এর জন্যে ইখলাসের প্রয়োজন। লিল্লাহিয়াতের প্রয়োজন। এর মানে হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সামান্যতম আর কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই। আল্লাহ তাআলা যখন বলেছেন-

"পরিপূর্ণভাবে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। (সূরা বাকারা- ২০৮)

তখন পুরোপুরিই মুসলমান হতে হবে। ষোল আনা মুসলমান হতে হবে। পৌনে ষোলআনা মুসলমান হওয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না। ঠিক তেমনি আল্লাহ তাআলা আপনার আমার কাছে পুরোপুরি ইখলাস চান। ১০০% ইখলাস চান। ৯৯% ইখলাস

www.pathagar.com

আছে এবং তার সাথে ১% দুনিয়াবী স্বার্থ আছে তাহলে এই ৯৯% ইখলাস আল্লাহর কাছে একেবারে অগ্রহণযোগ্য- রিজেকটেড মাল।"

১৫ই জুলাই ১৯৯৯ সিরাজগঞ্জ জেলায় উল্লাপাড়া কর্মী সম্মেলনে সর্বশেষ ভাষণ

১৯৯৯ সালের ১৫ জুলাই উল্লাপাড়ায় অসুস্থ শরীর নিয়ে জনাব আব্বাস আলী খান তার জীবনের শেষ জামায়াত কর্মী সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলেন। ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি জনাব রফিকুল ইসলাম খান আমাকে বলেছেন যে, তার এই ভাষণ ছিল অভূতপূর্ব।

ইসলামী আন্দোলনের সবটুকু অভিজ্ঞতা, সবটুকু পুঁজি যেন তিনি কর্মীদেরকে উজাড় করে দিয়ে গেছেন। জামায়াত প্রতিষ্ঠার পটভূমি, এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ও আমাদের করণীয়, মরহুম মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা সবকিছু তিনি অন্তর থেকে নিংড়িয়ে ঢেলে দেবার চেষ্টা করেছেন। তার মন তার অজান্তেই হয়তোবা জানতো যে এটাই তার শেষ ভাষণ। এতকিছু বলার পরও তিনি রফিকুল ইসলাম খানকে বলেছিলেন যে আরো কয়েকটি কথা বলার ছিল কিন্তু সে কথা আর বলা হয়নি।

'আল্লাহর দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালীন মুক্তিই হলো মু'মিন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।' মরহুম আব্বাস আলী খানের ভাষণের নির্যাস ছিল এটাই।

কেউ কেউ বলেন তার কাছে ইলহাম হতো।

তাইতো আজ দেখি সুদীর্ঘ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী সম্মেলনে জীবনের শেষ ভাষণে মরহুম জনাব আব্বাস আলী খানের অন্তরের সবটুকু 'সঞ্চিত ধন' ধ্যান, ধারণা ও অভিজ্ঞতা বর্তমান এবং অনাগত কালের ইসলামী আন্দোলনের কর্মী তথা মানুষের জন্য হেদায়েত স্বরূপ রেখে গেলেন।

সর্বশেষ লেখা বই

তিনি হয়তো বুঝে নিয়েছিলেন তাঁর জীবন শেষ হয়ে আসছে। আর তাই সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য তিনি সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করে গেছেন- একটি আদর্শবাদী দলের কি করে মৃত্যু ঘটে, আর তা থেকে বাঁচার উপায়ই বা কি? বর্তমান ভবিষ্যত অনাগত কালের নেতৃত্ব, রুকন, কর্মী ও শুভাকাংখী এবং সমর্থক সকল পর্যায়ের জনশক্তির এখানে রয়েছে বাস্তব দিক নির্দেশনা, যা বীকন লাইটের ন্যায় জীবন্ত হয়ে আহ্বান জানাচ্ছে- তোমরা ভ্রান্ত পথ থেকে সরে এসো আলোর পথে- ভুল সংশোধন করে ত্রুটিমুক্ত হয়ে নিজেদেরকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় গড়ে তুল।"

www.pathagar.com

তিনি তাঁর জীবনের সর্বশেষ লেখায় এই বই এ (ডিসেম্বর ১৯৯৮) একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ ঃ তার থেকে বাঁচার উপায় ঃ এ সব কথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি সেখানে পঁচিশটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তা থেকে বাঁচার পথও তুলে ধরেছেন। আমি তার কিছুমাত্র এখানে উদ্ধৃত করছি।

"এ দলের তথা ইসলামী আন্দোলনের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তা যদি কেউ পুরোপুরি তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে নিতে না পারে, জামায়াতকে সঠিকভাবে না বুঝে কেউ যদি নিছক আবেগের বশীভূত হয়ে জামায়াতে যোগদান করে, অথবা এরূপ ধারণা নিয়ে যে জানমালের কুরবানী না করে শুধু জামায়াতভুক্ত হলেই নাজাত পাওয়া যাবে, তাহলে এসব লোক বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করে এবং তাদের দ্বারা জামায়াতের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এ ধরনের মানসিকতা বেশী ছড়িয়ে পড়লে জামায়াতের বিকৃতি ও পতনের পথ খুলে যায়। জীবনের সকল প্রকার কাজকর্মের উপরে আন্দোলনের কাজকে অগ্রাধিকার না দিয়ে ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা বৈষয়িক স্বার্থকে আন্দোলনের উপর অগ্রাধিকার দিলে আন্দোলনের প্রাণশক্তি বিনষ্ট হয় এবং তার পতন রোধ করা সুকঠিন হয়ে পড়ে।"

"দলের জনশক্তির মধ্যে নৈরাশ্য ও হতাশা সৃষ্টি হলে তা বিকৃতি ও পতনের কারণ হয়। এ হতাশার কারণও নির্ণয় করা দরকার। ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও পরিশুদ্ধ ইসলামী চিন্তার অভাবে এ হতাশার সৃষ্টি হয়। জনশক্তির মধ্যে যদি এ চিন্তার প্রাবল্য দেখা যায় যে, এতকাল যাবত আন্দোলন করা হচ্ছে, বিজয়ের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সরকার গঠন তো দূরের কথা, সংসদেও বেশী আসন পাওয়া যাচ্ছেনা। দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করা যাচ্ছেনা। জামায়াতের নীতি নির্ধারণে অবশ্যই কিছু ভুল হয়ে থাকবে। তা সংশোধন করা দরকার। এসব চিন্তার দ্বারা পরোক্ষভাবে নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করাই হয়ে থাকে। এ জামায়াতের পতনেরই পূর্বাভাস।"

"ইসলামী আন্দোলন তথা দলে যোগদান করতে হবে একেবারে নিঃস্বার্থভাবে, নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। নেতৃত্বের অভিলাষ পোষণ করে যোগদান করলে তা করা হয় ব্যক্তি স্বার্থের জন্য। এরপর দ্বীনের কোন খেদমত সম্ভব নয়। তাই কোন পদপ্রার্থী হওয়াও ইসলামে নিষিদ্ধ। জামায়াতের আভ্যন্তরীণ নির্বাচনে কেউ প্রার্থী হতে পারেনা। প্রার্থী হওয়ার প্রবণতা যদি কারো মধ্যে দেখা যায় এবং নেতা নির্বাচিত হওয়ার জন্য আকারে ইংগিতে কিছু চেষ্টা তদবীর করে অথবা তার পক্ষে গোপন প্রচারণা চালানো হয় তাহলে তাকে নেতৃত্বের অযোগ্যই মনে করা হয়। এ প্রবণতা অংকুরে বিনষ্ট করতে না পারলে চরম সাংগঠনিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা জামায়াতের বিকৃতির পথ খুলে দেয়।"

www.pathagar.com

"বস্তুবাদী মানসিকতা বা অর্থের লালসা একটি ইসলামী দলের জন্য মারাত্মক। অর্থের লালসা মানুষকে চরম নৈতিক অধঃপতনে নিমজ্জিত করে। তার কাছে কোন আমানত গচ্ছিত থাকলে তা খেয়ানত করে। বিশেষ করে আন্দোলনের দায়িত্বশীল বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎ করলে সে যেন আন্দোলনের বুকেই ছুরিকাঘাত করলো।"

"জীবনমান উন্নত করার প্রবণতা ইসলামী জামায়াতের আদর্শের পরিপন্থী। জীবনের মান (Standard) বাড়াতে হলে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে হয় এবং এর লক্ষ্য হয় আখেরাত বা খোদামুখী না হয়ে দুনিয়ামুখী হওয়া। ইসলামী আন্দোলনের পথে এ সবচেয়ে বড়ো বাধা।"

"সহজ সরল ও সাদাসিধে জীবন যাপনের পরিবর্তে বিলাসী জীবন যাপন সংগ্রামী জীবনের পথে সাংঘর্ষিক। সে জন্য তা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তার অর্থ এ নয় যে, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ছিন্ন ও তালি দেয়া পোশাক পরিধান করতে হবে এবং অতি নিম্নমানের আহার করতে হবে। জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় না করে মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। প্রথম যুগের ইসলামী মনীষীগণ দৃষ্টান্তমূলক সহজ সরল জীবন যাপন করতেন।

দেখা যায়, ভাগ্যক্রমে কোন দরিদ্রের সন্তান সরকারী চাকুরী পেলে অথবা সংসদ সদস্য কিংবা মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেলে তার জীবনের মান হঠাৎ বহুগুণে বেড়ে যায়। ফলে বিভিন্ন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। ইসলামী আন্দোলনের কোন সদস্য এ ধরনের সুযোগ পেলে তার নিজেকে ইসলামের মডেল হিসেবে পেশ করা উচিত। বর্তমান যুগেও এটা যে সম্ভব তা মালয়েশিয়ার কেলান্তান রাজ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এ রাজ্যে 'পাস' নামের ইসলামী দল কিছুকাল যাবত সরকার পরিচালনা করে আসছে।

কেলান্তান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আবদুল আজিজ একজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন। মুখ্যমন্ত্রীর জন্য সরকার থেকে নির্ধারিত রাজকীয় ভবন আছে। সেখানে অবস্থান না করে তিনি তাঁর পৈত্রিক বাড়িতে বাস করেন যা খুব নিম্নমানের এবং সেকেলে। তাঁর সিকিউরিটির কোন ব্যবস্থা নেই এবং কোন প্রটোকল মেনে চলাও হয় না। ড্রইং রুমে কোন কার্পেট ও সোফাসেট নেই। ১৯শ একানব্বইয়ের আগস্ট মাসে এখানে তার সংগে মিলিত হয়েছিলাম। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যা বেতন পান তার শতকরা ষাটভাগ রাজ্যের রাজস্বখাতে জমা দেন। বিশভাগ ইসলামী দলের বায়তুল মালে দান করেন এবং বিশভাগ নিজের জন্য ব্যয় করেন। মুখ্যমন্ত্রীর রাজকীয় ভবনে তিনি না থাকলেও আমাদের মতো মেহমানকে সেখানে থাকতে দেয়া হয়। তাঁর আচরণ ও জীবন যাপন খেলাফতে রাশেদার স্বর্ণযুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলগণ নিজেদেরকে এমন ক্ষেত্রে ইসলামের মডেল হিসেবে পেশ করতে না পারলে আন্দোলনের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।"

"ইসলামী আন্দোলনের পরম লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। এ সন্তুষ্টি লাভের প্রেরণা স্তিমিত হলে আন্দোলনের পতন ত্বরান্বিত করবে। কারণ এতে আন্দোলন একটি আত্মাহীন দেহে পরিণত হয়। অতএব এ প্রেরণা অক্ষুণ্ন রাখাই যথেষ্ট হবেনা বরঞ্চ ক্রমশ তা বাড়াতে হবে। প্রতিটি কথা ও কাজ, সকল তৎপরতা, চলাফেরা, অপরের সাথে বন্ধুত্ব বা বৈরীভাব পোষণ, লেনদেন, জীবিকা অর্জন, আন্দোলনের সকল কাজকর্ম একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা এবং এর প্রেরণা কিভাবে বর্ধিত করা যায় তার আপ্রাণ চেষ্টা করা। এ ব্যাপারে কাতর কণ্ঠে খোদার মদদ চাওয়া। খোদার সন্তুষ্টি লাভের প্রেরণা যদি দুনিয়া প্রীতিতে পরিবর্তিত হয় তাহলে আন্দোলনের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে।"

"ইসলাম বিরোধী পরিবেশ পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হলে ইসলামী দলের বিকৃতি শুরু হয়। ইসলামের বৈশিষ্ট্য প্রভাবিত করা, প্রভাবিত হওয়া নয়, স্রোতে ভেসে যাওয়া নয়, বরঞ্চ আপন স্থানে অবিচল থেকে স্রোতের বিপরীত দিকে চলার চেষ্টা করা।

বর্তমানে সর্বত্র যে ইসলাম বিরোধী পরিবেশ বিদ্যমান, তার দ্বারা প্রভাবিত হলে ইসলামের পথে অবিচল থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। এ পরিবেশ মানুষের মনস্তাত্বিক, চিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এ জাহেলিয়াতের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হলে চিন্তার অংগনে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং এমন সব চিন্তার উন্মেষ হয় যা ইসলামী চিন্তার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। অতঃপর কথাবার্তায়, আচার-আচরণে, রাজনৈতিক কর্মকান্ডে, মিটিং মিছিলে ও শ্লোগানে তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। ভাষণ দিতে গিয়ে অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা হয়। অথবা প্রতিপক্ষের প্রতি ইট পাটকেল বা বোমা নিক্ষেপ করা হয় অথবা আগ্নেয়াস্ত্রও ব্যবহার করা হয়। তখন একটি সিকিউলার দল এবং ইসলামী দলের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। একটি ইসলামী দলকে এসব কিছুর বহু উর্ধ্বে থাকতে হবে। নতুবা বিরাজমান বিষাক্ত পরিবেশের প্রভাব গ্রহণ করলে চিন্তা ও কর্মে বৈষম্য বৈসাদৃশ্য দেখা দিবে এবং তা ক্রমশ একটি আদর্শবাদী ইসলামী দলের বিকৃতি ও ভাংগনের পথ সুগম করবে।"

"আধুনিক জড়বাদী সভ্যতা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। নারী স্বাধীনতার দাবী পূরণ করতে গিয়ে তা করা হয়েছে। এর ফলে নারী কিছু আর্থিক সুযোগ সুবিধা লাভ করলেও নারীত্বের মর্যাদা বিনষ্ট করা হয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে নারীর নিজস্ব দায়িত্ব পালনের পর অতিরিক্ত পুরুষের দায়িত্বের বোঝা

www.pathagar.com

সে কাঁধে নিয়েছে। উপরন্তু তাকে পুরুষের ভোগ বিলাসের বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। সমাজের নৈতিক পরিবেশ ধ্বংস করা হয়েছে। নারী পুরুষের অবাধ মিলনের পূর্ণ সুযোগ করে দিয়ে ব্যভিচারকে অপরাধ নয়, বরং চিত্ত বিনোদন মনে করা হয়েছে। বিবাহকে একটা হীন প্রাচীন প্রথা, দাম্পত্য দায়িত্ব পালনকে একটা অসহনীয় বন্ধন, সন্তান জন্মদান ও বংশবৃদ্ধিকে মূঢ়তা, স্বামীর আনুগত্য এক প্রকার দাসত্ব, স্ত্রী হওয়াকে একটা বিপদ এবং প্রেমিক প্রেমিকা সাজা একটা কাল্পনিক স্বর্গ মনে করা হয়েছে।

নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার বিষময় পরিণাম বিশ্বের সর্বত্রই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে পারিবারিক ব্যবস্থা ও মানসিক শান্তি বিনষ্ট করা হয়েছে। তথাকথিত নারী স্বাধীনতার আকর্ষণীয় শ্লোগান মুসলমানদেরকেও প্রভাবিত করছে।

পরিতাপের বিষয় ইসলামী দল নামে পরিচিত, মুসলিম বিশ্বের কোন কোন সংগঠন সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারীর দায়িত্ব পালন জরুরী মনে করে এবং তা করতে গিয়ে ইসলামী নীতি-নৈতিকতার সীমালংঘন করছে। যেমন নারী পুরুষের মিশ্র সমাবেশ, অফিস সেক্রেটারী যুবতী, রিসেপশনে যুবতী, সাক্ষাৎকালে নারী পুরুষে হ্যান্ডশেক প্রভৃতি।

তাদের চিন্তা চেতনা জড়বাদী চিন্তা চেতনার দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে ইসলামী আন্দোলন জাহেলিয়াত দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বস্তু নয়।

সত্যিকার ইসলামী আন্দোলন নারীপুরুষের মিশ্র সমাবেশ অথবা উভয়ের কর্মক্ষেত্র এক হওয়াকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ তা যদি কখনো হয় তা হলে তাকে ইসলামী আন্দোলন বলা যাবে না এবং তার দ্বারা ইসলামী বিপ্লব কখনো সম্ভব হবে না। এ সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ সচেতন থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই একে অপরের প্রতি এক তীব্র আকর্ষণবোধ আছে। যার ফলে পরস্পর পরস্পরকে কাছে পেতে এবং মিলিত হতে চায়। এ মিলন একমাত্র বিবাহের মাধ্যমে বৈধ করা হয়েছে। বিবাহ ব্যতীত একত্রে মিলন বহু অনাচার, পাপাচার সমাজকে জর্জরিত করছে। এ অনাচার থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র পৃথক হতে হবে। মিশ্র সমাবেশ পরিহার করতে হবে। নতুবা পাশ্চাত্যের নারী সমাজের অতি আধুনিকতার অনুকরণ করতে গিয়ে ইসলামের মৌল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ার প্রবল আশংকা রয়েছে।"

অন্তিম শয়ানে জনাব আব্বাস আলী খান

২১শে জুলাই '৯৯ কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনে বসেছি। শুরুতেই শ্রদ্ধেয় নিজামী ভাই আমাকে খোঁজ করেন। তার কাছে যেতেই তিনি আমাকে খান সাহেবের

www.pathagar.com

লেখা একটি স্লিপ দিলেন। মুহতারাম আমীরে জামায়াতের কাছে লিখা সেই স্লিপ। তিনি লিখেছেন "তার শরীর খুবই দুর্বল, দাঁড়াতে পারছেন না, গত কয়েকদিনে তার ৫ কেজি ওজন কমে গেছে।" হাসপাতালে ভর্তি হবেন, না কি করবেন তার জন্য পরামর্শ চেয়েছেন। মুহতারাম আমীরে জামায়াত এবং তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেলের পরামর্শক্রমে আমি তার বাসায় কয়েকজন সহকর্মীসহ ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, তিনি শুয়ে আছেন। তার খোঁজ খবর নিলাম- তিনি দুর্বল কণ্ঠে বললেন গত একমাস যাবত কাশি, পিঠে ব্যথা এবং খুব দুর্বলতায় ভুগছেন। কিছু জ্বরও ছিল। তবুও তিনি উল্লাপাড়াসহ বিভিন্ন প্রোগ্রাম করেছেন, জনসভায় বক্তৃতা করেছেন। বয়সের ভার, তদুপরি অসুস্থ এরপরেও ঈমানী জজবায় ইকামতে দ্বীনের কাজে তিনি একটু দুর্বলতা বোধ করেন নি। কিন্তু আজ যখন দাঁড়াতে পারছেন না তখনই কেবল বুঝতে পারছেন যে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

তার সাথে পরামর্শ করে ত্বরিৎ ইবনে সিনা হাসপাতালে পাঠাবার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করা হলো। একটি জীবন, একটি আন্দোলন, একটি ইতিহাস- জনাব আব্বাস আলী খান। আজ তিনি বিছানায় শায়িত হয়ে পড়েছেন। যিনি কখনো কোন বৈঠকে হাযির হতে বিলম্ব করেননি- তিনি আজ মজলিসে শূরার অধিবেশনে যেতে পারছেন না। অবসন্ন ক্লান্ত দেহে আজ বিছানায় শায়িত।

উল্লেখ্য, তিনি দুর্বল হলেও কথা বলতে পারতেন। হাসপাতালে ভর্তির পর বিভিন্ন পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা হলো। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের রিপোর্ট পাওয়া গেল। কিন্তু তার রোগের কথা শুনে সকলেই আঁতকে উঠলেন। "তার লিভার সিরোসিস হয়েছে।" কেউ এ রোগ থেকে সাধারণতঃ ভাল হয়ে উঠে না। মাত্র কিছুদিন আগে এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে ইসলামী আন্দোলনের আরেকজন নিষ্ঠাবান নেতা জনাব আবদুল গাফফার ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জনাব খান সাহেবেরও এ রোগ ধরা পড়েছে- একথা যেন মন মানতেই চায়না। যে মহান ব্যক্তিটিকে আমি টন টনে গলায় কথা বলতে শুনেছি, যে নুরানী চেহারার বুজুর্গ ব্যক্তিটিকে আমি স্মার্ট হাঁটতে দেখেছি, সিঁড়ি বেয়ে ৪ তলায় উঠতে দেখেছি, যার মনোমুগ্ধকর তেলাওয়াত শুনে শুনে মুক্তাদি হিসেবে পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছি, যাকে দেখেছি হাস্যোজ্জল তার বিমর্ষ মলিন চেহারা শায়িত অবস্থায় দেখে মন বেদনায় ভরে উঠলো।

নির্বাহী পরিষদের জরুরী বৈঠক ডাকা হলো এবং জনাব খান সাহেবের যথাযথ চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো।

মুহতারাম আমীরে জামায়াত সব সময় তার চিকিৎসার খোঁজ খবর নিতেন এবং নিজে তাকে মাঝে মধ্যেই দেখতে যেতে থাকলেন। নেতৃবৃন্দ যাকে যেখানে পেলাম বললাম-

www.pathagar.com

খান সাহেবকে দেখে আসবেন। এরই মাঝে ইসলামিক ফোরাম ইউরোপের আমন্ত্রণে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ভাই ও আমি বিদেশে চলে গেলাম। যাবার আগে হাসপাতালে গিয়ে আমরা দোয়া করলাম এবং তার দোয়া নিলাম- এ পর্যায়ে মাফও চাইলাম। মাফ চাওয়া শব্দটি অধ্যাপক মুজিব ভাই মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেই বক্ষটা দুরু দুরু করে কেঁপে উঠলো। মাফ চাওয়ার মাধ্যমে আমরা কি এটাই বলছি যে, তিনি আর বাঁচবেন না। এটাই কি আমাদের শেষ দেখা। তিনি কি বুঝেছেন জানি না তবে তিনি ছিলেন নিরুত্তর, নীরব, নিস্তব্ধ।

৩৭ দিন বিদেশ সফর শেষ করে দেশে ফিরে এসে আবার তাকে দেখতে গেলাম। বিদেশে থাকা অবস্থাতেও তার খবর নিয়েছি। তিনি কখনো একটু ভাল কখনো খারাপ- এরকম খবরই পেতাম। তার যে অসুখ অর্থাৎ 'লিভার সিরোসিস-এর অবস্থা এরকমই হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যে, একটু ভাল হওয়ার পর হাসপাতাল থেকে তাকে বাসায় আনা হয়েছিল এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে বাসাতেই চিকিৎসা চলছিল। তাকে দেখে মনটা আমার ভীষণ খারাপ হয়ে গেল- এত সুন্দর মানুষটি শুকিয়ে গেছেন, হাত পা নাড়াতে পারেননা। মুখ দিয়ে কথা বলতে গেলে জড়িয়ে যায়, পরিষ্কার কথা বুঝা যায় না। এক তরফা কথা বললাম, তিনি শুধু নিরবে খুবই ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে দিলেন। মুসাফা করে কিছুক্ষণ বসে আবার অফিসে ফিরে এলাম।

শ্রদ্ধেয় নিজামী ভাইসহ সকলকে আবার খবর জানাতে শুরু করলাম তাকে একনজর দেখার জন্য। এক পর্যায়ে তার কথা বলার শক্তি রহিত হলো। সারাদিন শুধু চোখ বন্ধ করে রাখতেন। কেউ কাছে গিয়ে ডাকলে বুঝতেন। কিন্তু চেয়ে দেখতেন না। মনে হতো অবসন্ন ক্লান্ত দেহমন নিয়ে শুয়ে আছেন। তিনি যেন পরপারের যাত্রী। "মৃত্যু যবনিকার ওপারে" গ্রন্থের লেখক আজ নিজে ওপারের যাত্রী হয়ে পড়ে আছেন এ পারের কিনারায়।

অফিসে সকলেই আসে, সকলেই আবার চলে যায়। অফিস ঠিকমত চলছে। অথচ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসেন না, তার রুমটি বন্ধ, সিঁড়ি দিয়ে দু'তলায় উঠতেই তার রুমের দরজা আমার চোখে পড়ে। প্রতিনিয়ত তার কথা মনে হতে থাকে- তিনিতো অসুস্থ, তিনি বিছানায় শায়িত। তিনি শ্রদ্ধেয় মহান নেতা আব্বাস আলী খান।

রাতে যখন শুয়ে পড়ি তখনও তার কথা মনে হয়। অজানা অনেক ভাবনায় মন আঁতকে উঠে। সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানী আমরা যেখানেই গিয়েছি শ্রদ্ধেয় এই মহান নেতার রোগমুক্তি কামনা করে দ্বীনি ভাইদের নিয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে আবেগ ভরা মন নিয়ে একান্তভাবে দোয়া করেছি। কা'বা শরীফে তার জন্য দোয়া

www.pathagar.com

হয়েছে। সারাবিশ্বে দ্বীনি ভাইয়েরা দোয়া করেছেন- কিন্তু আল্লাহর ফায়সালাতো ভিন্ন।

হঠাৎ ২৯শে সেপ্টেম্বর '৯৯ সকালে ফজর বাদে আমার বাসায় ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠলো। গভীর রাতে কিংবা ভোরে টেলিফোন বাজলেই আমার ভয় হয়। না জানি কোন দুঃসংবাদ। হ্যাঁ ঠিক তাই- জনাব খান সাহেবের অবস্থার আরো অবনতি হয়েছে। তাকে এক্ষুণি হাসপাতালে নেয়া দরকার। অপর প্রান্ত থেকে অফিসের পক্ষ থেকে খান সাহেবের খেদমতে নিয়োজিত মোঃ রুহুল আমীন আমাকে এ খবর জানালো।

আমি সাথে সাথেই খবরটি জনাব মকবুল আহমদকে জানালাম। উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামায়াত মুহতারাম অধ্যাপক গোলাম আযম তখন সৌদী আরবে সফরে ছিলেন এবং মুহতারাম সেক্রেটারী জেনারেল শ্রদ্ধেয় নিজামী ভাই ঢাকার বাহিরে সফরে ছিলেন। মকবুল আহমদ সাহেব বললেন "৯টায় অফিসে আসছি"। অফিসে একত্রে বসে ফায়সালা করবো।

একটু পরেই মুজাহিদ ভাই আমাকে টেলিফোন করলেন। জনাব খান সাহেবের সর্বশেষ অবস্থা জানতে চাইলেন। মুজাহিদ ভাই সব শুনে বললেন, "চলুন খান সাহেবের বাসায় যাই। খান সাহেবের বাসায় গিয়ে তার মেয়ে এবং নাতী-নাতনীসহ পরিবারের লোকদের নিয়ে পরামর্শ করে ফায়সালা করি।" উল্লেখ্য যে জনাব মকবুল আহমদ আগেই সময় নির্ধারিত থাকার কারণে মুজাহিদ ভাইকে খবরটি বলে ডায়াবেটিক হাসপাতালে চলে গিয়েছিলেন।

৮টায় খান সাহেবের বাসায় চলে গেলাম। মুজাহিদ ভাই, আঃ কাদের মোল্লা ভাই, জনাব খান সাহেবের নাতী মাসুমসহ বৈঠকে বসলাম। খান সাহেবের একমাত্র মেয়ের মতামত নেয়া হলো। সকলেই একমত হয়ে শ্রদ্ধেয় নেতাকে ইবনে সিনা হাসপাতালে নেয়ার ফায়সালা হলো।

ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব শামছুর রহমান সাহেবের সাথে বিস্তারিত আলাপ করলাম। মুজাহিদ ভাইও তার সাথে কথা বললেন। তিনিও সম্মতি দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাকে দেখার জন্য তার বাসায় গেলেন।

ইবনে সিনা থেকে এ্যাম্বুলেন্স আনা হলো। স্ট্রেচারে জনাব খানকে তার থাকার বিছানা থেকে শেষ বারের মত নামানো হচ্ছিল। হাত তুলে তিনি এমনভাব করছিলেন যে, তিনি হাসপাতালে যেতে চাননা। হয়তো বুঝেছিলেন ঘর থেকে এটাই তার চির বিদায়।

আমরা সহকর্মীরাও তাই ভেবেছিলাম। আমি একটু আগেই মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম হাতের নাড়ি দেখলাম। তিনি স্ট্রেচারে শুয়ে চোখ বন্ধ করে চিরবিদায় নিয়ে হাসপাতালে চলে গেলেন স্বীয় গৃহ থেকে। বিছানা পড়ে রইলো শূন্য ঘরে। হায়রে মানুষের জীবন-

www.pathagar.com

হায়রে মানুষ। নিরবে চোখের পানি এলো- হাসপাতাল থেকে স্বগৃহে হয়তো জনাব খান আর ফিরে আসবেন না।

ইবনে সিনা হাসপাতালের ৩১০ নং কেবিন। এই কেবিনটা আমার অতি পরিচিত। এই কেবিনে আগে মুহতারাম আমীরে জামায়াত, মুহতারাম সেক্রেটারী জেনারেল এমনকি মুহতারাম খান সাহেবও থেকে চিকিৎসা করিয়েছেন। বহুবার আমি ঐ কেবিনে গিয়েছি।

এবারও মুহতারাম খান সাহেব সেই কক্ষে শায়িত হলেন- বাকহীন, চোখ বন্ধ এবং অচেতন অবস্থায়। ডাক্তারদের মতে যেটাকে "কমা" বলা হয়।

কেন্দ্রীয় অফিস থেকে আমরা দুইজনকে তার খেদমতে নিয়োগ করলাম। এ ছাড়া জনাব খান সাহেবের একমাত্র মেয়েতো সর্বক্ষণ আছেই- এরপরে আছেন তার নাতী, নাতনী ও নাতনী জামাইসহ আত্মীয় স্বজন।

প্রতিদিনই জামায়াতের কেন্দ্রীয় ও মহানগরী নেতৃবৃন্দ তাকে দেখতে যেতে থাকলেন। জাতীয় সংসদের তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ তাকে দেখতে গেলেন। অগণিত ভক্ত, অনুরক্ত, দ্বীনি ভাই, গুণগ্রাহী যারা খবর পেয়েছেন তারাই তাকে একনজর দেখতে গেলেন।

প্রতিদিনই তার "স্বাস্থ্যের খবর" পত্রিকার পাতায় প্রকাশ হতে থাকলো। দিন দিন শুধু অবনতি- কখনো সামান্য উন্নতি আবার অবনতি এই অবস্থা চলছিলো।

দেশে বিদেশে সারা দুনিয়ায় তার জন্য দোয়ার মাহফিল হতে থাকলো। পবিত্র কা'বাশরীফে তার জন্য দোয়া করা হলো।

সব কিছুর মাঝে আমরা মনে শংকা বোধ করছিলাম, না জানি কখন তার ইন্তেকাল হয়। মুহতারাম আমীরে জামায়াত সৌদী আরব সফরে রয়েছেন। তিনি ঢাকায় ফিরে আসবেন ৬ অক্টোবর। ফিরে এসে তিনি কি তাকে পাবেন- ইত্যাদি নানান ভাবনায় ও আশংকায় আমরা দিন কাটাচ্ছিলাম। শ্রদ্ধেয় নেতা আব্বাস আলী খান শেষের দিকে এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, কথা বলতে চেয়েছেন কিন্তু বলতে পারেননি, কলম দিয়ে কিছু লিখতে চেয়েছেন লিখতে পারেননি।

শুনেছি সিংগাপুরে স্বামীসহ অবস্থানরত সর্ব ছোট নাতনীকে তিনি খুবই আদর করতেন। তাকে লিখতে গিয়ে শুধু দু লাইন লিখতে পেরেছিলেন- "তোমার সঙ্গে দেখা হলো না। যদি মরে যাই ইনশাআল্লাহ জান্নাতে দেখা হবে। যাতে জান্নাতে আসতে পারো এই ভাবে চলবে।.... এ পর্যন্ত লিখার পরই তার হাত থেকে কলম পড়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, সেই নাতনী জনাব খান সাহেবের ইন্তেকালের আগের দিন সিংগাপুর থেকে ঢাকায় পৌঁছে তার শ্রদ্ধেয় নানাকে হাসপাতালের বেডে অচেতন অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। ২৯ সেপ্টেম্বর রিয়াদ থেকে শহীদ ভাই টেলিফোন করলেন। মুহতারাম নাসের ভাই এবং শহীদ ভাইকে জনাব খান সাহেবের স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার খবর জানালাম এবং আমাদের আশংকার কথাও বললাম।

উল্লেখ্য মরহুম জনাব আব্বাস আলী খান এক স্বপ্নের কথা শ্রদ্ধেয় নিজামী ভাইকে বলেছিলেন- "তা হলো জনাব খান স্বপ্ন দেখেছেন যে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, মুহতারাম আমীরে জামায়াত তার জানাযা পড়াচ্ছেন এবং শ্রদ্ধেয় নিজামী ভাই তাকে কবরে নামাচ্ছেন।"

এ খবরও আমি রিয়াদে পৌঁছালাম। রিয়াদ থেকে শহীদ ভাই জানালেন যে আমীরে জামায়াতসহ তারা সেদিন মদীনা যাচ্ছেন। মদীনা থেকে তারা ৩রা অক্টোবর জেদ্দা হয়ে মক্কা ফিরবেন।

২রা এবং ৩রা অক্টোবর ৪৮ ঘন্টা হরতাল। জনাব খান সাহেবের অবস্থা আরো অবনতির দিকে। ৩রা অক্টোবর বেলা পৌনে ১টা। আমি টেলিফোন করলাম হাসপাতালে ৩১০ নং কেবিনে। মরহুম জনাব আব্বাস আলী খান সাহেবের মেয়ে টেলিফোন ধরলেন। আমি রুহুল আমীনকে চাইলাম। রুহুল আমীন টেলিফোন ধরার পর জিজ্ঞাসা করলাম খান সাহেবের অবস্থা কেমন? রুহুল আমীন উত্তরে জানালো শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আল্লাহর রহমত কামনা করে টেলিফোন ছাড়লাম।

ইন্তেকাল ও দাফন

অফিসের ৩য় তলায় গিয়ে মুজাহিদ ভাই এর ইমামতিতে ১টা ২৫ মিনিটে যোহর নামাজ পড়লাম। ফরজ নামাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই টেলিফোন বেজে উঠলো- টেলিফোন ধরতেই খবর এলো "খান সাহেব আর নেই"। টেলিফোন অপারেটর আবদুল মোতালেব মিয়া এ খবর দিলো।

অন্তর কেঁপে উঠলো- চোখ বেয়ে অশ্রু বেরিয়ে আসছিল, আবেগে হতবাক হয়ে চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ।

মন একথা যেন মানতে চায়না- তাই আবার ইবনে সিনা হাসপাতালে টেলিফোন করে কর্তব্যরত ডাক্তারের নিকট এই খবরের সত্যতা যাচাই করা হলো- ডাক্তার জানালেন ১টা ১৫ মিনিটে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মহানগরী অফিসে শ্রদ্ধেয় নিজামী ভাইকে টেলিফোন করলাম।

হরতাল চলছে। তাই কাছে কুলে যে সব নেতৃবৃন্দ ছিলেন- মুজাহিদ ভাই সকলকে ডাকতে বললেন। ভারপ্রাপ্ত আমীর মুহতারাম শামছুর রহমানসহ সকলেই বৈঠকে

www.pathagar.com

বসলেন- সৌদী আরবের মক্কায় টেলিফোন করলাম। কাউকে পাওয়া গেল না- অবশেষে মাওলানা আবদুল জব্বারকে পেলাম তাকে এ খবর দিলাম। তিনি জানালেন আমীরে জামায়াত মদীনা থেকে জেদ্দায় পৌছেছেন। এখন জেদ্দা থেকে মক্কার পথে আছেন। মুজাহিদ ভাই তাকে বলে দিলেন মক্কায় আমীরে জামায়াত পৌঁছার সাথে সাথেই এ খবর দিতে এবং আমীরে জামায়াত জানাযায় অংশ গ্রহণের জন্য আসতে পারবেন কিনা অবিলম্বে তা জানাতে।

কিছুক্ষণ পরেই মক্কা থেকে শহীদ ভাই খবর জানালেন, যে করেই হোক আমীরে জামায়াত তিন তারিখ রাত্রেই রওয়ানা দিবেন এবং ৪ তারিখে সকাল ১০ টায় ঢাকায় অবতরণ করবেন ইনশাআল্লাহ।

বৈঠকে ফায়সালা হলো- পল্টন ময়দানে ৪ঠা অক্টোবর বেলা ২টায় জানাযা হবে। মহানগরীতে মাইকিং শুরু হলো। রেডিও টেলিভিশনে ঘোষণা এলো জনাব খান ইন্তেকাল করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কখন কোথায় জানাযা হবে রেডিও টেলিভিশনে তা বলা হলো না।

বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ৬২ সালের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য, একজন শিক্ষাবিদ ও লেখক তদুপরি সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ একজন জাতীয় নেতার মৃত্যুর খবর প্রচারে রেডিও টেলিভিশন কেন এত কার্পণ্য করলো- তা অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছে। এর উত্তর কেবল কর্তৃপক্ষই দিতে পারবেন।

যাই হোক আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় অফিসে লাশ আনা, শেষ গোসল দেয়া, কাফন পরানো এবং ৪ঠা অক্টোবর পর্যন্ত লাশ সংরক্ষণ করার এসব কাজে নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

উল্লেখ্য যে, হরতালের সময় শ্রদ্ধেয় নিজামী ভাই মহানগরী অফিসে অবস্থান করছিলেন এবং সেখান থেকেই তিনি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছিলেন ও করণীয় সম্পর্কে গাইড করছিলেন। আবদুল কাদের মোল্লা ভাই হরতালের মধ্যেই দ্রুত ইবনে সিনা হাসপাতালে চলে গেছেন।

৩রা অক্টোবর একটি দিন! হ্যাঁ একটি মহা স্মরণীয় দিন। বেলা গড়িয়ে গেছে- আলো ধীরে ধীরে কমে আসছে- সূর্য দিগন্ত রেখার দিকে ঢলে পড়েছে- সারা পৃথিবীকে অন্ধকার করে দিয়ে একটু পরেই দিগন্ত রেখা পাড়ি দেবে আর কালো অন্ধকার ধীরে ধীরে গ্রাস করবে সারা পৃথিবীকে- এমনি এক সময় জনাব আব্বাস আলী খান যিনি প্রায় একটি শতাব্দীর জীবন্ত সাক্ষী ছিলেন, যিনি ৪৫টি বছর ইসলামী আন্দোলনের অঙ্গনে ছিলেন- একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, যার পদচারণায় কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল মুখরিত- আজ তিনি লাশ হয়ে আসছেন কেন্দ্রীয় দফতরে। সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই শ্রদ্ধেয় নিজামী ভাই, মুহতারাম মাওলানা সাঈদীসহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও মহানগরী নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় অফিসে চলে এলেন। নেতৃবৃন্দ তার লাশ দেখে চোখের পানি সংবরণ

www.pathagar.com

করতে পারলেন না। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ, জামায়াত কর্মী, কেন্দ্রীয় অফিস স্টাফ, গুণগ্রাহী ভক্ত, অনুরক্তদের কান্নায় এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হলো। এর মধ্যেই গোসল এবং কাফনের কাপড় পরানোর প্রস্তুতিও শুরু হলো। ভারপ্রাপ্ত আমীর মুহতারাম শামসুর রহমান ও মুহতারাম সেক্রেটারী শ্রদ্ধেয় জেনারেল নিজামী ভাই ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সরাসরি তদারক করলেন। প্রাণপ্রিয় নেতাকে শেষ গোসল দেয়ার জন্য এগিয়ে এলেন মাওলানা আবদুল মুনেম এবং জনাব মোস্তফা হোসাইন সরকার। জামায়াত কর্মী, শুভাকাঙ্ক্ষী ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ সকলের কাছে খান সাহেবের ইন্তেকালের খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো- জাতীয় নেতৃবৃন্দের অনেকেই ছুটে আসলেন কেন্দ্রীয় দফতরে শ্রদ্ধেয় নেতাকে শেষ বারের মত এক নজর দেখার জন্য। কেউ কেউ টেলিফোন করলেন খবর জানার জন্য। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে টেলিফোনের পর টেলিফোন পাচ্ছিলাম।

অফিসে রক্ষিত মরহুমের লাশ দেখতে আসেন সাবেক প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ও বিএনপি'র মহাসচিব জনাব আঃ মান্নান ভূইয়া, জনাব আবদুল মতিন চৌধুরী, জনাব শামসুল ইসলাম, জনাব তরিকুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির নেতা কাজী ফিরোজ রশীদ, ইসলামী ঐক্যজোটের নেতা জনাব এ আর এম আবদুল মতিন, এনডিএর সভাপতি জনাব এডঃ নূরুল হক মজুমদার, এনডিএ নেতা এডভোকেট আবদুল মবিন, ডিএল এর জনাব সাইফুদ্দিন আহমদ মনিসহ জামায়াত নেতৃবৃন্দ, কর্মী, সমর্থক, শুভাকাংখী এবং অগণিত ভক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তিবর্গ।

দো-তলা থেকে নীচে নেমে খান সাহেবকে এক নজর দেখার জন্য মন ছটফট করছিলো- কিন্তু দেখার কথা মনে হলেই আবেগ জড়িয়ে ধরে তাই যেতে সাহস করছিলাম না। পরিশেষে মনকে খুব শক্ত করে ভীড় কমার পর নীচে নামলাম। শ্রদ্ধেয় নেতা জনাব আব্বাস আলী খানের লাশ কেন্দ্রীয় দফতর গ্রাউন্ড ফ্লোরে উত্তর শিয়রে শোয়ানো, মুখটা শুধু বের করে রাখা হয়েছে। আমি পাশে গেলাম কি সুন্দর মুখ, কি সুন্দর অবয়ব, এক কথায় শান্তির ঘুমে তিনি আচ্ছন্ন- চোখ দুটো বন্ধ, ঠোঁট দুটো বন্ধ- তিনিতো চির নিদ্রায় মগ্ন। কিন্তু মন মানে না, হৃদয় ভেঙ্গে বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের মত পানি আসলো চোখে। সইতে পারলাম না- দাঁড়াতে পারলাম না- দ্রুত ওখান থেকে চলে আসলাম উপরে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো- আল্লাহ তায়ালার মহান বাণী "ইয়া আইয়া তুহান্নাফসুল মুতমাইন্না, ইরজিয়ী ইলা রাব্বিকি রাদীয়াতাম মারদীয়্যা- ফাদখুলী ফী ইবাদী ওয়াদখুলী জান্নাতী।"

অর্থ ঃ 'হে প্রশান্ত আত্মা! চল তোমার রবের দিকে এমন অবস্থায় যে, তুমি (নিজের ভাল পরিণামের জন্য) সন্তুষ্ট (আর তোমার রবের নিকট) পছন্দনীয়। তুমি আমার (প্রিয়) বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।'

www.pathagar.com

নিজ টেবিলে এসে চোখের পানিতে শুধু এ কথাই স্মরণ হতে থাকলো। মাত্র ২ মাস আগে কাবা শরীফে দাঁড়িয়ে মাগরিবের নামায পড়ছিলাম। ইমাম সাহেব মাকামে ইব্রাহীমের কাছে দাঁড়িয়ে ইমামতি করছিলেন। শ্রদ্ধেয় ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহা পড়ার পর আয়াত কয়টি শুরু করলেন, কিন্তু তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করেই কেঁদে ফেললেন, চুপ করে গেলেন, অশ্রু আবেগ সংবরণ করলেন- আবার আয়াত তেলাওয়াত শুরু করে নামাজ শেষ করলেন।

শ্রদ্ধেয় খান সাহেবের পেছনে দাঁড়িয়েও মুক্তাদী হয়ে নামাজ পড়তে গিয়ে বহুবার এই আয়াত তার কাছে তেলাওয়াত শুনেছি- আজ প্রশান্ত চিত্ত নিয়ে আল্লাহর কাছে চলে গেলেন, রেখে গেলেন আমাদের কাছে তার অমর কীর্তি।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা হঠাৎ মৃত্যু থেকে এবং দীর্ঘদিন ভোগান্তিজনক মৃত্যু থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও।" আল্লাহতায়ালার কি মর্জি মুহতারাম আব্বাস আলী খান সাহেব ২১ শে জুলাই '৯৯ অসুস্থ হলেন- আর দুই মাস ১০ দিন পরেই ইন্তেকাল করলেন- দেখতে না দেখতেই উক্ত দিনগুলো যেন চলে গেলো। গুরুতর অবস্থায় থাকলেন মাত্র কয়েকদিন।

জনাব খানের একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী আমাকে বললেন- তার কোন গুনাহ থেকে থাকলে তা ঝরে পড়ার জন্য যে কয়দিন অসুস্থ থাকা দরকার ছিল, আল্লাহ তায়ালা হয়তো সে কয়দিনই তাকে অসুস্থ রেখেছিলেন।

আল্লাহ তায়ালার কি মহিমা জনাব খান সাহেবের না দীর্ঘদিন ভোগান্তি হলো- না হঠাৎ মৃত্যু হলো। নেক্‌কার বান্দাদের সত্যি কি সৌভাগ্য!

সকল মানুষই একদিন মরে যাবে- "কুল্‌লু নাফসিন জায়িকাতুল মাওত" প্রত্যেক মানুষ মরণশীল। হাদীস শরীফে আছে "আজ যারা জীবিত একশত বছর পর এর একজনও জীবিত থাকবেনা।" এ পৃথিবীতে জন্ম নেয়ার সাথে সাথেই কাঁধে চেপে জেকে বসে থাকে সবচেয়ে বড় বন্ধু তা হলো মৃত্যু। কেউ মরতে চায়না, কিন্তু মৃত্যু অবধারিত, মৃত্যু আসবে- মানুষ মরে যাবে এটাই চিরন্তন নিয়ম।

ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীরাও একই নিয়মে মরে যাবে- মরে যাচ্ছে। দীঘদিন কেন্দ্রীয় অফিসের জীবনে একান্ত কাছের অনেক নেতা-কর্মী ভাইকে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতে দেখেছি- প্রথমেই শ্রদ্ধেয় নেতা মরহুম আবদুল খালেককে দেখেছি, তারপর দেখেছি শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম সাহেবকে তারপর একান্ত সহকর্মী মফিজ উদ্দিন মন্ডলকে দেখেছি, মুন্সী আবদুল মান্নানকে দেখেছি, শ্রদ্ধেয় নেতা সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলীকে, দেখেছি মাত্র ৩১ বছর বয়স্ক সহকর্মী ভাই সেলিমকে....

এরপর বিদায় নিয়েছেন মাহমুদ হোসাইন আল মামুন ভাই, এরপর জনাব আবদুল গাফফার ভাই সর্বশেষ শ্রদ্ধেয় নেতা জনাব আব্বাস আলী খান (এই বইয়ের পান্ডুলিপি

www.pathagar.com

লেখার পর কেন্দ্রীয় নেতা প্রফেসর আবদুল খালেক, মোঃ ইউনুছ এবং শেখ নূরুদ্দিন ভাইও ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না..... রাজেউন)। দীর্ঘ ২৬ বছরের কেন্দ্রীয় অফিসের জীবনে এই মৃত্যুগুলো দেখেছি কাছে থেকে।

পৃথিবী আছে- প্রতিদিন সকালে পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠে- পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায় নিয়মিত। জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিস আছে- আমরা আছি- নাই উপরের উল্লিখিত ভাইয়েরা- এমনিভাবে আমিও একদিন বিদায় নিবো- আমরা সকলেই বিদায় নিবো- নতুন ভাইয়েরা এসে কাজ করবে- হাল ধরবে এভাবেই চলবে এ আন্দোলন, এ অফিস, এ দুনিয়া। এরপর এ দুনিয়াও একদিন শেষ হয়ে যাবে আসবে কিয়ামত। তারপর 'আখিরাত'- সেদিন দুনিয়ার সব কৃতকর্মের বিচার, হিসাব নিকাশ ও ফায়সালা হবে। দুনিয়ার জীবনে যারা মুমিন হিসেবে ভাল কাজ করেছেন আল্লাহকে খুশী করার জন্য, আল্লাহর দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করেছেন তারা কামিয়াব হবে, তারা সফল হবে। আর যারা দুনিয়ায় আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জীবন পরিচালনা করেনি তারা হবে ব্যর্থ। যারা সফল তারা লাভ করবেন জান্নাত আর যারা ব্যর্থ তারা যাবে জাহান্নামে।

আজ শুধু এই প্রার্থনা- "হে আল্লাহ আপনি শ্রদ্ধেয় খান সাহেবকে কবুল করুন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন। হে আল্লাহ আপনি উপরোক্ত ভাইদেরকে কবুল করুন, আমাদের সকলকে কবুল করুন, আমাকে কবুল করুন এবং জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন। সোজা সরল পথে আমাদের পরিচালিত করুন, দ্বীনের যোগ্য খাদেম হিসাবে দ্বীন কায়েমের কাজ করবার তৌফিক দান করুন- মওতের সময় ঈমানের সাথে মওত দান করুন।

হে আল্লাহ আপনার বাণীর অমিয় ধারা যেন লাভ করতে পারি সে তৌফিক এনায়েত করুন।" আমীন।

৩রা অক্টোবর রাতটিতে মরহুম জনাব আব্বাস আলী খান সাহেবের লাশ কাফন পরিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় কার্যালয় কনফারেন্স রুমে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করলাম। যে কনফারেন্স রুমে তিনি জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বৈঠক করেছেন- আজ এই কক্ষে তিনি শেষ রাত্রি যাপন করছেন। কত পলিসি নির্ধারণে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন- মুহতারাম আমীরে জামায়াতের অনুপস্থিতিতে কত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছেন- কত সহকর্মীদের নিয়ে এক সাথে বসে তাদের কথা শুনেছেন, আজ তিনি লাশ হয়ে শেষ ঘন্টাগুলো বরফের বিছানায় সাদা শুভ্র কাফন পরিহিত অবস্থায় কেবলামুখী হয়ে, যে প্রান্তে আমীরে জামায়াত, তিনি নিজে এবং অন্যান্য নায়েবে আমীর ও সেক্রেটারী জেনারেলসহ অর্থাৎ উত্তর প্রান্তে বসতেন সেই দিকে মাথা দিয়ে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার আত্মীয়-স্বজন, জামায়াতের রুকন, কর্মী, ভক্ত-অনুরক্ত ও গুণগ্রাহীগণ এসে সেখানে তাকে দেখলেন। তাদের চোখের পানিতে পরিবেশ ভারী

www.pathagar.com

হয়ে উঠলো। '৯১ সালের নির্বাচনের সময় মরহুম আব্বাস আলী খান সাহেবের সচিব ডাঃ উমর ফারুক এবং তার সহকর্মী ডাঃ নওফেল ইসলাম তাকে দেখতে এলেন। তারা কফিন দেখে এসে আমার টেবিলের পাশে বসলেন। তারা তাদের শোকবাণী জানালেন। তারা বললেন, জামায়াতের মধ্যে তিনি একজন নির্ভেজাল খাঁটি লোক ছিলেন। ডাঃ নওফেল বললেন, যেভাবে কফিন রাখা হয়েছে তাতে কিছুটা অসুবিধে হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, বারডেম এবং অন্য কোথাও হিমাগারে জায়গা না পেয়েই আমরা কনফারেন্স কক্ষে কফিন রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু আল্লাহর লাখো শুকরিয়া, মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমত যে রফিকুল ইসলাম খান ভাই এর চেষ্টায় এবং কিছু সহৃদয় ভাইদের সহযোগিতায় শেষ মুহূর্তে মহাখালী আই.সি.ডি.ডি.আর.বি-র হিমাগারে কফিন রাখার ব্যবস্থা হলো এবং রাত সাড়ে ১০টায় আমরা মহাখালীর উদ্দেশ্যে মরহুম খান সাহেবের কফিন পাঠিয়ে দিয়ে শ্রদ্ধেয় নিজামী ভাই, মুজাহিদ ভাই, কামারুজ্জামান ভাই, আঃ কাদের মোল্লা ভাইসহ আমরা নিজ নিজ ঘরে ফিরলাম।

সারারাত ঘুম হলোনা। শুধু ছটফট করে নানান ভাবনায় কাটালাম সারাটা রাত। এরই মধ্যে রাত সাড়ে বারটায় রিয়াদ থেকে টেলিফোন পেলাম। টেলিফোনে আবুল হাসেম ভাই এর কণ্ঠ। তিনি জানালেন "মুহতারাম আমীরে জামায়াতকে সৌদি এয়ার লাইন্সের বিমানে এই মাত্র তুলে দিয়ে আসলাম। আগামীকাল সকাল ১০টায় ইনশাআল্লাহ তিনি ঢাকায় বিমান বন্দরে অবতরণ করবেন।"

উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামায়াত অত্যন্ত ক্লান্ত শ্রান্ত দেহেও দ্বীনি ভাই মরহুম খান সাহেবের মহব্বতের টানে তার জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য বিমানে উঠেছেন ঢাকার উদ্দেশ্যে। তিনিও বাংলাদেশ-এর জাতীয় রাজনীতিতে ও বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের বরেণ্য এবং একজন বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তদুপরি মদীনা থেকে জেদ্দা, তারপর জেদ্দা থেকে মক্কা, তারপর আবার উমরা করা ইত্যাদি এতগুলো কাজ একই দিনে সেরে আবার জেদ্দা রওয়ানা এবং জেদ্দা থেকে আভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে রিয়াদে রওয়ানা এবং রিয়াদ থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে ঢাকা রওয়ানা হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ডাইরেক্ট টিকেট না পাওয়ার পেরেশানী, তদুপরি ব্রেক জার্নী, স্বাস্থ্যের উপর যুলুম এবং ক্লান্তি-শ্রান্তি কোন কিছুই তাকে দমাতে পারেনি। ভ্রাতৃত্বের ঐকান্তিক টানে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতা মুহতারাম আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম সফর সংক্ষিপ্ত করে ছুটলেন ঢাকা অভিমুখে।

পরদিন সকাল ১০টায় মুহতারাম আমীরে জামায়াতকে রিসিভ করার জন্য মুহতারাম সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এবং মুহতারাম মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপিসহ কয়েকজন বিমান বন্দরে গেলেন।

www.pathagar.com

আমি আমার দফতরে বসে বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ অব্যাহত রাখলাম। সকাল ১১টা ২০ মিনিটের সময় মুহতারাম আমীরে জামায়াত বাসায় পৌছেছেন বলে খবর পেলাম। দেশ বিদেশ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব এবং সংগঠন থেকে টেলিফোনে এবং ফ্যাক্সের মাধ্যমে শোকবাণী পেতে থাকলাম। আর এদিকে কর্মপরিষদ সদস্যগণ, বিভিন্ন জেলা থেকে জেলা আমীরগণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি ও রুকন-কর্মীদের অনেকেই ঢাকায় আসতে শুরু করলেন। তাদের মনের একান্ত কামনা বাসনা মরহুম খান সাহেবকে এক নজর শেষ দেখার। দুপুর সাড়ে ১২ টায় মহাখালী হিমাগার থেকে মরহুমের কফিন ঢাকা মহানগরী জামায়াত অফিসে আনা হলো। নিজামী ভাইকে জানালাম বিভিন্ন জেলা থেকে আগত নেতৃবৃন্দের খান সাহেবকে এক নজর দেখার অভিপ্রায়ের কথা। নিজামী ভাই বললেন- "তাদেরকে একটার মধ্যে ঢাকা মহানগরী জামায়াত অফিসে পাঠিয়ে দিন"।

বেলা পৌনে একটায় মুহতারাম আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম মহানগরী জামায়াত অফিসে পৌছলেন। কফিন এ্যাম্বুলেন্স থেকে নামানো হলো- মরহুম খান সাহেবের মুখ দেখে মুহতারাম আমীরে জামায়াত সইতে পারলেন না- তার কপালে চুমু দিলেন- শুভ্র শ্মশ্রুমন্ডিত সাদা কপালে বেয়ে অশ্রুর ঢল নেমে এলো আমীরে জামায়াতের। এ দৃশ্য দেখে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ আবেগ আপ্লুত হয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

কান্নার অবিরাম ধারায় সিক্ত হলো উপস্থিত সকলে। সকলের চোখেই পানি। বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো চারিদিক। শোকাচ্ছন্ন সারা পরিবেশের বাতাস ভারী হয়ে উঠলো।

বায়তুল মোকাররম মসজিদে সোয়া ১টায় জোহর নামাযের জামায়াতের সময়। যোহর নামায বাদ ২টায় পল্টন ময়দানে মরহুমের নামাযে জানাযা হবে। সকলেই চললেন বায়তুল মোকাররমের দিকে যোহরের নামাযের উদ্দেশ্যে। জোহরের জামায়াতে হাজার হাজার লোক, বাহিরের চত্বরও ভরে গেছে। জামায়াত শেষে ইমাম সাহেব মরহুম আব্বাস আলী খান সাহেবের জন্য দোয়া করলেন। চোখের পানিতে সকলেই বললেন- আমিন, আমিন।

জোহরের নামাযের পর স্টেডিয়ামের পশ্চিম এবং পূর্ব প্রান্ত দিয়ে হাজার হাজার লোক পল্টন ময়দানের দিকে ছুটে চললেন। আমি ও ইকবাল আকন্দ স্টেডিয়ামের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে পল্টন ময়দানের দিকে রওয়ানা দিলাম। দেখলাম মানুষের ঢল নেমেছে। শুধু মানুষ আর মানুষ। পল্টন ময়দানে গিয়ে পেছনের দিকে দাঁড়ালাম। তখনো ২টা বাজার বাকী আছে। এদিক সেদিক দেখছিলাম। অনেক অজানা অচেনা মুখ, যাদের ১০/১২ বছর যাবত দেখিনি এরকম অসংখ্য অগণিত লোক দেখলাম মরহুমের জানাযায় অংশ

www.pathagar.com

নেবার জন্য এসেছেন দূর দূরান্ত থেকে। শুধু জামায়াতে ইসলামীর কর্মী, রুকন বা সমর্থক নয় অসংখ্য অগণিত ভক্ত অনুরক্ত ব্যক্তিরা এসেছেন তার জানাযায়। কোন দিন যাদের জামায়াতের জনসভায়, জামায়াতের কোন প্রোগ্রামে দেখিনি এরকম অসংখ্য লোককেও দেখলাম- বুঝতে পারলাম না তারা কারা, কোথা থেকে এসেছেন।

মরহুমের নামাযে জানাযায় জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও কূটনীতিকবৃন্দ

মরহুমের জানাযার নামাযে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, আলেম, বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক মিশনের সদস্যবৃন্দ, ছাত্রনেতা, শিল্পপতি, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পেশার বহু লোক ও গণ্যমান্য লোকদের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন- সাবেক প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার মওদূদ আহমদ, বিএনপি'র মহাসচিব জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, বিএনপি নেতা আবদুল মতীন চৌধুরী, শামসুল ইসলাম, সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী, ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার, সাবেক চীফ অব আর্মি স্টাফ লেঃ জেনারেল মাহবুবুর রহমান, মেজর জেনারেল (অবঃ) সুবিদ আলী ভূঞা, জাতীয় পার্টির (মিজান-মঞ্জু) যুগ্ম মহাসচিব মনিরুল হক চৌধুরী, মাওলানা মহিউদ্দীন খান, অধ্যক্ষ মাসউদ খান, মুহাম্মদ জমির আলী, এ. আর. এম. আবদুল মতীন, ব্যারিস্টার এ. আর. ইউসুফ, ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক, ব্যারিস্টার মুহাম্মদ কোরবান আলী, মাওলানা আখতার ফারুক, শফিউল আলম প্রধান, আনিসুর রহমান, কমরেড মেহেদী, গোলাম মওলা চৌধুরী প্রমুখ। এছাড়াও অবসর প্রাপ্ত বহু সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, ঢাকা মহানগরী এবং বিভিন্ন জেলার নেতৃবৃন্দসহ সকল পর্যায়ের নেতা ও কর্মীগণ জানাযায় অংশ নেন।

সৌদি আরব, ফিলিস্তিন ও লিবিয়ার রাষ্ট্রদূতগণ, পাকিস্তান, ইরানসহ বেশ কয়েকটি দেশের কূটনীতিকগণ নামাযে জানাযায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রবীণ সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী, সাংবাদিক নেতা রুহুল আমীন গাজীসহ বহু সাংবাদিক জনাব খানের জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মতিউর রহমান আকন্দ ও সেক্রেটারী জেনারেল এহসানুল মাহবুব জোবায়েরসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও মহানগরী নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, আইনজীবিসহ সকল পেশা ও শ্রেণীর হাজার হাজার লোক মরহুম খানের জানাযায় উপস্থিত ছিলেন।

আবদুল কাদের মোল্লা ভাই ঘোষণা দিলেন- মুহতারাম আমীরে জামায়াত পল্টন ময়দানে পৌঁছে গেছেন। তিনি কান্না সংবরণের চেষ্টা করেও পারলেন না। কান্না বিজড়িত আবেগ ভরা কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন মুহতারাম আমীরে জামায়াত অধ্যাপক

www.pathagar.com

গোলাম আযম মরহুম খান সাহেবের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী জানাযায় ইমামতি করবেন। শ্রদ্ধেয় নিজামী ভাই উঠে দাঁড়ালেন। কান্না ভরা বাকরুদ্ধ ভারী কণ্ঠে বলে উঠলেন- আশহাদু-আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া-আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। উল্লেখ্য যে, পল্টন মসজিদ এবং ডি.আই.টি মসজিদসহ আশে পাশের মসজিদ থেকেও জোহরের নামায শেষে মানুষের আগমন শুরু হয় পিপীলিকার সারির মত। দু'টা বাজার আগেই পল্টন ময়দান কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম পল্টন ময়দানে উপস্থিত হন পৌনে ২টায়। ঠিক তার তিন মিনিট পরে মরহুম আব্বাস আলী খান এর কফিনবাহী এ্যাম্বুলেন্স এসে হাজির হয় পল্টনে। এ সময় অসংখ্য মানুষ কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়।

দু'টা বেজে গেছে। কিন্তু জনতা তখনো আসছে আর আসছে। তাই ১০ মিনিট জনতার অনুরোধে জানাযা বিলম্ব করা হলো। জনতার এক বিশাল সমুদ্র তখন পল্টনে। মরহুম আব্বাস আলী খানের অন্তিম ইচ্ছায় মুহতারাম আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম জানাযার ইমামতি করছেন। মাইকে ভেসে আসছিলো- আমীরে জামায়াতের কান্নাবিজড়িত কণ্ঠ জনতার মাঝেও পড়ে যায় কান্নার রোল। উপস্থিত হাজার হাজার জনতা শিশুর মত কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। উন্মুক্ত পল্টন ময়দানের আকাশের ইথারে ভাসতে থাকে কান্না আর কান্না।

জানাযা শেষে কফিন খুলে দেখানো হয় জনতাকে। সারিবদ্ধ হয়ে লোকজন মরহুম খানের প্রশান্ত মুখ দেখে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এভাবে কেটে যায় প্রায় দেড় ঘন্টা। কান্না জড়িত কণ্ঠে মুহতারাম সেক্রেটারী জেনারেল কালেমা শাহাদাত পড়তে থাকেন- আশহাদু আল-লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। সাথে সাথে পড়তে থাকেন জনতা।

বেলা তিনটায় কফিন পাঠানো হয় আবার মহাখালী আই.সি.ডি.ডি.আর.বি-র হিমাগারে। বেলা ৪টায় নায়েবে আমীর মুহতারাম শামসুর রহমান, জনাব মাস্টার শফিকুল্লাহ এবং জনাব মাওলানা আবদুস সুবহান, জনাব খানের এই তিন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী কফিনের আগেই জয়পুরহাটে রওয়ানা হয়ে যান।

জয়পুরহাটে শেষ যাত্রা

সন্ধ্যার পর রাত সাড়ে ৯টার সময় মরহুমের কফিনবাহী এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে সেক্রেটারী জেনারেল, জনাব খান সাহেবের নাতনী জামাই ইঞ্জিনিয়ার সিরাজুল ইসলাম ও নাতী মাসুমসহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজন, মওদূদী একাডেমীর পরিচালক মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, জামায়াতের কেন্দ্রীয় ও মহানগরী নেতৃবৃন্দ এবং জেলা থেকে আগত বিভিন্ন নেতৃবৃন্দসহ শোক ও বেদনা বিধুর গাড়ীর বহর রওয়ানা হয়। আধারের বুক

www.pathagar.com

চিরে খান সাহেবের কফিনবাহী এ্যাম্বুলেন্স এগিয়ে চলে জয়পুরহাট অভিমুখে।

যে পথ দিয়ে অগণিত অসংখ্য বার মরহুম খান সাহেব যাতায়াত করেছেন সে পথ ধরে আর কখনো তিনি যাতায়াত করবেন না, আজ তার শেষ যাত্রা-মহাপ্রস্থান এই পথেই।

এদিকে হাজার হাজার লোক বগুড়া শহরে অপেক্ষা করছিলেন মরহুমের জানাযা পড়ার জন্য। রাত সোয়া ১টায় বগুড়া শহরের বনানী সুলতানগঞ্জ হাইস্কুল ময়দানে রাতের নিরবতা এবং নিস্তব্ধতা ভেঙে হাজার হাজার কণ্ঠ কালেমা শাহাদাত উচ্চারণ করতে থাকে। রাত সোয়া একটায় সেখানে দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন মরহুমের দীর্ঘদিনের সাথী আরেক বয়োবৃদ্ধ নেতা মাওলানা আবদুর রহমান ফকির। এরপর কফিন নিয়ে কাফেলা রওয়ানা হয় জয়পুরহাটের উদ্দেশ্যে। বগুড়া থেকে ৫৮ কিলোমিটার সড়ক পথ অতিক্রম করে মরহুমের কফিনবাহী কাফেলা জয়পুরহাট পৌঁছে রাত সোয়া ৩টায়। মহান নেতা আব্বাস আলী খানের বাল্য, কৈশোর, কর্মজীবনের বিরাট এক অংশের স্মৃতিধন্য জয়পুরহাটের জনগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। মরহুম নেতার প্রতিষ্ঠিত তা'লিমুল ইসলাম একাডেমী ও কলেজের ময়দানে তখনো জেগে ছিলেন তার ভক্ত অনুরক্তবৃন্দ।

মরহুম আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালের খবরে গত ৩ দিন ধরে উত্তরাঞ্চলের প্রতিটি জনগণ ছিল শোকে মুহ্যমান। সারাদেশের মানুষের সাথে কাঁদছে বৃহত্তর বগুড়াবাসী। তাদের এ কান্না যেন একান্ত আপনজন হারানোর চেয়েও কষ্টের। বয়োবৃদ্ধ নেতা আব্বাস আলী খানকে প্রায় ১ শতাব্দী যাবত যারা দেখেছেন, শুনেছেন, যারা সান্নিধ্য পেয়েছেন দলমত নির্বিশেষে তারা ছুটে এসেছেন জয়পুরহাটে। জনাব আব্বাস আলী খান তাদের সকলের কাছে সুপরিচিত আর শ্রদ্ধার পাত্র এক মহান শিক্ষক। ব্যক্তিত্ববান এক মহান পুরুষ। "তার রাজনৈতিক জীবন না তার শিক্ষক জীবন কোনটি তাদের প্রিয়" একথার জবাবে স্কুল শিক্ষক আবদুল মোমেন বলেন, সবদিক দিয়েই আব্বাস আলী খান ছিলেন আমাদের কাছে একজন মহান শিক্ষক।

রাতেই আব্বাস আলী খানের কফিন তা'লিমুল ইসলাম একাডেমী থেকে মরহুমের বাসভবনে আনা হয় এবং নিজ বাড়ীতেই রাখার ব্যবস্থা হয়। এদিকে সকাল থেকেই একাডেমী ময়দানে ভীড় হতে থাকে হাজার হাজার মানুষের। সুদূর দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর, নওগাঁ, নাটোর, রাজশাহী, পাবনা এমনকি পদ্মা যমুনার ওপার থেকেও বাস ও ট্রেনযোগে লোকজন আসতে থাকে। সকাল ১০টায় জানাযার নামাযের জন্য নির্ধারিত সময়ের আগেই তা'লিমুল ইসলাম একাডেমীর ময়দান পূর্ণ হয়ে যায়। সেখানে জনসাধারণ শেষ বারের মতো মরহুমকে এক নজর দেখার সুযোগ পেয়ে তার প্রতি তারা শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

www.pathagar.com

জয়পুরহাট শহর কার্যতঃ অচল হয়ে পড়ে। মরহুম আব্বাস আলী খানের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে জয়পুরহাটে অঘোষিত ছুটি কার্যকর হয়ে যায়। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকগণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে তার নামাযে জানাযায় শরীক হন। জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, পুলিশ ও অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তা ও সদস্যরা ছুটে যান তার নামাযে জানাযায়।

অফিস-আদালত আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। ব্যবসা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে ব্যবসায়ীসহ সর্বস্তরের মানুষ মরহুম নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন জানাতে ছুটে আসেন। বন্যার পানির মত মানুষের স্রোত আর স্রোত। এর যেন কোন শেষ ছিলোনা। তা'লিমুল ইসলাম একাডেমী ময়দানে জানাযার স্থান সংকুলান না হওয়ায় শহরের পার্শ্ববর্তী সিমেন্ট কারখানা ময়দানে স্থানান্তর করা হয়। বিশাল সে ময়দানও এক পর্যায়ে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। লোকজন শহরের পার্শ্ববর্তী রেললাইন ও উঁচু সড়কের উপর দাঁড়িয়ে তাদের প্রিয় নেতার জানাযায় শরীক হন। জানাযায় ইমামতি করেন জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব খানের স্নেহধন্য মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। জানাযার পূর্ব মুহূর্তে শোকার্ত জনতার উদ্দেশে জামায়াত নেতৃবৃন্দ আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন- বাংলাদেশকে আধুনিক ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার মাধ্যমেই মহান নেতা জনাব আব্বাস আলী খানের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হবে। নেতৃবৃন্দের আবেগাপ্লুত সেই বক্তৃতার সময় এক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হয়। সমবেত জনতা ডুকরে কেঁদে ওঠেন। ১০টা ৪০ মিনিটে জানাযা শেষে মরহুমের কফিন নিয়ে আসা হয় শহরের সাহেব পাড়াস্থ তার পারিবারিক কবরস্থানে। উল্লেখ্য অসুস্থ হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগেই তিনি নিজ হাতে কবরস্থানের যে জায়গার ঝোঁপ-জঙ্গল কেটে পরিস্কার করে রেখে ঢাকায় এসেছিলেন, আজ সে জায়গায়ই বেলা ১১-৪০ মিনিটে মহান নেতাকে চিরদিনের মত শায়িত করা হলো। মরহুম জনাব খানের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী কফিন কবরে নামালেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। উচ্চস্বরে আকাশে বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" "মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুয়ীদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান ওখরা।"

অর্থ- এই মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এই মাটিতেই তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে। এই মাটি থেকেই তোমাদের শেষ বিচারের জন্য পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

মরহুম আব্বাস আলী খানের দাফন সম্পন্ন হবার পর মরহুমের জয়পুরহাট শহরের বাসভবনে সমবেত অযুত জনতাকে সাথে নিয়ে জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল

www.pathagar.com

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এক দীর্ঘ মর্মস্পর্শী মুনাজাত করেন। আবেগমথিত জনতার অযুত কণ্ঠে "আমিন" "আমিন" ধ্বনির মধ্যে এ সময় শুধু কান্নার রোল ওঠে। প্রখর রৌদ্রে দু'হাত তুলে মাওলানা নিজামী যখন পবিত্র কুরআনের আয়াত ও তার মর্মবাণী উচ্চারণ করছিলেন দু'গন্ড বেয়ে তখন সকলেরই অশ্রুধারা অঝোরে ঝরছিলো। "হে আল্লাহ তোমার এক প্রিয় বান্দাহকে আমাদের পিতৃতুল্য প্রিয় মুরুব্বীকে এখানেই রেখে গেলাম। হে আল্লাহ তুমি তার কবরকে জান্নাতের টুকরো বানিয়ে দাও...।" রাস্তার আশে পাশে, বাড়ীর ছাদে, গাছের ডালে সর্বত্রই তখন কান্নার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে মাওলানা নিজামী পবিত্র কুরআনের আয়াত "ইয়া আইয়াতুহান্নাফসুল মুতমায়িন্নাতুরজিয়ি ইলা রাব্বিকি রাদিয়াতাম মারদিইয়া। ফাদখুলী ফি ইবাদী ওয়াদখুলী জান্নাতি" উচ্চারণ করছিলেন, জনতা আমিন আমিন বলে কাতর কণ্ঠে তখন যেন তা কবুলের জন্যই কাঁদছিলেন। মুনাজাতের সে দৃশ্য সেখানে অভাবিত এক জান্নাতী আবহের সৃষ্টি করে।

বৃহত্তর বগুড়াসহ শোকে মুহ্যমান উত্তরাঞ্চল তথা বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে ইথারে ভাসতে থাকে মহান নেতা খান সাহেবের আজীবনের লালিত স্বপ্ন "আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালীন মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিকে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে বিরামহীনভাবে।"

আমরা যারা ঈমান এনেছি ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়েছি আজ তাদেরই দায়িত্ব মরহুম খান সাহেবের সেই লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা। আর তাহলেই আল্লাহ তায়ালার অপার রহমতে পরকালে পেতে পারি নাজাত মুক্তি তথা জান্নাত।

হে আল্লাহ আমাদের এ পথে কবুল করুন, আমিন ॥

মরহুম জননেতা জনাব আব্বাস আলী খান স্মরণে

দোয়ার মাহফিল

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তৎকালীন আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের সভাপতিত্বে মগবাজার আল ফালাহ মিলনায়তনে ৬ই অক্টোবর '৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত দোয়ার মাহফিলে বক্তৃতা করেন, সাবেক রাষ্ট্রপতি এবং প্রবীণ রাজনীতিবিদ জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস, সাবেক রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জনাব হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ, সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি এবং বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদূদ আহমদ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, ইসলামী ঐক্যজোটের সেক্রেটারী জেনারেল মুফতী মাওলানা ফজলুল হক

www.pathagar.com

আমিনী, মুসলিম লীগের মহা-সচিব আলহাজ্ব জমির আলী, এনডিএ'র চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট নূরুল হক মজুমদার, জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল কাদের মোল্লা, ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য ও অফিস সেক্রেটারী অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম (এই বইএর লেখক)। দোয়ার মাহফিলটি পরিচালনা করেন জামায়াতের তৎকালীন অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি'র চেয়ারপারসনের তৎকালীন তথ্য উপদেষ্টা জনাব আনোয়ার জাহিদ এবং প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ও সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল (অবঃ) মাহবুবুর রহমান, কৃষক শ্রমিক পার্টির চেয়ারম্যান এডভোকেট আবদুল লতীফ, খেলাফত মজলিসের অন্যতম নায়েবে আমীর অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক, এনডিএ'র সেক্রেটারী জেনারেল এডভোকেট আবদুল মোবিন, জামায়াতের নায়েবে আমীর জনাব শামসুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক ইউসুফ আলী, জনাব মকবুল আহমদ, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, নির্বাহী পরিষদ সদস্য আলহাজ্ব মাষ্টার শফিকুল্লাহ, মাওলানা আবদুস সুবহান, জনাব বদরে আলম এবং কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, মরহুম আব্বাস আলী খান মৃত্যুর পূর্বে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে পেরেশানী বোধ করতেন, স্বাধীনতা ও অখন্ডতা নিয়ে দুশ্চিন্তায় অস্থির ছিলেন, দেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যত নিয়ে শংকিত ছিলেন, ভারতের সাথে সম্পর্কিত এবং আশীর্বাদপুষ্ট সরকারের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে চলমান আন্দোলনের ঐক্য আরো মযবুত হওয়া দরকার। '৫৪ সালের মত একমঞ্চ এবং যুক্তফ্রন্ট দরকার। তা না হলে এ সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব হবেনা।

অধ্যাপক আযম অত্যন্ত দরদভরা আবেগময় কণ্ঠে আরো বলেন, "মরহুম আব্বাস আলী খান আমার চেয়ে বয়সে আট বছরের বড় ছিলেন। এজন্য আমি তাঁকে মুরুব্বী হিসাবে সম্মান করতাম। কিন্তু তিনি যেহেতু আমার নিকট থেকে দাওয়াত পেয়ে ইসলামী আন্দোলনে এসেছিলেন, এজন্য আমাকে খুব সম্মান করতেন। এতে আমি কিছুটা বিব্রতও বোধ করতাম। আমরা সকলে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর নেক বান্দা ছিলেন। আল্লাহ যেন তাঁর জীবনের সমস্ত নেক আমল কবুল করেন, তাঁর সমস্ত ভুলত্রুটি গুণাহখাতা মাফ করেন এবং মরহুমকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।

এই মাহফিলে যোগদানের জন্য তিনি জামায়াতের পক্ষ থেকে জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। মাহফিলে উপস্থিত সকলকে নিয়ে তিনি মরহুম আব্বাস আলী

www.pathagar.com

খানের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন।

সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস বলেন, মরহুম আব্বাস আলী খান একজন সুপন্ডিত এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও রুচিবান লোক ছিলেন। তিনি একজন মানুষ ও মুসলমান হিসেবে সার্থক জীবন যাপন করে গিয়েছেন। তাঁর নামাযে জানাযায় বিপুল জনসমাগমের দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি একজন উত্তম লোক ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে কবুল করেছেন। তিনি আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি শুধু জান্নাতই পাবেন না, জান্নাতুল ফেরদাউস পাবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

সাবেক প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বলেন, মরহুম আব্বাস আলী খান ধর্ম ও জাতির প্রতি নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। তাঁর ভাল ব্যবহারের দ্বারা মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন। মরহুম জাতির সামনে যে অন্ধকার দেখতে পাচ্ছিলেন সে অন্ধকার দূর করে এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার লক্ষ্যে জালেম সরকারের পতন ঘটানোর উদ্দেশ্যে আন্দোলন করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, তাহলেই মরহুমের প্রতি আমাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা দেখানো সার্থক হবে।

মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ বলেন, মরহুম আব্বাস আলী খান সু-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ভাষাবিদ ছিলেন। মরহুমের সাথে ১৯৫৬ সাল থেকে সুখে দুঃখে একত্রে কাজ করেছি। দেশ-জাতি ও ইসলামকে বাঁচানোর লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করার জন্য তিনি জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

ব্যারিস্টার মওদূদ আহমদ বলেন, মরহুম আব্বাস আলী খান এ দেশের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত সকলের জন্যই তাঁর নিষ্ঠাবান আদর্শ রেখে দিয়েছেন। যে কয়জন সৎ নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী রাজনীতিবিদ দেশের জন্য অবদান রেখে গেছেন মরহুম আব্বাস আলী খান ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, মরহুম আব্বাস আলী খান এ উপমহাদেশের তিনজন বিরাট ব্যক্তিত্ব ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব, শেরে-বাংলা এ.কে ফজলুল হক ও আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত বান্দা, ছিলেন আল্লাহর এক মকবুল বান্দাহ। মরহুম দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও মুসলিম জাতিসত্তা রক্ষার জন্য যে ডাক দিয়ে গিয়েছেন, তাঁর সে প্রত্যাশা পূরণে এগিয়ে আসার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

www.pathagar.com

মাওলানা মুফতি ফজলুল হক আমিনী বলেছেন, মানুষের মান ইজ্জত সম্মান দেয়ার মালিক আল্লাহ নিজেই। আল্লাহ মরহুম আব্বাস আলী খানকে প্রভূত সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বলেন, মরহুম আব্বাস আলী খান বহুমুখী গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি দেশের সকল ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের তাগাদা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর অবদানের জন্য তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

জনাব আবদুল কাদের মোল্লা বলেন, মরহুম আব্বাস আলী খান অত্যন্ত তাকওয়া সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি বহু ভাষাবিদ ও কুরআন হাদীসের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন।

জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম বলেন, মরহুম আব্বাস আলী খানের স্বপ্ন পূরণ করতে পারলেই তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে।

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম বলেন, "কুলুলু নাফসিন জায়েকাতুল মওত"। মানুষ মাত্রই মরণশীল কিন্তু কিছু কিছু মানুষ মরেও অমর হয়ে থাকেন। মরহুম আব্বাস আলী খান তাদেরই একজন।

— সমাপ্ত —

লেখকের অন্যান্য বই

- মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
- সন্তানের চরিত্র গঠনে পরিবার ও পরিবেশ
- পর্দা প্রগতির সোপান
- টেম্‌স নদীর তীরে

www.pathagar.com

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজিলা প্রাণকেন্দ্র শ্রীবরদী বাজারের উত্তর পার্শ্বে তাতিহাটী গ্রামে ১৯৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুন্সী মফিজ উদ্দিন এবং মাতার নাম আলেছা খাতুন। তিনি ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করেন। এম এ পরীক্ষা দিয়ে তিনিই সর্ব প্রথম শ্রীবরদীতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন এবং বন্ধু-বান্ধব তথা শ্রীবরদীবাসীদের সহযোগিতায় ১৯৬৯ সালে উক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। কর্মজীবনে কয়েকটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপনা ছাড়াও তিনি কয়েক বছর দৈনিক সংগ্রামের সহসম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি ঢাকাস্থ জামালপুর সমিতির সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্র অবস্থাতেই ১৯৬৭ সালে তিনি ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৭০ সালে তরুণ বয়সেই তিনি জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কারণে তিনি কারাবরণও করেন।

জনাব মাযহারুল ইসলাম ছাত্রজীবন থেকেই বিভিন্ন জনসেবামূলক কাজে জড়িত আছেন। তিনি শ্রীবরদীতে ট্রাস্ট, মসজিদ, এতীমখানা, স্কুল ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তিনি দর্শন শাস্ত্র এবং মনোবিজ্ঞান এই দুই বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি কয়েকটি বইও রচনা করেছেন এবং সৌদি আরব, পাকিস্তান, ভারত, যুক্তরাজ্য, ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইরাক সফর করেছেন।

www.pathagar.com